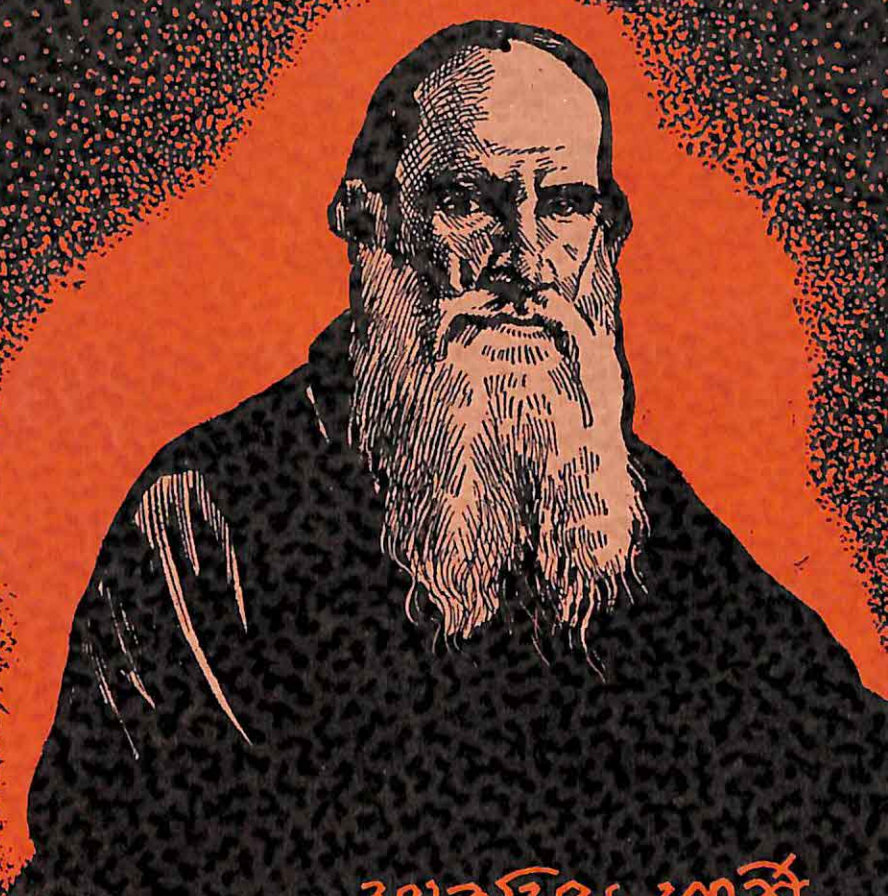
টলস্টয়ের স্মৃতি



ম্যাক্সিম গোর্কী



টলস্টয়ের স্মৃতি

অনুবাদঃ ঋষি দাস

ম্যাক্‌সিম গর্কি

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

প্রথম প্রকাশ

বংগানুবাদ সংস্করণ : ১৯৪৮

দাম : দুই টাকা

কলিকাতা ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট থেকে শ্রীপ্রহ্লাদ কুমার প্রামাণিক কর্তৃক প্রকাশিত
১৭, ভীম ঘোষ লেন নিউ সরস্বতী প্রেস শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র পান কর্তৃক মুদ্রিত।

4582

অনুবাদকের কথা

অন্ততপক্ষে দৈহিক গঠনের দিক থেকে মানুষ যাঁদেরকে সগোত্র ভেবে পৃথিবীর অন্যান্য জীবদের কাছে নিজেদের মনুষ্যত্ব সম্পর্কে বড়াই করে, লিও নিকোলাইয়েভিচ টলস্টয় ছিলেন তাঁদেরই একজন। শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ব'লেই জগতের কাছে টলস্টয়ের বড়ো পরিচয়, যেমন রবীন্দ্রনাথের বড়ো পরিচয় কবি ব'লে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে কেবল কবি বা বার্ণার্ড শকে কেবল নাট্যকার ব'লে বর্ণনা করলে ত্রুটিটা যেমন অবর্ণনীয় হ'য়ে ওঠে—তেমনি হয় লিও নিকোইলায়েভিচ্ টলস্টয়কে কেবল ঔপন্যাসিক বা সাহিত্য-শিল্পী আখ্যা দিলে। রাশিয়ার একটি যুগের একটি সংস্কৃতির পূর্ণ পরিণতি ঘটেছিল লিও টলস্টয়ের মধ্যে। টলস্টয়ের কাছে পৃথিবীর সকল দেশ এবং মানব-সমাজ উপকৃত হ'য়েছে সত্য। কিন্তু রাশিয়া ও ভারতবর্ষের সংস্কৃতির ধারাটি কতক পরিমাণে অনুরূপ ও ঘনিষ্ঠ ব'লেই বুঝি, টলস্টয়ের সাহিত্য ও দর্শন পৃথিবীর মধ্যে যে দুটি দেশকে সব চেয়ে বেশি সাহায্য ক'রেছে, সে দুটি দেশ রাশিয়া আর ভারতবর্ষ। রাশিয়ায় টলস্টয় আঘাত দিয়েছিলেন তার ধর্মতন্ত্রকে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির ব্যবস্থাকে, তার বিবাহের যুক্তিহীন বন্ধনকে, যার ফলে তাঁর পরবর্তী কালের বিপ্লবীদের কাজ কতক পরিমাণে সহজ হ'য়ে উঠেছিল। আর ভারতবর্ষকে টলস্টয় দিয়েছিলেন তার মহাত্মা গান্ধীকে। টলস্টয়ের মতোই গান্ধীজি আদর্শবাদী. অহিংস, ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে অবিশ্বাসী, ধর্মশাসনের স্বৈরচারিতার সম্পূর্ণ বিরোধী। বিশেষ ক'রে, ভারতবর্ষ তার স্বাধীনতা সংগ্রামে যে অহিংস নির্বিরোধিতার নীতি

অবলম্বন ক'রেছিল, তা বলা চলে, টলস্টয়ই দিয়েছিলেন ভারতবর্ষের গান্ধীকে। তাই টলস্টয়ের কাছে ভারতীয়দের ঋণ অপরিসীম।

টলস্টয় ও গর্কি, দুজনেই ছিলেন বিপ্লবী। দুজনেই মানুষের কল্যাণ-কামী। দুজনেই চেয়েছেন মানুষকে মুক্তি দিতে তার অন্যায় থেকে, উৎপীড়ন থেকে, দৈন্য থেকে, লাঞ্ছনা থেকে। তবু আমরা তরুণ গর্কিকে দেখি, বৃদ্ধ বিপ্লবী সৈনিক টলস্টয়ের পানে এমন একটি দৃষ্টিতে তাকাতে—যাতে কেবল সমালোচনা নেই, আছে সশ্রদ্ধ কৌতুক-ও। গর্কি যেন তাঁর সহকর্মী বৃদ্ধ বিপ্লবী টলস্টয়কে বলছেন: 'হে বীর সৈনিক, আপনার পুরাতন তীর ধনু ফেলে আপনি আধুনিক রাইফেল হাতে তুলে নিন। শত্রু দুর্বার, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সে সুসজ্জিত।' তার জবাবে বৃদ্ধ বিপ্লবী যেন ভ্রূকুটি ক'রে বললেন, 'ওই আধুনিক রাইফেল! শয়তানের দান ও! আমি ধর্মযুদ্ধে বিশ্বাসী। আমি বিশ্বাস করি, আমার অস্ত্রেই শত্রু আমার সংগে যুদ্ধ করবে।' ম্যাক্সিম গর্কির মুখখানা যেন করুণ হয়ে উঠলো, তিনি যেন বললেন, 'কিন্তু হে বিপ্লবী মহাবীর! আপনার শত্রু যে অধার্মিক।'

'টলস্টয়ের স্মৃতির' মধ্যে আমরা তাই দেখি এমনি সশ্রদ্ধ একটি সমালোচনা, এমনি করুণ একটি কৌতুক। এখানে উত্তর পুরুষ দেখছে তার পূর্ব পুরুষকে। অপস্রিয়মানকে দেখছে উদীয়মান। তাই এ দর্শন অপূর্ব। তাই ম্যাক্সিম গর্কির এই খণ্ড রচনাটিকে আমি এমন মূল্যবান মনে করি। তাই এই গ্রন্থখানিকে আমি বাংগালী পাঠকের হাতে তুলে দিতে চেয়েছি।

: 'টলস্টয়ের স্মৃতিতে' টলস্টয়ের 'পলায়ন' সম্পর্কে যে উল্লেখ আছে, তা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। তবু বাংগালী পাঠকের

জ্ঞাতার্থে তার বিবরণ সংক্ষেপে দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। আগেই বলেছি, ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রতি বিরূপ ছিলেন লিও টলস্টয়। তাই তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি তাঁর সমস্ত রচনার উপর থেকে উত্তরাধিকারীদের সকল প্রকার অধিকার বিলোপ করার জন্যে তিনি তাঁর প্রকাশকের সংগে গোপনে একটি উইল করেন। গোপনে—কারণ, মিসেস টলস্টয়ের এ-বিষয়ে অমত ছিল। কিন্তু এই উইলের গোপনীয়তা টলস্টয়কে অত্যন্ত পীড়া দিতে লাগলো। কারণ, গোপন করার কাজটি টলস্টয়ের কাছে ছিল দুর্বল মিথ্যাচার মাত্র। অথচ সত্যটিকে প্রকাশ করতেও তিনি বাধা পেলেন—পাছে মিসেস টলস্টয় ব্যথা পান। অবশেষে অন্তর্দ্বন্দ্বটা টলস্টয়ের মধ্যে এমন তীব্র ও দুঃসহ হয়ে উঠলো যে, তিনি একদিন আত্মীয় স্বজনের অজ্ঞাতে তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা আলেকজান্দ্রা এবং এক জন শিষ্যকে সংগে নিয়ে গৃহত্যাগ করলেন। এই গৃহত্যাগের কয়েকদিন বাদেই পথে তাঁর মৃত্যু ঘটে। গৃহত্যাগের ব্যাপারটিকেই এই পুস্তকে 'পলায়ন' বলা হয়েছে।

মুখপত্র

তখন লিও নিকোলাইয়েভিচ থাকতেন ক্রিমিয়াস্থ গাস্‌প্রায়, আর আমি, ওলাইজে। এই পুস্তিকার খাপছাড়া লেখাগুলি আমার সেই সময়কার লেখা। অর্থাৎ সেগুলির রচনাকাল টলস্টয়ের কঠিন পীড়া এবং তাঁর নিরাময়ের মধ্যবর্তী সময়টুকুতে। লেখাগুলি এখানে-ওখানে কাগজের টুকরায় অবহেলায়-অযত্নে ছড়িয়ে ছিল। ভেবেছিলাম, হারিয়ে গেছে। কিন্তু সম্প্রতি আবার সেগুলি আমি ফিরে পেয়েছি। এই খাপছাড়া লেখাগুলির সংগে একটি অসম্পূর্ণ চিঠিও আমি সংযোগ ক'রে দিলাম। ইয়াসনাইয়া পলিয়ানা থেকে লিও নিকোলাইয়েভিচের পলায়ন এবং তাঁর মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে এই পত্রখানি আমি লিখেছিলাম। ঐ সময় পত্রখানি যেমনটি লেখা হয়েছিল, হুবহু তেমনটিই প্রকাশ করছি, একটি শব্দ-ও সংযোজন বা পরিবর্তন করি নি। চিঠিখানি সম্পূর্ণও করিনি। কারণ, যে কোনো কারণই হোক, এখন ত অসম্ভব।

ম. গর্কি

খাপছাড়া

এক

অন্যান্য সকল চিন্তার উর্ধ্বে যে-চিন্তাটি তাঁকে প্রায়ই এবং স্পষ্টত ব্যাকুল করতো, তা ছিল ভগবানের চিন্তা। বাস্তবিক পক্ষে, মাঝে মাঝে মনে হোতো, এ যেন কেবল চিন্তাই ছিল না, ছিল তাঁর চেয়ে কোনো উচ্চতর শক্তির বিরুদ্ধে তাঁর প্রাণপণ প্রতিরোধ-প্রয়াস। এ সম্বন্ধে যতোখানি আলাপ করলে তিনি খুশী হ'তেন ততোখানি আলাপ তিনি করতেন না সত্য, কিন্তু এ-সম্বন্ধে তিনি সর্বদাই চিন্তা করতেন। এ যে বার্ধক্যের চিহ্ন বা আসন্ন মৃত্যুর আতংক, তা-ও বলা চলে না। আমার মনে হয়, এর মূলে ছিল তাঁর মানবিকতার অপূর্ব এক দম্ভ এবং—কতক পরিমাণে হীনতার অনুভূতি। কারণ, লিও টলস্টয় হ'য়েও সামান্য কোনো জীবাণুর কাছে মাথা নত করা হীনতা ছাড়া আর কী। তিনি যদি বৈজ্ঞানিক হ'তেন তবে নিশ্চয়ই বহু কাল্পনিক সূত্রের সৃষ্টি করতেন এবং মহা মহা বিষয় করতেন আবিষ্কার।

দুই

তাঁর হাত দুটি ছিল অপূর্ব—সুন্দর নয়, কিন্তু স্ফীত ধমনীতে গ্রন্থিময় এবং সৃজনীশক্তি ও অদ্বিতীয় প্রকাশব্যঞ্জনায় পরিপূর্ণ। সম্ভবত লিওনার্দো দা ভিঞ্চির হাতদুটিও ছিল এমনি। এমন সুন্দর যাঁর হাত, তিনি দুনিয়ায় সব কিছুই করতে পারেন। কথনো কথনো কথা বলবার

সময় তিনি তাঁর আঙুলগুলোকে নাড়তেন, ধীরে ধীরে সেগুলো নিমীলিত হ'য়ে মুষ্টিতে পরিণত হোতো, আবার অকস্মাৎ উন্মীলিত হোতো, এবং সেই সংগে তিনি গুরুত্বপূর্ণ এক একটি মনোজ্ঞ শব্দ উচ্চারণ করতেন। তিনি ছিলেন দেবতার মতো; ইহুদি বা গ্রীক দেবতার মতো নন,—যেন কোনো রুশ দেবতা, যিনি বসে থাকেন সোনালি লেবু গাছের তলায় ম্যাপ্‌ল্ কাঠের সিংহাসনে। তাঁর মধ্যে খুব বেশি দেবোচিত মহিমা থাকে না সত্য, তবে, সম্ভবত তিনিই দেবতাদের মধ্যে সব চেয়ে চতুর।

তিন

নারীসুলভ কোমল স্নেহের সংগে তিনি দেখেন সুলারঝিজ্‌কিকে। আর শেখভের প্রতি তাঁর মনোভাবটা পিতৃ-বাৎসল্যের অনুরূপ, এর মধ্যে স্রষ্টার গৌরব-অনুভূতিও আছে খানিকটা। সুলার তাঁর মধ্যে একটা স্নেহের উদ্রেক করে, একটা চিরস্থায়ী কৌতুহল এবং আনন্দ,—যা এই জাদুকরটিকে কখনোও ক্লান্ত করে না। হয়তো এই মনোভাবের মধ্যে এমন কিছু রয়েছে, যা একটু হাস্যকর-ও মনে হয়। এ যেন কোনো বৃদ্ধা কুমারীর ভালোবাসা—পোষা কাকাতুয়া, কুকুর বা বিড়ালের প্রতি। সুলার যেন কোনো অজ্ঞাত অদ্ভুত দেশের দুরন্ত চঞ্চল পাখী, প্রচুর তার আকর্ষণ। তার মতো একশো মানুষই একটা গ্রাম্য শহরের বাইরের এবং ভেতরের চেহারাটাকে বদলে ফেলতে যথেষ্ট। বাইরের চেহারাটাকে তারা চূর্ণ ক'রে দেবে, আর ভেতরের চেহারাটাকে তারা পূর্ণ ক'রে দেবে প্রাণ-মত্ত বন্য চঞ্চলতায়। সুলারকে মানুষে সহজেই খুশী হ'য়ে আপনা থেকে ভালোবাসে। মেয়েরা তাকে কতো সহজে ও

হালকাভাবে গ্রহণ করে, যখন আমি তা লক্ষ্য করি, তখন বিস্মিত ও রুষ্ট না হ'য়ে পারি না। তবু, খুব সম্ভব এই লঘু ভাবটার মধ্যেও বুঝি একটা সতর্ক ভাব তার গোপন থাকে। কারণ, স্থুলারের ওপর নির্ভর করা চলে না। কাল সে কী করবে কে জানে? হয়তো কোথাও একটা বোমা ছুঁড়ে বসবে, হয়তো কোনো যাত্রা-থিয়েটারে গিয়ে জুটবে। তিনটা মানুষের বাঁচার মতো প্রাণ-শক্তি তার একার মধ্যে। আর তার জীবনের আগুন—সে যখন ঘেমে ওঠে, তখন অতি-তপ্ত লৌহ-শলাকা থেকে স্ফুলিংগের মতো বিচ্ছুরিত হ'তে থাকে।

(ক)

[তবে একবার তিনি স্থুলারের উপর অত্যন্ত বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন। স্থুলারের মধ্যে অরাজকবাদের প্রতি ছিল একটা সহজ প্রীতি। তাই সে প্রায়ই ব্যক্তি-স্বাধীনতার সম্বন্ধে তর্ক করতে গিয়ে তিক্ত হ'য়ে উঠতো। ওই সময়ে লিও নিকোলাইয়েভিচ সর্বদাই তাকে কোণ-ঠাসা করতেন।

আমার বেশ মনে পড়ে, স্থুলার একবার প্রিন্স ক্রপটকিনের লেখা একটা চটি বই কোথা থেকে সংগ্রহ ক'রে এনেছিল; ফলে তার মাথায় যেন আগুন ধ'রে গেল; সে সমস্ত দিন সকলের কাছে অরাজকবাদের জ্ঞানগর্ভতা সম্পর্কে দীর্ঘ বক্তৃতা দিতে লাগল; এবং সকলকে নিজের দার্শনিকিয়ানায় প্রায় ঘায়েল ক'রে ফেলল।

"আঃ, থামো তুমি লিওভুশ্‌কা! তুমি বড়ো জ্বালাতন করো।" বিরক্ত কণ্ঠে লিও নিকোলাইয়েভিচ বলে উঠলেন, "একটা কথাকে তুমি

কাকাতুয়ার মতো বারে বারে আওড়াচ্ছ,—স্বাধীনতা, স্বাধীনতা, স্বাধীনতা। কিন্তু স্বাধীনতা কথাটার অর্থ কী? তুমি যদি তোমার পুর্ণ ব্যক্তি-স্বাধীনতা পাও, তবে তাতে কী হবে তুমি মনে করো? দার্শনিকতার দিক থেকে সেটা হবে একটা অতল শূন্যতা। আর বাস্তবিক জীবনের দিক থেকে তুমি হ'য়ে উঠবে একটি অলস, পরাশ্রয়ী জীব। তুমি যাকে স্বাধীনতা বলছ, তেমন স্বাধীনতা যদি তুমি পাও, তবে জীবনের সংগে, জনসাধারণের সংগে, তোমাকে বেঁধে রাখবে কোন জিনিষটা? পাখীরা স্বাধীন, কিন্তু তবু তারা নীড় বাঁধে; কিন্তু তুমি তো নীড়ও বাঁধবে না; কুকুরের মতো যেখানে-সেখানে তোমার যৌন-ক্ষুধা মিটিয়ে বেড়াবে। তুমি যদি গুরুত্বের সংগে চিন্তা করো, তবে তুমিও দেখতে পাবে, অনুভব করবে, এই স্বাধীনতা আসলে হোলো শূন্যতা, সীমাহীনতা।"

রোষে তাঁর ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত হ'লো, তিনি কয়েক মুহূর্তের জন্য নীরব রইলেন, তারপর শান্তভাবে আবার বললেন, "খৃস্ট স্বাধীন ছিলেন, স্বাধীন ছিলেন বুদ্ধ। তাঁরা উভয়েই পৃথিবীর সমস্ত পাপের বোঝা নিজেদের ঘাড়ে তুলে নিয়েছিলেন এবং স্বেচ্ছায় প্রবেশ করেছিলেন এই পার্থিব জীবনের বন্দীশালায়। তাঁদের চেয়ে আর কেউ বেশি এগোতে পারে নি—কেউ না। আর তোমরা—আমরা—ছাখো, এ নিয়ে আলোচনা ক'রে কোনো লাভ নেই; আমরা সকলেই চাচ্ছি, অন্যান্য মানুষের প্রতি আমাদের যে কর্তব্য আছে, তার হাত থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করতে। অথচ এই কর্তব্যের অনুভূতি-বোধটাই আমাদের মানুষ করেছে। এবং যদি আমাদের ঐ কর্তব্য-বোধটা না থাকতো, তবে আমরা জন্তু-জানোয়ারের মতো থাকতাম।"

এবার তিনি মৃদু হাসলেন, বললেন, "কেমন ক'রে বাঁচা উচিত, তাই নিয়ে এখন আমরা এখানে তর্ক করছি। ফলটা যে বিরাট কিছু হচ্ছে তা নয়, তবে কিছু হচ্ছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরো, তুমি আমার সংগে তর্ক করছ, আর এমন রেগে উঠছো যে তোমার নাকটা পর্যন্ত নীল হ'য়ে যাচ্ছে। কিন্তু তবু তুমি আমাকে মারছ না, এমনকি গালও পাড়ছ না। তুমি যদি বাস্তবিক পক্ষে স্বাধীন হ'তে, তবে তুমি এখানেই আমাকে খুন ক'রে বসতে এবং সেই সংগে সব চুকে যেতো।"

ক্ষণিক নীরবতার পর তিনি আবার বললেন, "স্বাধীনতা তখনই সম্ভব, যখন সবার সংগে, সব কিছুর সংগে আমার মিল থাকবে। আর সে-ক্ষেত্রে আমার কোনো অস্তিত্ব থাকতে পারে না। কারণ, আমরা কেবল তখনই মাত্র আত্ম-সচেতন হ'য়ে উঠি, যখন আমরা সংঘাত ও বিরোধের মধ্যে এসে পড়ি।"]

চার

শপাঁর একটি সুর বাজিয়ে শোনাচ্ছিলেন গোল্ডেনভাইসার। ফলে লিও নিকোলাইয়েভিচ্ মন্তব্য করলেন, "কোনো একজন জার্মান রাজকুমার বলেছিলেন: 'যদি তোমার কোথাও গোলামের দরকার হয়, তবে সেখানে যথাসম্ভব সংগীতের সরবরাহ করো।' কথাটা সত্যি; এর মধ্যে সত্য-দৃষ্টির পরিচয় আছে। সুর মনকে অলস ক'রে দেয়। ক্যাথলিকরা এ ব্যাপারটি বিশেষ ভাবেই বোঝেন। অবশ্য, আমাদের পুরোহিতরাও মেণ্ডেলস:নের গানকে কখনো কোনোক্রমে গির্জায় ঢুকতে দেবেন না। হ্যাঁ, টুলায় আমার সংগে এক পুরোহিতের আলাপ হয়েছিল। তিনি আমাকে নিশ্চিত ক'রে জানালেন যে খৃস্ট কখনো

ইহুদি ছিলেন না। যদিও তিনি স্বীকার করলেন যে খৃস্ট ছিলেন ইহুদি দেবতার পুত্র, এবং তাঁর মাও ছিলেন ইহুদির মেয়ে। তবু তিনি বললেন, 'খৃস্ট ইহুদি, এ অসম্ভব।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিন্তু তবে কেমন করে……?' পুরোহিত ঘাড় নেড়ে বললেন, 'সেইটুকুই তো হোলো দুর্বোধ্য।'

পাঁচ

গ্যালিসিয়ান রাজকুমার বৃদ্ধ ভ্লাদিমির্কো দ্বাদশ শতাব্দীতেও 'সাহসের' সংগে ঘোষণা করেছিলেন, 'মিরাক্‌ল্ ব'লে কোনো বস্তু নেই।' মনীষীরা হোলেন সেই বৃদ্ধ ভ্লাদিমির্কোর মতো। তারপর ছ শ বছর কেটে গেছে, কিন্তু আজো মনীষীরা পরস্পরের উদ্দেশ্যে চোঁচাচ্ছেন, মিরাক্‌ল্ ব'লে কিছু নেই হে, মিরাক্‌ল্ ব'লে কিছু নেই। অথচ আজো সবাই মিরাক্‌লে বিশ্বাস করে, তারা যেমনটি করতো সেই দ্বাদশ শতাব্দীতে।"

ছয়

"অল্পসংখ্যক মানুষে ভগবানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে, কারণ, ভগবান ছাড়া তাদের আর সব কিছুই আছে। কিন্তু অধিকাংশ লোকে ভগবানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে, কারণ, তাদের ভগবান ছাড়া আর কিছুই নেই।"

আমি এই কথাটিকে অন্যভাবে বলতে চাই: অধিকাংশ লোকই ভগবানে বিশ্বাস করে, কারণ তারা ভীরু। সত্তার পূর্ণতার ফলে ভগবানে বিশ্বাস করে মাত্র কদাচিৎ কেউ।

টলস্টয়ের স্মৃতি

(ক)

[তিনি চিন্তাজড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'এণ্ডারসেনের গল্পগুলি কি তোমার ভালো লাগে? মার্কো-ভাভ্‌ৎচকের অনুবাদে যখন সেগুলি প্রথম প্রকাশিত হোলো, তখন আমি কিছু বুঝে উঠতে পারি নি। কিন্তু বছর দশেক পরে বইখানা নিয়ে আবার যখন পড়লাম, তখন অকস্মাৎ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করলাম, এণ্ডারসেন ছিলেন একা—ভারী একা। আমি তাঁর জীবন সম্বন্ধে কিছুই জানি না। কিন্তু আমার মনে হয়, তিনি উচ্ছৃংখলভাবে জীবন যাপন করেছিলেন এবং ভ্রমণ করেছিলেন প্রচুর পরিমাণে। কিন্তু একটি বিষয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে তিনি ছিলেন একা। আর একা ছিলেন ব'লেই তিনি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সংগে আলাপ করতে চাইতেন। অবশ্য, বয়স্কদের চেয়ে ছোটোরা মানুষের দুঃখ বেশি বোঝে, একথা ভাবা যদিও ভুল। কিছুরই জন্য শিশুদের করুণা হয় না; কারণ করুণা কাকে বলে তাই তারা জানে না।]

সাত

তিনি আমাকে বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রগুলি পড়তে উপদেশ দেন। বৌদ্ধধর্ম এবং খৃস্ট সম্বন্ধে তিনি সর্বদাই গদগদ হ'য়ে ওঠেন। খৃস্ট সম্বন্ধে যখন তিনি কিছু বলেন, তখন তাঁর কথাগুলি অদ্ভুত একটি অকিঞ্চনতায় ভরে থাকে। শব্দগুলির মধ্যে উৎসাহ থাকে না, অনুভূতি থাকে না। সত্যিকারের আগুনের কোনো স্ফুলিংগ প্রকাশ পায় না। আমার মনে হয়, খৃস্টকে তিনি সহজ মানুষ রূপেই ভাবেন, তাঁর জন্য তিনি করুণাবোধ করেন। যদিও মাঝে মাঝে তিনি তাঁর প্রশংসা করেন,

তথাপি তিনি তাঁকে কদাচিৎ ভালোবাসেন ব'লে মনে করি। মাঝে মাঝে তিনি যেন অধীর হয়ে উঠেন : খৃস্ট যদি রুশদেশের কোনো গ্রামে আসেন, তবে মেয়েরা হয়তো তাঁকে উপহাস করবে, বিদ্রূপ করবে, লাঞ্ছনা দেবে এই ভয়।

আট

আজকে গ্র্যাণ্ড ডিউক নিকোলাই মাইকেলোভিচ টলস্টয়ের বাড়িতে এসেছিলেন। তাঁকে দেখে বুদ্ধিমান মনে হোলো। তাঁর আচার-ব্যবহারে নম্র দীনতা রয়েছে, তিনি স্বল্পভাষী। চোখদুটিতে সহানুভূতি মাখানো। সুন্দর সুঠাম দেহ ; ভাবভংগীতে একটি প্রশান্ত গম্ভীর ভাব। লিও নিকোলাইয়েভিচ্ তাঁর পানে তাকিয়ে সস্নেহ হাসি হাসলেন, কখনো ফরাসী ভাষায়, কখনো বা ইংরেজিতে কথা বলতে লাগলেন। রুশ ভাষায় বললেন :

"কারামজিন লেখেন জারের জন্যে। সলোভিয়ভের রচনা যেমন দীর্ঘ, তেমনি নীরস। ক্লুচেভ্স্কি লেখেন তাঁর নিজের খুশীতে। ক্লুচেভ্স্কি ভারী ধূর্ত মানুষ, প্রথমে আপনার মনে হবে, তিনি বুঝি আপনার প্রশংসা করছেন, কিন্তু আরো যখন পড়তে থাকবেন, তখন দেখবেন তিনি নিন্দাই করছেন।"

কে যেন জাবিয়েলিনের নামটা উল্লেখ করলেন।

"জাবিয়েলিন, চমৎকার মানুষ। সখের সংকলয়িতা ; কাজে আসুক, না আসুক, যা পান তাই তিনি সংকলন ক'রে রাখেন। খাদ্য সম্বন্ধে তিনি এমন বর্ণনা দেন যে কখনো ভালো ক'রে দুটি খেতে পেয়েছেন মনে হয় না। তবু ভারী মজা লাগে তাঁর লেখা পড়তে।"

নয়

তাঁকে দেখে আমার সেই দণ্ডপাণি তীর্থযাত্রীদের কথা মনে পড়ে, যাঁরা পৃথিবীর বুকে পদব্রজে এক আশ্রম থেকে অন্য আশ্রমে, এক ঋষির অস্থি-অবশেষ থেকে অন্য ঋষির অস্থি অবশেষে, সবার কাছে গৃহহীন ও পরিচয়হীন প্রবাসী হ'য়ে সহস্র সহস্র মাইল পথ অতিক্রমণ করছেন। তাঁদের জন্য পৃথিবী নয়, ভগবানও নয়। তাঁরা অভ্যাস-বশে ভগবানের উপাসনা করেন; কিন্তু গোপনে অন্তরের অন্তর থেকে তাঁরা তাঁকে করেন ঘৃণা—আক্রোশ ভরে প্রশ্ন করেন, কেন তিনি তাঁদের পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত এমনভাবে খেদিয়ে নিয়ে চলেছেন? কেন? মানুষের দল যেন সমস্ত পথের উপর গাছের গুঁড়ি, গাছের শিকড়, কিম্বা পাথরের মতো ছড়িয়ে রয়েছে। লোকে তাদের উপর অতর্কিতে এসে পড়ে, কখনো বা তাদের কাছে আঘাতও পায়। অন্যান্য মানুষকে বাদ দিয়ে মানুষের চলে। কিন্তু কোনো মানুষের সংগে তার নিজের কোনো সাদৃশ্য যে নেই, এই কথা ঘোষণা ক'রে অপরকে চমকে দিতেও মানুষের বেশ লাগে।

দশ

"প্রাশিয়ার ফ্রিড্‌রিখ একটি অত্যন্ত সত্য কথা বলেছেন:

'প্রত্যেককে আত্মরক্ষা করতে হবে তার নিজের উপায়ে।' তিনি আরো বলেছেন: 'যতো পারো তর্ক করো, কিন্তু আদেশ মেনে চলো।' কিন্তু মৃত্যুশয্যায় তিনি নিজেই স্বীকার করেন: 'আমি ক্রীতদাসদের শাসন ক'রে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি।' তথাকথিত মহাপুরুষদের

মধ্যে সর্বদাই ভয়ানক রকমের স্বতঃবিরুদ্ধতা দেখা যায় ঃ আর তাঁদের এই স্বতঃবিরুদ্ধতাকে তাঁদের অন্যান্য মূঢ়তার সংগেই মানুষ মাফ্ করে। স্বতঃবিরুদ্ধতাটা নির্বুদ্ধিতা নয়, কারণ নির্বোধেরা একগুঁয়ে, কেমন ক'রে যে আত্মবিরোধিতা করতে হয়, তা তারা জানে না। ফ্রিড্রিথ ছিলেন এক অদ্ভুত মানুষ ঃ জার্মানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ব'লে তিনি খ্যাতিলাভ ক'রেছিলেন, অথচ জার্মানদের তিনি সইতে পারতেন না। এমন কি গ্যেটে আর ভাইল্যাণ্ডকেও তিনি করতেন না পছন্দ।"

এগার

বাল্মণ্টের কবিতা সম্পর্কে গতকাল তিনি ব'লেছিলেন ঃ 'সত্যকে মুখোমুখি চোখাচোখি দেখার আতংক থেকেই রোমান্টিসিজমের জন্ম।" এবিষয়ে সুলারের সংগে তাঁর মতবিরোধ ঘটলো এবং সুলার উত্তেজনায় গদগদ হ'য়ে আরো কয়েকটা কবিতা পাঠ করলো।

"দেখো, লিওভুশ্কা, ওগুলো কবিতা নয়। ওগুলো হোলো হাতুড়ের কাজ, রাবিশ। কতোকগুলো অর্থহীন শব্দকে একঠাঁই জড়ো করা। কবিতার মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা থাকবে না; যখন ফেট লিখেছিলেন :

> "জানি নাই, কি গাহিব গান,
> শুধু জানি, মোর গান লভিছে পরান।"

তখনই তিনি জনসাধারণের সত্যকারের কবিতার অকপট অর্থ প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। কৃষক, সে জানে না যে সে কবি, কিন্তু সে যখন বলে—ওঃ, আঃ, হেই, হেঁইয়ো—তখনই এক সত্যকারের সংগীতের জন্ম হয়, সে গান পাখীর গানের মতো আত্মার গভীর থেকে

স্বতঃই উৎসারিত হ'য়ে আসে। কিন্তু তোমাদের এই আধুনিক কবিরা এঁরা উদ্ভাবন ক'রে বেড়াচ্ছেন। ফরাসীদেশে কতোকগুলো বাজে জিনিষ তৈরী হয়, যেগুলোকে বলে আতক্ল্ স্ত পারী। তোমাদের ঐ শব্দের মালাকাররা মাত্র তৈরী করছেন তাই। নেক্রাসভের কবিতা-গুলোও আগাগোড়া সবটাই কেবল ওই মনগড়ামি।"

"আর বেরাঞ্জার?" সুলার প্রশ্ন করলো। "বেরাঞ্জার—তাঁর কথা সম্পূর্ণ আলাদা। আমাদের ও ফরাসীদের মধ্যে মিল কোথায়? তারা চায় দৈহিক অনুভূতি; তাদের কাছে রক্তমাংসের জীবনের চেয়ে আধ্যাত্মিক জীবনটা অধিক গুরুত্বপূর্ণ নয়। ফরাসীদের কাছে মেয়েরাই হোলো সব কিছু। তারা হোলো ক্ষয়প্রাপ্ত ক্লান্ত হতবীর্য একটা জাতি। ডাক্তাররা বলেন, ক্ষয়রোগী মাত্রই দেহবিলাসী।"

সুলার তার সুঅভ্যস্ত ঋজু ভংগীতে, শব্দের বান ডাকিয়ে তর্ক ক'রে চললো। লিও নিকোইয়েভিচ্ তার পানে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে উদার হাস্যের সংগে বললেন:

"মেয়েদের যখন বিয়ের বয়স হয় অথচ ভালোবাসার পাত্র জোটে না, তখন তারা যেমন খুঁতখুতে হ'য়ে ওঠে, তুমিও আজ ঠিক তেমনিটি হ'য়ে উঠেছ।"

বার

রোগ তাঁকে আরো নীরস ক'রে তুলেছে। রোগের আগুনে তাঁর মধ্যে আরো কী একটা জিনিষ যেন ছাই হয়ে গেছে। অন্তরের দিক থেকে তিনি আরো লঘু হ'য়ে উঠেছেন। আরো স্বচ্ছ, আরো প্রতিরোধ-

শক্তিহীন। তাঁর চোখ ছুটি হ'য়েছে আরো উজ্জ্বলতর, দৃষ্টি আরো তীক্ষ্ণতর। তিনি সব কিছুই মনোযোগের সংগে শুনছেন। যেন কী তিনি ভুলে গিয়েছিলেন, তা আবার তাঁর মনে পড়েছে। যেন কিছু জানা, কিছু অজানার তিনি প্রতীক্ষা করছেন। ইয়াস্‌নাইয়া পলিয়ানাতে তাঁকে দেখে আমার মনে হ'য়েছিল, সব কিছুই তিনি জানেন। জানবার মতো আর কিছুই তাঁর নাই—তিনি সকল প্রশ্নের সমাধান ক'রে ব'সে আছেন।

ভের

তিনি যদি মৎস্য হতেন, তবে তিনি নিশ্চয় কেবল মাত্র মহাসমুদ্রেই সন্তরণ করতেন। সংকীর্ণ সমুদ্রে, বিশেষ ক'রে পার্থিব নদীর অগভীর জলস্রোতে কখনই আসতেন না। তাঁর চারিদিকে এখানে ওখানে ছোটো খাটো মাছের দল বিশ্রাম করছে, ছুটে বেড়াচ্ছে। তিনি কী বলেন সেদিকে তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই। তা তাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় নয়, তাঁর নীরবতাও তাদেরকে অভিভূত আতংকিত করে না। তথাপি তাঁর নীরবতা সমস্ত কিছুকেই স্পর্শ ক'রে যায়। সে স্তব্ধতা যেন সংসার থেকে বিতাড়িত কোনো সন্ন্যাসীর স্তব্ধতা। তিনি প্রচুর কথা বলেন, সত্য। কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে যেন কর্তব্য বোধেই নীরব থাকেন। এবং এই নীরবতাটুকু আরো গভীরতরভাবে অনুভব করা যায়। এমন কয়েকটি বস্তু আছে, যার সম্বন্ধে কেউ কারো কাছে কিছু বলতে পারে না। নিশ্চয়, তাঁরও মনে এমন কয়েকটি কথা ছিল, যে-গুলির সম্বন্ধে তিনি ভীত হ'য়ে উঠতেন।

চৌদ্দ

খৃস্টের ধর্মপুত্র সম্পর্কে একটি কাহিনী তাঁর কাছে কে পাঠিয়েছিল। সেটিকে তিনি উচ্চকণ্ঠে পড়ে সুলার এবং শেখভকে শোনাছিলেন—তিনি এমন সুন্দরভাবে পড়তে পারতেন যে দেখলে আশ্চর্য হ'তে হয়। শয়তানেরা জমিদারদের উপর নির্যাতন করছে। এই ব্যাপারটি তাঁর কাছে বিশেষভাবে অত্যন্ত কৌতুকপ্রদ মনে হলো। কিন্তু এ কৌতুকের মধ্যে এমন কিছু ছিল, যা আমার ভালো লাগল না। তাঁর আনন্দের মধ্যে কাপট্য থাকতে পারে না। এবং কাপট্য নেই ব'লেই ব্যাপারটি আরো বিশ্রী ঠেকলো।

তারপর তিনি বললেন: "চাষারা কী সুন্দর গল্প বাঁধে। সবটুকুই সাদাসিদে, অল্প পরিমাণ কথা, প্রচুর পরিমাণ অনুভূতি। সত্যিকারের জ্ঞানে স্বল্প কথাই লাগে ; যেমন ধরো: 'হরি হে, দয়া করো'।"

যাই হোক, কাহিনীটা কিন্তু নিষ্ঠুরই ছিল।

পনের

আমার সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহলটা জাতি-বিজ্ঞানের পর্যায়ে পড়ে। তাঁর চোখে আমি এমন একটি শ্রেণীর জীব, যার সংগে তাঁর পরিচয় নেই—এই মাত্র।

ষোল

আমি আমার লেখা "ষাঁড়" গল্পটি তাঁকে প'ড়ে শোনালাম। তিনি হো হো ক'রে অনেকক্ষণ হাসলেন। "ভাষার প্যাঁচ" সম্পর্কে আমার জ্ঞানের প্রশংসা করলেন।

"কিন্তু তোমার শব্দের প্রয়োগ খুব নিপুণ হয় নি। তোমার সমস্ত চাষারাই চটুল চাতুর্যের সংগে কথা বলে। কিন্তু বাস্তবিক জীবনে তারা যা বলে তা অর্থহীন, অসংলগ্ন লাগে। প্রথমে হঠাৎ তুমি বুঝতে পারবে না যে চাষাটি কী বলতে চাচ্ছে। কিন্তু ওটা তারা করে ইচ্ছে ক'রেই; তাদের নিজেদের কথার অর্থহীনতার আড়ালে তারা লুকিয়ে রাখতে চায়, অন্য লোকের মনে কী আছে, তাকে তা প্রকাশ করতে দেওয়ার তীব্র ইচ্ছাকে। কোনো সত্যকারের চাষা, সে হঠাৎ জানতে দেবে না যে তার মনে কী আছে। দেওয়াটা তার পক্ষে লাভজনক নয়। সে জানে, মানুষে বোকা মানুষের কাছেই ঘুর-প্যাঁচ ছেড়ে অকপটে এগিয়ে আসে। আর এইটি সে চায়ও। তার সামনে তোমার কিছুই গোপন থাকবে না। ফলে এক নিমেষেই সে তোমার সমস্ত দুর্বলতাগুলো দেখতে পাবে। সে সন্দিগ্ধ; তার মনের কথাটি সে তার স্ত্রীকে বলতেও ভয় করে। কিন্তু তোমার প্রত্যেকটি গল্পে চাষাদের কাছে সব কিছুই খোলাখুলি হ'য়ে পড়ে—এ যেন বিশ্ব-বিজ্ঞানের সভা বসেছে। তারা সবাই কাটাকাটা কথা বলে; জীবনে তেমনটি ঘটেও না। তাছাড়া রুশ ভাষার পক্ষে কাটাকাটা কথাগুলো মোটেই স্বাভাবিক নয়।"

"কিন্তু প্রবাদ আর প্রবচনগুলো?"

"সে-কথা আলাদা। সেগুলো আজকের তৈরী নয়।"

"কিন্তু আপনি নিজেও তো অনেক সময় কাটা-কাটা কথার ব্যবহার করেন।"

"কক্ষনো না। ওই ত্থাখো, আবার তুমি সব কিছুতেই রং মাখাচ্ছ; মানুষ আর প্রকৃতি দুটোতেই—বিশেষ ক'রে মানুষে।

লিয়েস্কভ-ও এমনি ক'রে সব কিছুতে রং মাখাতেন; তিনি ছিলেন কৃত্রিমতার পক্ষপাতী; তাই তাঁর লেখা আজ আর কেউ পড়ে না। কাউকে তোমার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে দিও না; কাউকে ভয় কোরো না, তা হ'লেই তোমার পক্ষে সব কিছু ঠিক হ'য়ে যাবে।"

সতের

তিনি আমাকে তাঁর একটি ডাইরি পড়তে দিয়েছিলেন। আমি তাতে অদ্ভুত ধরণের একটি চোস্ত কথার সন্ধান পেলাম: "বিধাতা আমার বাসনা।"

আজ ডাইরিটা তাঁকে ফেরৎ দিয়ে প্রশ্ন করলাম, এর অর্থ কী।

তিনি পাতাটার দিকে একবার তাকিয়ে চোখ পাকিয়ে বললেন, "অসমাপ্ত চিন্তা। আমি নিশ্চয়ই বলতে চেয়েছিলাম যে 'ভগবানকে আমার জানতে চাওয়ার বাসনাই হোলেন ভগবান।'.......না, তা-ও না।" তিনি হো হো ক'রে হেসে উঠলেন, তারপর খাতাটাকে একটা নলের মতো ক'রে পাকিয়ে সেটাকে তাঁর জামার বিশাল পকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন। সত্যই, ভগবানের সংগে তাঁর সম্পর্কটা বড়োই সন্দেহজনক লাগে। আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, এ যেন "একই গুহায় দু'টি ভালুকের সম্পর্ক।"

আঠার

বিজ্ঞান-বিষয়ক:

"বিজ্ঞান হোলো হাতুড়ে রাসায়নিকের হাতে তৈয়ারী সোনার তাল। এটাকে সকলের পক্ষে সুলভ করবার জন্যে তোমরা একে সহজ

ক'রে তুলতে চাও : তখন তোমরা দেখ যে তোমরা এক রাশি মেকী মুদ্রা বানিয়েছ। লোকে যখন এই সকল মুদ্রার যথার্থ মূল্য বুঝতে পারবে, তখন তারা আর এই মুদ্রাগুলির জন্যে তোমাদের ধন্যবাদ দেবে না।"

উনিশ

আমরা ইউশপভ পার্কে বেড়াচ্ছিলাম। তিনি মস্কাও শহরের অভিজাত শ্রেণীর লোকদের আচার-ব্যবহার সম্পর্কে চমৎকার ভাবে বর্ণনা করছিলেন। ওদিকে একটি ফুলের কেয়ারিতে একটি রুশ চাষার মেয়ে সমকোণ হ'য়ে নুয়ে প'ড়ে কাজ করছিল। বিরাট চেহারা মেয়েটির। হাতী দাঁতের মতো শাদা ছু'টি পা। দশ পাউণ্ড ওজনের দোছুল্যমান ছু'টি স্তন। তিনি মনোযোগের সংগে মেয়েটির পানে তাকালেন।

"এই ভাস্করের হাতে খোদাই-করা মূর্তিগুলিই দেশের সকল সমারোহ, সকল মহিমাকে আজো বাঁচিয়ে রেখেছে। কৃষাণ-কৃষাণীরা যে কেবল তাদের শ্রম দিয়ে, বা তারা যে কর দেয় তা দিয়েই এমনটি করছে তা নয়; তারা তা করছে যথার্থ পক্ষে তাদের রক্ত দিয়ে। যদি অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরা ওই মেয়েটির মতো ঘোটকীদের সংগে মাঝে মাঝে সহবাস না করতো, তবে বহু আগেই তারা নিশ্চিহ্ন নিঃশেষ হ'য়ে যেতো। আমাদের সময়কার যুবকেরা যে ভাবে শক্তির অপচয় করতো, তার শাস্তি না হওয়াই ছিল অসম্ভব। কিন্তু তারা বিবাহিতা চাষার মেয়েদের সংগে যে-ব্যভিচার করতো, তার ফলে সুন্দর একটি সংকর জাতির হোতো সৃষ্টি। এমনিভাবে চাষার মেয়েদের শক্তি

ওদের রক্ষা করতো। সেই শক্তি আজ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। অভিজাত সম্প্রদায়ের অর্ধেকটা নিজের শক্তি ব্যয় করেছে নিজের ওপর, আর বাকী অর্ধেকটা নিজের রক্তকে মিশিয়ে নিয়েছে চাষীর তাজা রক্তের সংগে। এমনিভাবে চাষীর রক্তেরও একটু রকমফের ঘটেছে। এর দাম আছে।"

কুড়ি

ফরাসী ঔপন্যাসিকদের মতো মেয়েদের সম্পর্কে তিনি কথা বলতে যেমন সর্বদা প্রস্তুত থাকেন, কথাও তেমনি বলেন অনর্গল। কিন্তু বলেন, রুশ চাষীদের মতন অমার্জিত রুচির সংগে। পূর্বে এই ব্যাপারটি আমার কাছে বিশ্রী লাগতো। আজকে আমণ্ড পার্কে তিনি আণ্টন শেখভকে প্রশ্ন করলেন :

"তোমার বয়স যখন কাঁচা ছিল, তখন তুমি বহু মেয়ের সংগে ব্যভিচার করেছ, না?"

আণ্টন পাভ্‌লোভিচ একটু বিব্রত হাসি হেসে দাড়ি চুলকে অস্ফুট কণ্ঠে কী বললেন শোনা গেল না। লিও নিকোলাইয়েভিচ সমুদ্রের পানে তাকিয়ে থেকে বললেন,

"আমি তো ছিলাম অক্লান্ত......।"

কথাগুলো তিনি অনুশোচনার সুরেই বললেন এবং কথাগুলোর শেষে একটা লোনা লোনা চাষাড়ে শব্দ জুড়ে দিলেন। আমি এই প্রথম লক্ষ্য করলাম, কতো সহজভাবেই না এই শব্দটি তিনি প্রয়োগ করলেন। মনে হোলো, এর চেয়ে ব্যবহারের উপযোগী কোনো শব্দই যেন তিনি জানেন না। তাঁর গুম্ফাবৃত ওষ্ঠাধর থেকে নির্গত ওই ধরণের কথাগুলি

অত্যন্ত সহজ এবং স্বাভাবিক লাগে। সেপাইদের মুখে ওই কথায় যে অমার্জিত নোংরাভাবটা থাকে, তা এতোটুকুও রইল না। তাঁর সংগে আমার প্রথম সাক্ষাতের কথা মনে পড়ল। তখন তিনি "ভারিয়েংকা ওলিয়েশোভা" এবং "ছাব্বিশ ও এক" গল্প সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সাধারণ ভাবে দেখলে সেদিন তিনি যা বলেছিলেন, তা এক গুচ্ছ অশ্লীল কথা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আমি বোকা ব'নে গিয়েছিলাম, এমন কি আহতও হয়েছিলাম। আমার মনে হয়েছিল, তিনি বুঝি ভেবেছেন, এই ধরণের ভাষা ছাড়া অন্য কিছুই আমার কাছে বোধগম্য নয়। এখন বুঝছি : আমার আহত হওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হয় নি।

একুশ

তিনি সাইপ্রেস গাছের ছায়ায় একটি পাথরের বেঞ্চিতে বসেছিলেন। তাঁকে অত্যন্ত ক্ষীণ, ক্ষুদ্র, এবং বৃদ্ধ দেখাচ্ছে। তবু যেন তাঁকে ইহুদিদের দেবতার মতো লাগে। তিনি ঈষৎ ক্লান্ত হয়ে পাখীর গানের সংগে সুর মিলিয়ে শিস দিয়ে নিজেকে একটু হালকা করার চেষ্টা করছেন। ঘন পাতার অন্ধকারে পাখী ডাকছে : তিনি তাঁর তীক্ষ্ণ ক্ষুদ্র চক্ষু দু'টোকে পাকিয়ে একবার উপরের দিকে উঁকি দিয়ে দেখলেন. তারপর ছোটো ছেলের মতো ঠোঁট দু'টোকে কুঁচকে অপটুভাবে শিস দিতে লাগলেন।

"ঐ একরত্তি প্রাণী, কিন্তু কী ভীষণ রাগ। ভয়ানক চটে গেছে, কি পাখী বলোতো ?"

'স্যাফিঞ্চ'। আমি তাঁকে স্যাফিঞ্চ পাখীর গুণাগুণের কথা বললাম। বললাম এর চরিত্রগত ঈর্ষার দিকটা।

তিনি বললেন "সারা জীবন ধরে একটা মাত্র গান গাইলো। তবু কিনা তার হিংসে। অথচ মানুষ, যার হৃদয়ে হাজারো গান রয়েছে, সে যখন হিংসে করে, তখন হয় তার নিন্দে। এ কি উচিত ?" তিনি চিন্তাজড়িত স্বরে কথাগুলি বললেন, যেন নিজেকে প্রশ্ন করছেন।

"এমন অনেক মুহূর্ত আসে পুরুষের, যখন সে মেয়েদের এমন অনেক কথাই বলে ফেলে, যেগুলো মেয়েদের জানা উচিত নয়। পুরুষেরা বলে আর ভুলে যায়, কিন্তু মেয়েরা ভোলে না। সম্ভবত ঈর্ষা আসে নিজের আত্মাকে অধঃপতিত করার,—হীন হবার, হাস্যাপদ হবার ভীতি থেকে। তাই না ? যে-মেয়ে পুরুষকে পুরুষের....দিয়ে ধ'রে রাখে, সে বিপজ্জনক নয়। কিন্তু সেই মেয়ে হোলো বিপজ্জনক, যে ধ'রে রাখে পুরুষকে পুরুষের আত্মা দিয়ে...।"

এবার আমি যখন তাঁর 'ক্রয়েৎসার সোনাটা'র উল্লেখ ক'রে তাঁর কথার স্বতঃবিরুদ্ধতা দেখিয়ে দিলাম, তখন তাঁর গুম্ফ ভেদ ক'রে মৃদু হাসির আলোক ঝিলিক দিয়ে গেল। তিনি বললেন :

"কিন্তু আমি তো স্যাফিঞ্চ পাখী নই।"

একদিন সন্ধ্যায় বেড়াতে বেড়াতে অকস্মাৎ তিনি ব'লে উঠলেন :

"মানুষ ভূমিকম্প, মহামারী, ব্যাধির বিভীষিকা এবং আত্মার সকল প্রকার যন্ত্রণা সত্ত্বেও বেঁচে থাকে। কিন্তু তার সব সময়ের সব চেয়ে বড়ো বেদনা হোলো, হয়েছে, এবং হবে—তার শোয়ার ঘরের ট্র্যাজেডিটা।"

কথাগুলি ব'লে তিনি বিজয়গর্বে হাসলেন। মাঝে মাঝে তিনি এমন শান্ত উদার হাসি হাসেন যে মনে হয় তিনি যেন এমন একটি মানুষ যিনি অত্যন্ত কঠিন কিছু বস্তুকে আয়ত্ত করেছেন, বা যাঁর ওপর

থেকে কোনো শাণিত সূচীমুখ বেদনার ভার অকস্মাৎ অপসারিত হয়েছে। প্রতিটি চিন্তা তাঁর আত্মার ওপর জোঁকের মতো এসে বসে। হয় ঐ চিন্তাটিকে তিনি তৎক্ষণাৎ সজোরে তুলে ফেলেন, নয় তাকে তাঁর রক্ত পান করবার সুযোগ দেন এবং রক্ত পান করার পর যখন তা পরিপূর্ণ ও নিটোল হয়ে ওঠে, তখন আপনা থেকে তা খসে পড়ে।

* * * *

তিনি সুলার এবং আমাকে "ফাদার সার্জিয়াসের অধঃপতনের" অনুরূপ একটি দৃশ্য পড়ে শোনাচ্ছিলেন—দৃশ্যটি নিষ্করুণ। সুলার ঠোঁট বাঁকিয়ে অস্বস্তির সংগে এপাশ ওপাশ করতে লাগল।

লিও নিকোলাইয়েভিচ প্রশ্ন করলেন, "ব্যাপার কি ?....তোমার ভালো লাগছে না ?"

"অত্যন্ত নির্মম, যেন ডস্টইয়েভ্স্কির লেখা। নোংরা মেয়ে, মাই দুটো পাউরুটির মতো, ইত্যাদি। লোকটা পাপই যদি করলো, তবে কোনো সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী মেয়ের সংগে করলো না কেন ?"

"তাহ'লে তো ওই পাপের কোনো কৈফিয়ৎ থাকে না। এখন একটা কৈফিয়ৎ আছে, মেয়েটার প্রতি ওর করুণা। মেয়েটা যে রকম দেখতে, তাতে তাকে কে চাইবে বলো ?"

"কিন্তু আমি বুঝতে পারি না...."

"পৃথিবীতে বহু জিনিষ আছে, যা তুমি বোঝো না লিওভুশ্কা। তুমি তো আর প্রাজ্ঞ নও।..."

এমন সময় সেখানে আন্দ্রেই ল্বভিচের স্ত্রী এসে পৌছলেন, সুতরাং আলোচনায় ছেদ পড়ল। অতঃপর ভদ্রমহিলা এবং সুলার বাইরে গেলে

লিও নিকোলাইয়েভিচ আমাকে বললেন, "আমি যতো মানুষ জানি, তাদের মধ্যে সব চেয়ে শুদ্ধ হোলো ওই লিওপোল্ড। ও হোলো এমনিটি: ও যদি কখনো কোনো খারাপ কাজ ক'রে থাকে, তবে তা করবে কারো জন্যে দয়া পরবশ হ'য়ে।"

বাইশ

তিনি সব চেয়ে বেশি আলাপ করেন ভগবান সম্বন্ধে, কৃষক সম্বন্ধে এবং নারী সম্বন্ধে। সাহিত্য সম্পর্কে কিঞ্চিৎ, কদাচিৎ। যেন সাহিত্যের সংগে তাঁর অন্তরের কোনো যোগাযোগ নেই। আমার মতে, নারীকে তিনি দেখেন এক অপ্রশমেয় বৈরিতার সংগে। সে যদি কিটী বা নাটাশা রস্টভের মতো, অর্থাৎ, যদি অতি সংকীর্ণমনা হয়, তবে তিনি তাকে শাস্তি দিতে ভালো বাসেন। এ যেন সেই পুরুষের শত্রুতা, যে-পুরুষ প্রচুর আনন্দ পেতে পারত, কিন্তু তা পেতে সমর্থ হয়নি। তা ছাড়া এ যেন শত্রুতা, আত্মার—"রক্ত মাংসের নিম্নগামী প্রবৃত্তির" বিরুদ্ধে। কিন্তু, যাই হোক, এ শত্রুতা। 'আনা কারেনিন' উপন্যাসের মতো হিম, নিরুদ্ধ একটা শত্রুতা। রবিবার দিন তিনি শেখভ ও ইয়েস্‌পাতিয়েভ্‌স্কির সংগে রুশোর "স্বীকারোক্তি" সম্পর্কে এক আলোচনায় "রক্ত মাংসের প্রবৃত্তি" সম্বন্ধে চমৎকার আলাপ করলেন। সুলার তা টুকে রেখেছিল। কিন্তু পরে কফি তৈয়ার করবার সময় সে-গুলিকে সে স্পিরিট ল্যাম্পের আগুনে পুড়িয়ে ফেলে। এর পূর্বে সে একবার ইবসেন সম্পর্কে টলস্টয়ের মতামতগুলিকেও পুড়িয়ে ফেলেছে। বিবাহ অনুষ্ঠানের প্রতীক সম্বন্ধে তিনি যে সমস্ত অমার্জিত সরস মন্তব্য ক'রে-ছিলেন, সেগুলিও টুকে রেখেছিল সুলার। ভি, ভি, রোসানভের সংগে-

এগুলির অনেকখানি মিল ছিল। কিন্তু সেগুলিকেও স্কুলার হারিয়ে ফেলেছে।

তেইশ

সকালে ফিওডোসিয়া থেকে টলস্টয়ের কাছে কয়েকজন "স্টাণ্ডিস্ট"* এসেছিল। তাই আজ সমস্তদিন ধ'রে উল্লাসের সংগে তিনি কৃষকদের সম্বন্ধে আলাপ করেন।

খাবার সময় বললেন, "দুজন চাষা বেশ সবল আর মাংসল ছিল; তাদের একজন বললো: 'দেখো আমরা খেতে এলাম, কিন্তু আমাদের তো নেমন্তন্ন করে নি।' অপর জন বললো 'যাই হোক ভগবানের কৃপায় মার না খেয়েই বিদায় হ'তে পারবো।' ব'লেই তিনি শিশুর মতো হো হো ক'রে হেসে উঠলেন, তাঁর সর্বাংগ হাসির উচ্ছ্বাসে কাঁপ্‌তে লাগলো।

খাবার পর চত্বরে ব'সে বললেন, "আমরা শীঘ্রই জনসাধারণের ভাষা বুঝতে সম্পূর্ণ অশক্ত হ'য়ে পড়বো। এখন আমরা বলি: 'প্রগতির সূত্র', 'ইতিহাসে ব্যষ্টির ভূমিকা', 'বিজ্ঞানের বিবর্তন', আর চাষারা বলে কিনা,—'থলেয় প্যাঁচা লুকানো থাকে না'। ফলে সূত্রই বলো, ইতিহাসই বলো, বিজ্ঞানই বলো, সব কিছুই করুণ এবং হাস্যাস্পদ হ'য়ে উঠছে। কারণ, জন-সাধারণের কাছে এ সব অবোধ্য এবং অনাবশ্যক। কিন্তু কৃষকরা আমাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিমান; জীবনকে তারা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি জোরে জড়িয়ে থাকতে পারে। সুতরাং আতজুর উপজাতির যা হ'য়ে ছিল, আমাদের পক্ষেও হ'তে পারে তা।

---

* একটি ধর্ম-সম্প্রদায়। এঁরা পরে বিপ্লবী হ'য়ে উঠেন।—অনুঃ

আতজুর জাতি সম্পর্কে একজন পণ্ডিত বলেন : আতজুর জাতির সকলেই মারা গেছে। মাত্র এখানে একটা কাকাতুয়া আছে, সে আতজুর জাতির ভাষার দু চারটা শব্দ এখনো বলতে পারে।"

চব্বিশ

"দেহের সম্বন্ধে পুরুষদের চেয়ে মেয়েরা অধিক অকপট। কিন্তু মনের বেলায় তারা মিছে কথা বলে। আর মেয়েরা যখন মিছে কথা বলে, তখন তারা নিজের্ কথায় বিশ্বাস করে না। কিন্তু রুশো, তিনি মিছে কথা ব'লে ছিলেন, এবং সেই সংগে তিনি বিশ্বাসও করেছিলেন সেই মিথ্যে কথাগুলোকে।"

পঁচিশ

"ডস্টইয়েফস্কি একটি উন্মাদ চরিত্রের বর্ণনা করেছেন এই ব'লে যে, লোকটি এমন একটি আদর্শের সেবা করেছে, যে আদর্শে সে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করে নি ; তাই সে বেঁচে রইলো এবং নিজের ওপর প্রতিশোধ নিলো। ডস্টইয়েভস্কি এই কথাটা তাঁর নিজের সম্বন্ধেই বলেছিলেন, অর্থাৎ, ওই কথাটা নিজের সম্বন্ধেও বলতে পারতেন।"

ছাব্বিশ

"গির্জায় প্রচলিত অনেক কথা এমন অস্পষ্ট যে বিস্মিত হ'তে হয়। যেমন, এই কথাগুলোর মধ্যে কি মানে থাকতে পারে : পৃথিবী হোলো ভগবানের এবং তাঁর পূর্ণতার ? এ তো আর পবিত্র শাস্ত্র হোলো না, হোলো জনপ্রিয় বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ।"

"কিন্তু আপনি কোথাও যেন ওই কথাগুলির ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন।" স্থলার বললো।

"সব জিনিষেরই তো ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। কিন্তু ব্যাখ্যাই তো শেষ নয়।"

এবার তিনি ধূর্ত চটুল একটু হাসি হাসলেন।

সাতাশ

মাঝে মাঝে দুষ্টামি করে কঠিন কঠিন প্রশ্ন শুধাতে তিনি ভালো বাসতেন :

তুমি নিজের সম্বন্ধে কি ভাবো ?

তুমি কি তোমার স্ত্রীকে ভালোবাসো ?

আমার ছেলে লিওর মধ্যে কোনো ক্ষমতা আছে মনে করো ?

সোফী *আন্দ্রেইয়েভনাকে তোমার কেমন লাগে ?

একবার তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রে বসলেন : আচ্ছা, আলেক্সি ম্যাক্সিমোভিচ, আমাকে কি তোমার খুব ভালো লাগে ?

এগুলি হোলো কোনো "বোগাটিরের‡ দুষ্টামি : দুরন্ত ভাস্কা বুশলাইয়েভ-ও ছোট বেলায় এমনি সব দুরন্তপনা করতেন। টলস্টয় সর্বদা পরীক্ষা করছেন, পর্যবেক্ষণ করছেন, যেন কোনো যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। ব্যাপারটির মধ্যে মজা আছে, কিন্তু আমার ভালো লাগে না। তিনি শয়তান, আমি শিশু ; তাই আমাকে তাঁর রেহাই দেওয়াই উচিত।

---

* টলস্টয়ের স্ত্রী।

‡ রুশ রূপকথার নায়ক বোগাটির, দুঃসাহসী, কিন্তু শিশুর মতো দুরন্ত এবং একগুঁয়ে।

আটাশ

সম্ভবত চাষী বলতে তিনি বুঝতেন—কেবল দুর্গন্ধ. আর এই দুর্গন্ধটা তিনি সর্বদাই অনুভব করতেন, তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ সম্বন্ধে তাঁকে আলাপ করতে হোতো।

গত রাত্রিতে আমি জেনারেল কর্ণেটের স্ত্রীর সংগে আমার দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের কাহিনীটা তাঁকে বলেছিলাম। তিনি হো হো ক'রে হেসে উঠলেন! হাসতে হাসতে তাঁর চোখে জল এসে গেল, পাঁজরে খিল ধরলো। তিনি গোঁগাতে লাগলেন, এবং তারই ফাঁকে ফাঁকে ব'লে উঠতে লাগলেন:

"চাটু দিয়ে? চাটু দিয়ে পাছায়? এ্যাঁ? ঠিক একেবারে পাছার তলায়। চাটুটা কিসের ছিল, কাঠের?"

তারপর একটু থেমে গম্ভীরভাবে বললেন, "ওই ভাবে মেয়েটাকে মেরে তুমি কিন্তু খুব মহানুভবতা দেখিয়েছ। অন্য কেউ হ'লে একেবারে সোজা মাথায় মেরে বসতো! সত্যি, খুব মহানুভবতা! তুমি কি তখন বুঝেছিলে যে মেয়েটা তোমাকে পেতে চেয়েছিল?"

"মনে পড়ে না। তবে আমি যে বুঝতে পেরেছিলাম, তেমনটিও মনে হয় না।"

"কিন্তু, ব্যাপারটা তো অত্যন্ত স্পষ্ট! মেয়েটা যে তোমাকে পেতে চেয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।"

"কিন্তু তখন আমার জীবনের ওটাই উদ্দেশ্য ছিল না।"

"তোমার জীবনের যাই উদ্দেশ্য থাক না কেন, ব্যাপারটা কিন্তু একই। বেশ বোঝা যাচ্ছে যে মেয়েদের বিষয়ে তুমি খুব পটু ছিলে না। অন্য যে কেউ ওই অবস্থায় পড়লে অনেক কিছুই ক'রে ফেলতো,

এমন কি জমিদার পর্যন্ত হ'য়ে উঠতো, তারপর জীবন শেষ করতো মাতাল দম্পতীর একজন হয়ে।"

একটুক্ষণ নীরব থেকে পরে ঃ

"সত্যি, তুমি অদ্ভুত—রাগ কোরো যেন—ভারী অদ্ভুত। আর সব চেয়ে আশ্চর্য লাগে এই যে, তুমি ঘৃণায় ঝিষিয়ে না উঠে, আজো ভালো মানুষটিই রয়ে গেছ।......হ্যাঁ, তুমি ঘৃণায় বিষিয়ে উঠতে পারতে।........কিন্তু তোমার শক্তি আছে।...সেই ভালো।"

আবার খনিকক্ষণ নীরব থেকে তিনি চিন্তাজড়িত সুরে বললেন ঃ

"তোমার মন আমি ঠিক বুঝি না—অত্যন্ত জটিল তোমার মন। কিন্তু তোমার হৃদয়টা বোঝা যায়...হ্যাঁ, সত্যই বোঝা যায়।"

এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য ঃ

আমি যখন কাজানে ছিলাম, তখন আমি জেনারেল কর্ণেটের স্ত্রীর কাছে চাকরি নিই—দারোয়ান ও মালীর চাকরি। মৃত জেনারেলের বিধবা পত্নী; ফরাসী দেশের মেয়ে; বয়স অল্প; মাংসল দেহ; কিশোরী মেয়ের মতো ছোটো দু'টি পা। চোখ দু'টি অদ্ভুত রকমের সুন্দর; চঞ্চল, আর সর্বদা লোভীর মতো সতর্ক। বিবাহের পূর্বে মেয়েটি, আমার মনে হয়, বাড়ির ঝি, কিম্বা রাঁধুনী ছিল। কিম্বা সম্ভবত গণিকা থাকতে পারে। সে প্রতিদিন শেষরাত্রেই মদ খেয়ে মাতাল হয়ে উঠত। তারপর কেবল একটা সেমিজ পরে কমলা-রঙের একটা গাউন গায়ে জড়িয়ে, পায়ে লাল মরোক্কা চামড়ার তাতারী চটি লাগিয়ে এবং মাথার ঘন চুলগুলাকে কেশরের মতো ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে উঠানে কিম্বা বাগানে এসে দাঁড়াতো। স্রস্ত চুলগুলো তার লাল গাল আর কাঁধের ওপর এসে পড়তো ঝুলে। হুবহু একটি যুবতী ডাইনী। মাঝে মাঝে

সে বাগান সম্বন্ধে আলাপ করত। কখনো বা ফরাসী গান গুনগুন ক'রে গাইতো। আর আমার কাজ করা লক্ষ্য করতো। একটু ক্ষণ বাদে বাদে রান্নাঘরের জানলায় গিয়ে হাঁকতো,

"পলিন, আমাকে কিছু দিয়ে যা।"

"কিছুর" অর্থটা সর্বদাই এক—এক গেলাশ মদ, তাতে কতকটা বরফ।

ঐ বাড়ির নিচের তলায় তিনজন রাজবংশীয়া যুবতী ভদ্রমহিলা-ও থাকতেন। তাঁদের মা মারা গিয়েছেন, এবং বাবা কমিসারিয়েট জেনারেল, তিনি অন্যত্র কোথায় কাজে গিয়েছেন। জেনারেল কর্ণেটের স্ত্রী এই মেয়ে তিনটির প্রতি বিরূপ হ'য়ে উঠেছে। এবং তাদের প্রতি যতো প্রকারের ইতরামি সম্ভব তা ক'রে তাদেরকে তাড়াতে চেষ্টা করছে। এই নিরীহ মেয়েদের প্রতি তার এই মনোভাবটাকে আমি মোটেই পছন্দ করতাম না। মেয়েগুলিকে অত্যন্ত বিমর্ষ, আতংকিত এবং অসহায় মনে হোতো। একদিন বিকালবেলা তাদের মধ্যে দুজন বাগানে বেড়াচ্ছিল। এমন সময় অকস্মাৎ জেনারেল কর্ণেটের বিধবা পত্নী তার অভ্যাসমত মাতাল অবস্থায় হাজির হোলো, এবং তাদের বাগান থেকে ভাগাবার জন্যে চীৎকার করতে লাগলো। মেয়ে দুটি নীরবে শান্তভাবে চলে যাচ্ছিলেন। কিন্তু জেনারেলের স্ত্রী গেটের ওপর এসে নিজের শরীর দিয়ে ছিপির মতো পথ আগলে দাঁড়াল এবং রীতিমত অশ্লীল গাড়োয়ানী ভাষায় গালি পাড়তে লাগলো। আমি তাকে গালিগালাজ বন্ধ ক'রে মেয়েগুলিকে পথ ছেড়ে দিতে বললাম। কিন্তু সে তখন আমার উদ্দেশ্যে চেঁচাতে শুরু করল:

"তুই! তুই তো বলবি। তোকে চিনি না আমি। তুই রোজ রাত্তিরে

জানলা গলে ওদের ঘরে যাস!" কথাগুলো আমায় রাগিয়ে দিলো; তার ঘাড় ধ'রে তাকে গেট থেকে আমি সরিয়ে দিলাম; তখন সে আমার হাত ছাড়িয়ে আমার সুমুখে এসে দাঁড়াল এবং দ্রুত পোশাক খুলে সেমিজটা তুলে জোর গলায় বলল, "আমি ওই লে টি ইঁদুরগুলোর চেয়ে দেখতে অনেক, অনেক ভালো।"

আমার আর মেজাজ ঠিক রইল না। আমি তার ঘাড়ে ধরে তাকে ঘুরিয়ে ধরলাম এবং তার পাছায় চাটুর গুঁতো মারতে লাগলাম। সে তখন এক লাফে গেটের বাইরে গেলো এবং প্রচুর বিস্ময়ে তিন বার "উ! উ! উ!" ক'রে উঠান পার হ'য়ে ছুটে পালালো।

তারপর আমি তার বিশ্বস্ত অনুচরী পলিনের কাছ থেকে আমার পাশপোর্ট নিয়ে পোঁটলাটি বগলে ক'রে সে স্থান ত্যাগ করলাম; জেনারেলের স্ত্রী তখন একটা লাল রঙের শাল হাতে নিয়ে জানলায় দাঁড়িয়েছিল, সে চেঁচাতে লাগলো:

"আমি পুলিস ডাকবো না—শোনো—কোনো ভয় নেই—ফিরে এসো—"

উনত্রিশ

আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম, পজ্‌নিশিয়েৎ বলেছিল যে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষকে ডাক্তাররা মারছে। তার সংগে এবিষয়ে কি আপনি এক মত?"

"তোমার জানতে কি খুবই ইচ্ছে করছে?"

"খুব।"

"তাহ'লে তো বলবো না।"

তিনি তাঁর বৃদ্ধাংগুষ্ঠ দুটিকে নিয়ে খেলা করতে করতে মৃদু হাসলেন।

আমার মনে আছে তাঁর একটি গল্পে তিনি একটি গ্রাম্য হাতুড়ে পশুডাক্তার এবং ডক্টর অব মেডিসিনের মধ্যে তুলনা করেছিলেন:

"হাতুড়েরা-ও যে সকল শব্দ ব্যবহার করে, সেগুলি স্নায়ু, বাত, এবং অংগপ্রত্যংগ প্রভৃতির অনুরূপ নয় কি ?"

একথাগুলি তিনি লিখেছিলেন জেনার, বেহ্‌রিং এবং পাস্তুরেরও পরে। মানসিক বিকার ছাড়া আর কী !

ত্রিশ

তিনি তাস খেলতে যে এতো ভালোবাসেন, তা সত্যই অস্বাভাবিক লাগে। তিনি খেলেন গুরুত্বের সংগে, আবেগের সংগে। তাস তুলবার সময় তাঁর হাতদুটি আবেগে কাঁপতে থাকে। ঠিক মনে হয়, যেন তিনি কয়েকটা নিষ্প্রাণ কার্ডবোর্ডের টুকরো না তুলে তুলছেন জীবন্ত পাখী-গুলিকে।

একত্রিশ

"ডিকেন্স অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মতো একটি কথা বলেছেন: 'আমরা শেষ পর্যন্ত সাহসের সহিত জীবনকে রক্ষা করিব এই সুনির্দিষ্ট শর্তে-ই আমাদিগকে জীবন দেওয়া হইয়াছে।' মোটামুটি, ডিকেন্স ছিলেন একজন ভাবপ্রবণ, বাচাল এবং সাধারণ-বুদ্ধি-সম্পন্ন লেখক। তবে তিনি উপন্যাসের গঠন সম্বন্ধে যেমনটি জানতেন, তেমনটি আর কেউ জানতো না, এমন কি বালজাকও না। কে যেন বলেছেন: 'বই লেখার বাসনাটা অনেকের মধ্যেই আছে, কিন্তু বই লেখার পর সেজন্যে

তাঁরা বড়ো একটা লজ্জিত হন না।' বালজাকও লজ্জিত হন নি, ডিকেন্সও লজ্জিত হন নি, যদিও তাঁরা দুজনেই অনেক বাজে বই লিখেছেন। তথাপি, বালজাক একজন প্রতিভা, অন্তত পক্ষে সেই বস্তু, যাকে প্রতিভা বলতে পারো।......"

(ক)

[কে যেন লিও টিথমিরভের লেখা 'আমি বিপ্লবী হওয়া ছাড়িলাম কেন' বইখানা এনেছিল। লিও নিকোলাইয়েভিচ বইখানা টেবিলের ওপর থেকে নিয়ে শূন্যে তুলে একবার ঘুরালেন, বললেন: "রাজনীতিক হত্যা সম্বন্ধে তিনি এতে যা বলেছেন, তা ভালোই; কিন্তু সে রীতির মধ্যে কোনো সুস্পষ্ট একটা ভাব নেই। একজন উন্মত্ত হত্যাকারী বলছে যে, সে ভাবটি একমাত্র হ'তে পারে ব্যষ্টির অরাজক সার্বভৌমতা এবং সমষ্টির প্রতি ও মানব-সমাজের প্রতি ঘৃণা। তা সত্য, কিন্তু 'অরাজক সার্বভৌমতাটা' লেখার ভুল মাত্র, এটা হওয়া উচিত 'সরাজক সার্বভৌমতা।' এই ভাবটি ভালো এবং সত্য, দুই। সন্ত্রাসবাদীরা এই ভাবটাকে ডিঙিয়ে পার হয়ে যাবে—মানে, আমি বলছি, সত্যকারের যারা সন্ত্রাসবাদী। কিন্তু যে সব লোক স্বভাববশে হত্যা করতে ভালবাসে, তারা ওটাকে ডিঙোবে না। তারা হোলো নিছক খুনী; কেবল মাত্র দৈবক্রমে সন্ত্রাসবাদী হয়ে পড়েছে।"]

বত্রিশ

ভল্গা অঞ্চলের কোনো পাদরির মতো তিনি মাঝে মাঝে যেমন আত্মম্ভরী, তেমনি অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠেন। যে মানুষটি এই পৃথিবীতে

শুভ ঘণ্টাধ্বনির মতো বিরাজ করছেন, তাঁর মধ্যে এই ব্যাপারটি কিন্তু ভয়ানক। গত কাল তিনি আমাকে বলেছিলেন :

"তোমার চেয়ে আমার মধ্যে কৃষকের দিকটা আছে অনেক বেশি। তাই চাষাড়ে ভংগীতে চিন্তা করতে আমার বেশ লাগে।"

ও হরি, এ নিয়ে বড়াই করা উচিত ছিল না, অবশ্যই না!

তেত্রিশ

আমি তাঁকে আমার 'রসাতল' নাটকের কয়েকটি দৃশ্য প'ড়ে শোনাছিলাম ; তিনি মনোযোগ সহকারে শুনলেন, অতঃপর বললেন :

"তুমি ওটা লিখলে কেন?"

আমি যথাসাধ্য ব্যাখ্যা করলাম। "সর্বদাই দেখি, তুমি মুরগীর মতো সব জিনিষের ওপর লাফিয়ে বেড়াচ্ছ। কেবল তাই নয়—সমস্ত খোপের সমস্ত ফাটল তুমি সর্বদা তোমার নিজের রঙ দিয়ে রাঙিয়ে রাখতে চাও। তোমার মনে আছে, এণ্ডারসেন বলেছিলেন : 'সোনালি রঙ খসে যাবে, থাকবে কেবল শূয়োরের চামড়াটা। আমাদের চাষারাও ঠিক ওই কথাই বলে : 'সব যাবে চলে, থাকবে কেবল যা সত্যি।' সুতরাং, চুনকাম না করাই তোমার পক্ষে শ্রেয়। নইলে পরে তোমায় পস্তাতে হবে। তাছাড়া, অত্যন্ত নৈপুণ্য তোমার ভাষায়—তাতে আছে সকল রকমের প্যাঁচ। ওটা ভালো নয়। আরো সহজ ক'রে তোমার লেখা উচিত ; সহজভাবেই মানুষ কথা বলে ; এমন কি তাদের কথার মধ্যে সংগতিও থাকে না ; এবং তাই ভালো। কোনো চাষা কখনো প্রশ্ন করে না : চার যদি তিনের চেয়ে বেশি হয়, তবে একের চার একের

তিনের চেয়ে বেশি নয় কেন?' একজন শিক্ষিতা তরুণী ভদ্রমহিলা এই প্রশ্ন করেছিলেন। দয়া ক'রে ওসব প্যাঁচগুলো ছাড়ো।"

তিনি বিরক্তির সংগে কথাগুলি বললেন; স্পষ্টত আমি তাঁকে যা পড়ে শুনিয়েছিলাম, তা তাঁর অত্যন্ত অপছন্দ হয়েছে। একটুক্ষণ নীরব থেকে আমার মাথার ওপরে তাকিয়ে মুখ গম্ভীর ক'রে বলতে লাগলেন:

"তোমার ওই বুড়োর মধ্যে সহানুভূতি নেই; তার সততায় মানুষ বিশ্বাস করে না। অভিনেতাটি ঠিক হয়েছে, সে ভালই। আমার লেখা 'জ্ঞানের ফসল' পড়েছ? সেখানে আমার পাচক যেমন, তোমার অভিনেতাটি ও কতকটা তেমনি। নাটক লেখা বড়ো কঠিন। কিন্তু তোমার বেশ্যাটি ও হয়েছে বেশ, ওদের অমনটিই হওয়া উচিত। তুমি ওদের অনেককে চেনো, তাই না?"

"এক সময় চিনতাম।"

"হ্যাঁ, সেটা স্পষ্টই চোখে পড়ে। সত্য সর্বদাই নিজেকে প্রকাশ করে। তুমি যা বলেছ, তার অধিকাংশটুকুই তোমার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে। তাই তোমার রচনার মধ্যে চরিত্র দেখা যায় না; সব মানুষগুলোরই যেন এক রকম মুখ। আমার মনে হয়, মেয়েদের তুমি বোঝো না; তোমার হাতে ওরা ভালো আসে না। ওদের কথা কারো মনে থাকে না।......."

ঠিক সেই মুহূর্তে এ, এস,-এর স্ত্রী ঘরে এলেন এবং চা খেতে যাবার জন্যে আমাদের সবাইকে ডাকলেন। নিকোলাইয়েভিচ অত্যন্ত দ্রুত উঠে ঘরের বাইরে গেলেন, যেন তিনি আলাপটা কোনো রকমে শেষ করতে পেয়ে খুশীই হয়েছেন।

চৌত্রিশ

"জীবনে সবচেয়ে কী ভয়ংকর স্বপ্ন তুমি দেখেছ বলো তো?" টলস্টয় আমাকে প্রশ্ন করলেন।

স্বপ্ন আমি কদাচিৎ দেখি, তাও আমার ভালো মনে থাকে না; কিন্তু দুটি স্বপ্ন আমার মনে আছে এবং সম্ভবত বাকী সমস্ত জীবন থাকবে-ও।

একবার আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম, আমি দেখছি, সমস্ত আকাশটা কুৎসিত আবে ভরে গিয়েছে, প'চে স'ড়ে গলে পড়ছে, সবুজাভ পীত বর্ণ ধারণ করেছে। নক্ষত্রগুলো দেখাচ্ছে গোলাকার চ্যাপ্টা পদার্থের মতো; সেগুলি জ্যোতিহীন, দীপ্তিহীন; অসুস্থ ব্যক্তির দেহের মরা মাসের মতো। সেই গলিত আকাশের উপর দিয়ে ধীর সর্পিল গতিতে গড়িয়ে চলেছে রক্তাভ বিদ্যুৎ; এবং যখনই তা কোনো নক্ষত্রকে স্পর্শ করছে, তখনই সেই নক্ষত্রটি স্ফীত হ'য়ে ধারণ করছে বর্তুলাকার, এবং নিঃশব্দে যাচ্ছে ফেটে; আর তার স্থলে একটা কালচে চিহ্ন এবং খানিকটা ধোঁয়া মাত্র থাকছে অবশিষ্ট। অতঃপর সেই চিহ্নটিও বিবর্ণ তরলিত আকাশে দ্রুত অদৃশ্য হ'য়ে যাচ্ছে। এমনি ভাবে সমস্ত নক্ষত্রগুলি একের পর একটি ক'রে ফেটে অদৃশ্য হ'য়ে গেল এবং আকাশ ক্রমেই অধিকতর অন্ধকার ও ভয়ংকর হ'তে হ'তে অবশেষে আবর্তিত হ'য়ে উপরের দিকে উঠতে লাগল, হ'য়ে উঠলো বুদ্‌বুদময়। অবশেষে খণ্ডে খণ্ডে ভেঙে আমার মাথায় ঠাণ্ডা ঘন তরল পদার্থের মতো ঝরে পড়লো। আর ওই খণ্ড-গুলির অবকাশে যে-স্থানগুলি রইল, সেগুলি কৃষ্ণবর্ণ লোহার মতো চক্‌চক্ করতে লাগলো। লিও নিকোলাইয়েভিচ বললেন:

"এ-স্বপ্ন তোমার ঘটেছে কোনো পণ্ডিতী বই পড়ার ফলে। নিশ্চয়

কোনো জ্যোতির্বিদ্যার বই তুমি পড়েছিলে। ফলে, এই ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন। আর দ্বিতীয় স্বপ্নটা কি শুনি ?"

দ্বিতীয় স্বপ্ন : বরফাবৃত সমভূমি, শাদা কাগজের মতো মসৃণ; কোথাও পাহাড় নেই, গাছপালা নেই, ঝোপ-ঝাড় নেই—কেবল,—কোনো রকমে দেখা যায়,—কয়েকটা লোহার দণ্ড বরফের তলা থেকে মাথা উঁচু ক'রে আছে। আর এক দিগ্‌বলয় থেকে অপর দিক্‌বলয় পর্যন্ত এই বরফের মৃত মরুর মধ্য দিয়ে চ'লে গেছে হল্‌দে ফিতের মতো অস্পষ্ট একটা পথ। আর সেই পথের উপর দিয়ে এক জোড়া ধূসর রঙের পা-হীন টপ-বুট ধীরে ধীরে হেঁটে চলেছে—শূন্য এক জোড়া টপ-বুট।

লিও নিকোলাইয়েভিচ্‌ এবার তাঁর ভ্রূ যুগল তুলে মনোযোগের সংগে আমার পানে তাকালেন এবং মুহূর্তের জন্য কি ভাবলেন।

"সে তো ভয়ানক! সত্যি কি তুমি ওরকম স্বপ্ন দেখেছিলে, না, ওটা তুমি বানিয়ে বলছ ? কিন্তু এর মধ্যেও কেতাবী জিনিষ খানিকটা র'য়ে গেছে।"

কিন্তু অকস্মাৎ তিনি যেন ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠলেন, বিরক্ত হ'য়ে আঙুল দিয়ে নিজের জানুর উপর একটা আঘাত ক'রে কঠিন কণ্ঠে বললেন :

"কিন্তু তুমি তো মাতাল নও ? কোনো কালে তোমার খুব বেশি পান-দোষ ছিল, এমনটিও মনে হয় না। একজন জার্মান লেখক ছিলেন, হফ্‌মান, তিনি স্বপ্ন দেখতেন, তাসের টেবিলগুলো সদর রাস্তার ওপর ছুটোছুটি করছে। আরো এমনি সব জিনিষ। কিন্তু তিনি ছিলেন মাতাল। খালি বুট হেঁটে চলেছে—ভয়ানক! তুমি যদি বানিয়েও ব'লে থাকো, তবু চমৎকার। ভয়ংকর।"

অকস্মাৎ তাঁর মুখে এমন প্রশস্ত একটা হাসি ছড়িয়ে পড়ল যে তাঁর গণ্ডের হাড়গুলিও ঝিকমিক করতে লাগল। তিনি বললেন, "আর ভেবে দেখো দেখিঃ হঠাৎ ম্বেরস্কায়া স্ট্রীটে একটা তাসের টেবিল ছুটে বেড়াচ্ছে। কাঠের বাঁকা বাঁকা পাগুলো ফেলে খটাখট শব্দ করতে করতে, শাদা ধূলো উড়িয়ে। তখনো তুমি টেবিলের ওপরকার সবুজ কাপড়টাতে নম্বরগুলোও দেখতে পাচ্ছ—আবগারী কেরাণীরা তিন দিন তিন রাত্রি ক্রমাগত হুইস্ট খেলেছে—ফলে টেবিলটা তা আর সইতে না পেরে বেরিয়ে পড়েছে পথে।"

তিনি হো হো ক'রে হেসে উঠলেন এবং আমাকে তিনি অবিশ্বাস করায় আমি ঈষৎ আহত হ'য়েছি সম্ভবত তা লক্ষ্য করে বললেন ঃ

"আমি তোমার স্বপ্নগুলোকে কেতাবী ভাবছি ব'লে তুমি কি রাগ করলে? না না, সেজন্যে ভেবো না। আমি জানি, অনেক সময় অনেকে নিজের অজ্ঞাতেই অনেক জিনিষ বানায়। বিশ্বাস করে না যে সে ওটা বানিয়েছে। সম্ভবত বিশ্বাস করতে পারেও না। তখন সে ভাবে যে সে ওটাকে স্বপ্নে দেখেছে এবং বানায় নি। একজন বুড়ো জমিদার একটি গল্প বলেছিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন যে তিনি একটা বনে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে এক সময় বন থেকে বেরিয়ে এসে পৌঁছলেন একটা মালভূমিতে। ওই মালভূমির উপর তিনি দেখলেন দুটি পাহাড়। পাহাড় দুটি অকস্মাৎ মেয়ে মানুষের দুটি স্তনে পরিণত হ'লো। এবং সেই স্তন দুটোর মাঝখানে জেগে উঠলো কালো একটা মুখ ঃ মুখখানার চোখ নেই, আছে চোখ দুটোর জায়গায় দুটো চাঁদের মতো শাদা দুটো দাগ। বুড়ো স্বপ্নে দেখলেন, তিনি মেয়েটির দু'টো পায়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন, এবং তাঁর সম্মুখে একটা গভীর

কালো গুহা। গুহাটা যেন তাঁকে টেনে গ্রাস করে নিলো। এই স্বপ্নের পর তাঁর চুল গেলো পেকে, হাত কাঁপতে লাগলো। জল-চিকিৎসা করবার জন্যে তিনি বিদেশে ডক্টর ক্লাইপের কাছে গেলেন। কিন্তু, বাস্তবিক পক্ষে, তিনি ওই ধরণের কিছু দেখে থাকবেন—কারণ, তিনি ছিলেন অসচ্চরিত্র।"

তারপর তিনি আমার কাঁধে সস্নেহে মৃদু আঘাত ক'রে বললেন:

"কিন্তু তুমি তো মাতালও নও, অসচ্চরিত্র-ও নও। তবু এ স্বপ্ন তুমি কেমন ক'রে দেখলে?"

"জানি না।"

"আমরা আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে কিছুই জানি না।"

তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, চোখ দুটোকে পাকিয়ে উপরের দিকে তুললেন, সামান্য চিন্তা করলেন, তারপর নতকণ্ঠে আবার বললেন: "আমরা কিছুই জানি না।"

ঐ দিন সন্ধ্যায় বেড়াবার সময় আমার একখানি হাত তিনি নিজের হাত দিয়ে জড়িয়ে বললেন:

"শূন্য বুট দু'টো অভিযান করছে,—কী ভয়ংকর, তাই না? সম্পূর্ণ খালি এক জোড়া বুট—খট্ খট্ শব্দ—আর মচ মচ ক'রে ভাঙছে বরফগুলো। সুন্দর। কিন্তু তুমি বড়ো কেতাবী, অত্যন্ত কেতাবী। রাগ কোরো না। এ খারাপ, কারণ এ তোমার অন্তরায় হবে।"

তাঁর চেয়ে অধিক কেতাবী আমি কখনো নই। ঐ সময় তাঁর খোস কথাবার্তা সত্ত্বেও তাঁকে নিষ্ঠুর যুক্তিবাদী ব'লেই আমার মনে হল।

পঁয়ত্রিশ

মাঝে মাঝে তাঁকে দেখে মনে হয়, তিনি যেন কোনো দূর দেশ থেকে এই সবে মাত্র ফিরে এসেছেন—সে দেশের মানুষে অনুভব করে চিন্তা করে অন্য রকমে, সে দেশের মানুষের ভাষা এবং সম্পর্ক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তখন তিনি ক্লান্ত বিবর্ণভাবে ঘরের একটি কোণে বসে থাকেন। মনে হয়, যেন অন্য কোনো পৃথিবীর ধূলোয় তাঁর সর্বাংগ ভরে আছে। তখন তিনি কোনো বিদেশী বা বোবার দৃষ্টিতে সকল কিছুকেই মনোযোগের সংগে লক্ষ্য করতে থাকেন।

গতকাল মধ্যাহ্নভোজনের পূর্বে তিনি ঠিক ঐ ভাবে ঘরে এলেন। তাঁর মন যেন কোন সুদূরে পড়ে আছে। তিনি একটা সোফায় ব'সে এক মুহূর্ত নীরব থাকলেন, তারপর, দেহটাকে ঈষৎ দুলিয়ে জানুর উপর হাতের তলা ঘসে সারা মুখে ভাঁজ ফেলে বললেন ঃ

"কিন্তু তবুও সেটাই তো সব নয়—সব নয়।"

চেপ্টা লোহার মতন ভোঁতা বুদ্ধি কোনো এক ব্যক্তি প্রশ্ন ক'রে বসলো ঃ

"আপনি কী বলছেন ?"

তিনি তার দিকে একদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। আমি

তখন ডক্টর নিকিটিন এবং ইয়েলপাটিয়েভ্স্কির সংগে চত্বরে বসে ছিলাম। এবার তিনি আমাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন ঃ

"তোমরা কি সম্বন্ধে আলাপ করছ?"

"প্লেহ্ভ।"

"প্লেহ্ভ....প্লেহ্ভ..." তিনি একটু থেমে চিন্তাজড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, যেন নামটা এর আগে আর কখনো শোনেন নি। তার পর নিজেকে পাখীর মতো ঝেড়ে নিয়ে মৃদু হেসে বললেন ঃ

"আজ শেষ রাত্রি থেকে কেবলই একটা বাজে কথা আমার মাথার ভেতর দাপাদাপি ক'রে বেড়াচ্ছে; একবার কেউ আমাকে বলেছিল, সে নাকি কোনো কবরে এমনি একটি স্মৃতি-কথা লেখা থাকতে দেখেছে ঃ

'এই পাথরের নিচে বিশ্রাম করছেন ইভান ইয়েগরিভ।

পেশায় ছিলেন তিনি চামার; সর্বদাই ভেজাতেন চামড়া।

তাঁর কাজে ছিল সততা, মনে ছিল শুদ্ধি, কিন্তু, তবু গ্যাখো তাঁকেও যেতে হোলো; তাঁর কারবার প'ড়ে রইলো তাঁর স্ত্রীর কাছে।

এখনো তাঁর বার্ধক্যের ছিল দেরী, এখনো তিনি করতে পারতেন অনেক কাজ;

কিন্তু ভগবান তাঁকে এক রাত্রে...শুক্রবার আর শনিবারের মাঝে... নিয়ে গেলেন স্বর্গের জীবনে....'

এই ধরণের আরো কিছু......"

টলস্টয় নীরব হলেন। তারপর মাথা নেড়ে অস্পষ্ট মৃদু হাসি হেসে বললেন ঃ

"মানুষের মূঢ়তা, যদি তা ঈর্ষা প্রণোদিত না হয়, তবে তার মধ্যে এমন কিছু থাকে, যা মর্মস্পর্শী, যা অতীব মনোরম।...আর সেটুকু সর্বদা থাকেই।"

এমন সময় আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজনের ডাক এলো।

ছত্রিশ

"মানুষ যখন মাতাল হয়, তখন আমি তাদের পছন্দ করি না। কিন্তু আমি এমন কাউকে কাউকে চিনি, মাতাল অবস্থায় যাদের দেখতে ভারি মজা লাগে। কারণ, তখন তারা এমন সব জিনিষ আয়ত্ব ক'রে বসে, যা তাদের প্রকৃতিস্থ অবস্থায় তাদের পক্ষে সম্ভব বা স্বাভাবিক নয়। এক্ষেত্রে মদকে আমি ধন্যবাদ দিতে সর্বদাই প্রস্তুত।"

স্থলারের কাছে শুনেছি, স্থলার এবং টলস্টয় একদিন তেরস্কায়া স্ট্রীটে বেড়াচ্ছিলেন। এমন সময় দূরে টলস্টয়ের চোখে পড়ল দু'জন সেপাই। তাদের পোশাকের ধাতব বস্তুগুলি সূর্যালোকে দীপ্তি পাচ্ছিল, এবং জুতোর তলার গুলগুলি কর্‌ছিল ঝনঝন শব্দ। তারা এমন ভাবে পা ফেলছিল যেন একটি মাত্র মানুষ হাঁটছে; তাদের মুখে ছিল আত্মবিশ্বাসের শক্তি এবং যৌবনের দীপ্তি।

তাদের দেখে টলস্টয় অনুযোগ ক'রে উঠলেন :

"একী মূঢ়তার সমারোহ!.......এরা যেন চাবুকের ঘায়ে তালিম করা সব জানোয়ার।......"

কিন্তু পরক্ষণে সেপাইরা যখন তাঁর মুখোমুখি এসে পৌছল,

তখন তিনি থেমে দাঁড়ালেন। সস্নেহে তাঁর দৃষ্টি তাদের অনুসরণ করতে লাগল। তিনি সোৎসাহে ব'লে উঠলেন, "কী সুন্দর! প্রাচীন যুগের রোমানদের মতো! তাই না, লিওভুশ্‌কা? শক্তি আর সৌন্দর্য! ও হরি! মানুষ যখন দেখতে সুন্দর হয়, তখন তাকে দেখতে কী সুন্দরই না লাগে, কী সুন্দর!"

একটি চিঠি

সেই সবে মাত্র আমি তোমার জন্যে একখানি চিঠি ডাকে পাঠিয়েছি, এমন সময় "টলস্টয়ের পলায়ন" সম্পর্কে টেলিগ্রাম এসে পৌঁছল। তাই আবার আমি তোমার সংগে চিন্তায় একাত্ম হ'য়ে লিখতে বসেছি।

সম্ভবত এই সংবাদ সম্পর্কে আমি যা বলব, তার সবটুকুই তোমার দুর্বোধ্য লাগবে, এমন কি হয়তো রূঢ় এবং বদমেজাজী। সেজন্যে আমি তোমার কাছে মার্জনা চাই। কে যেন আমার গলা চেপে আমার শ্বাসরোধ করবার চেষ্টা করছে—এমনি একটা ভাব আমি কেবলই অনুভব করছি। তাঁর সংগে আমার বহু দীর্ঘ আলাপ আলোচনা ঘটেছিল। তিনি যখন ক্রিমিয়ার গ্রাসপায় ছিলেন, তখন তাঁর কাছে প্রায়ই আমি যেতাম, এবং তিনিও আসতেন আমার কাছে। আমি তাঁর সমস্ত রচনা গভীর শ্রদ্ধার সংগে পড়েছি। তাই আমার মনে হয়, তাঁর সম্বন্ধে আমার যা ধারণা, তা বলবার মতো অধিকার আমার আছে —এমন কি, তা যদি দুঃসাহসের পরিচয় দেয় বা প্রচলিত জনমতের সংগে গভীর পার্থক্যের সূচনা করে, তবু। অন্য সকলের মতোই আমি-ও জানি, প্রতিভা নামের যোগ্যতা তাঁর যতোখানি ছিল, তেমনটি আর কারো নেই। সকল বিষয়েই তিনি ছিলেন অন্য সবার চেয়ে আরো জটিল, আরো বিরুদ্ধতাপূর্ণ, আরো মহান্—হ্যাঁ, সকল বিষয়েই। মহান—এক অদ্ভুত ধরণের অবারিত, উদার একটি ভাব, ভাষায় যার নির্দেশ দেওয়া সম্ভব নয়। তাঁর মধ্যে এমন একটি বস্তু ছিল, যার জন্যে সমস্ত দুনিয়ার

লোকের কাছে আমার চীৎকার ক'রে বলতে ইচ্ছা করতো, "ত্থাখো, চেয়ে ত্থাখো, কী বিস্ময়কর একটি মানুষ পৃথিবীতে বেঁচে আছেন।" কারণ, সত্যি বলতে গেলে, সমস্ত পৃথিবীতে তিনিই ছিলেন একটি মাত্র মানুষ—সমস্ত মানুষের উর্ধ্বে, মানুষের মতো একটি মাত্র মানুষ।

কিন্তু তাঁর মধ্যে একটি বস্তু সর্বদাই আমাকে আঘাত করত। সেটি ছিল কাউন্ট টলস্টয়ের জীবনকে একটি "ঈশ্বর প্রেরিত ধর্মপ্রচারক লিওর ঋষিতুল্য জীবনে" রূপান্তরিত করার জন্যে তাঁর অবিরাম দুর্বার ইচ্ছা। তুমি তো জানো, তিনি দীর্ঘকাল ধ'রে দুঃখ-যন্ত্রণাকে বরণ করতে চেয়েছেন। যন্ত্রণার বিরুদ্ধে আপনার ইচ্ছার প্রতিরোধী শক্তিকে পরীক্ষা ক'রে দেখবার স্বাভাবিক বাসনায় তা তিনি চাননি। তিনি চেয়েছিলেন যন্ত্রণাকে সহজভাবে গ্রহণ করবার ইচ্ছায়। তাঁর ধর্মসংক্রান্ত মতামতগুলির প্রভাব এবং তাঁর উপদেশাবলীর গুরুত্ব বৃদ্ধি করবার উদ্দেশ্যে তিনি এমনটি করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, এই যন্ত্রণা সহনের মধ্য দিয়েই মানুষের কাছে তিনি তাঁর উপদেশ-গুলিকে দুর্নিবার এবং পবিত্র ক'রে তুলবেন, এবং এইভাবে সেগুলিকে গ্রহণ করতে তাদের বাধ্য করবেন। কিন্তু সে বিষয়ে তিনি যে সফল হন নি, তা তিনি ই. সলভিঅভ এবং স্লারের কাছে স্বীকার করেছিলেন। মনে রেখো, আমার বাধ্য করবেন কথাটি।

কারণ, তিনি বুঝেছিলেন, কোন উপদেশ প্রচারের দ্বারাই মানুষের মনে বিশ্বাস জন্মান যায় না; নিজের উপদেশ এবং ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে তিনি নিজেও যে কী রকম সংশয় পোষণ করতেন, তার দৃষ্টান্ত তুমি নিজেই হয়তো কোনোদিন তাঁর ডাইরিতেই পড়তে পাবে। শহীদ এবং সহকারীরা যে কদাচিৎ দুই জন ভিন্ন সর্বদা স্বৈরাচারী এবং অত্যাচারী

হ'য়ে থাকেন, তাও তিনি জানতেন। তিনি ছিলেন সর্বজ্ঞ। তবু তিনি নিজেকে বলেছিলেন, "আমি যদি আমার মতবাদের জন্যে যন্ত্রণা সহ্য করি, তবে সেগুলির প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে।" তাঁর মধ্যে এই বস্তুটি সর্বদাই আমাকে পীড়া দিয়েছে। কারণ, আমার প্রতি এ যেন এক প্রকার বলপ্রয়োগের চেষ্টা; আমার বিবেককে কবলিত করবার তীব্র বাসনা—শোণিতাক্ত এক ন্যায়ের মহিমায় আমার বিবেকের চক্ষুকে ঝল্‌সে দিয়ে আমার ঘাড়ে নীতির বাঁধা বুলি চড়িয়ে দেওয়ার কঠিন প্রয়াস; এমনিটি আমি না অনুভব ক'রে পারি না।

জীবনের ওপারের অমরতাটাকেই তিনি সর্বদা বড়ো ক'রে দেখিয়েছেন। অথচ জীবনের এপারে থাকতেই তিনি ভালোবেসেছেন সর্বদা। তিনি ছিলেন, এমন একজন লেখক, যাঁকে পরিপূর্ণতম অর্থে সত্যিকারের লেখক বলা চলে। তাঁর মহান আত্মার মধ্যে জাতির সকল দোষত্রুটি, ঐতিহাসিক অগ্নিপরীক্ষার ফলে সংঘটিত জাতির সকল অংগহানিই মূর্তিগ্রহ ক'রে উঠেছিল। তাঁর "নিষ্ক্রিয়তা" এবং "অন্যায়ের প্রতি নির্বিরোধের" ধোঁয়া ধোঁয়া বাণীগুলি পুরাতন পচা রুশ রক্তের সংগে মংগোলীয়দের বিষাক্ত নিয়তিবাদের সংমিশ্রনের ফলেই করেছিল জন্মলাভ। এ-জিনিষটা প্রায়ই পশ্চিমের অশ্রান্ত সৃজনী শক্তি এবং তার সহজাত জীবনের অন্যায়ের প্রতি সক্রিয়, দুর্দম প্রতিরোধিতার সম্পূর্ণ বিরোধী। টলস্টয়ের অরাজকবাদ বলতে যা বোঝায়, তা হোলো মূলত এবং সারত, স্লাভ জাতির চিরাচরিত রাষ্ট্রবিরোধিতার প্রকাশ মাত্র। আর এও আবার বাস্তবিক পক্ষে আমাদের একটি জাতীয় বৈশিষ্ট্য—যাযাবরের মতো ইতস্তত ছড়িয়ে পড়বার যে তীব্র বাসনা আমাদের মজ্জায় লুকিয়ে আছে, এ তাছাড়া আর কিছুই

নয়। এই বাসনাকে আমরা আজ পর্যন্ত আবেগের সংগে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছি। একথা তুমিও জানো, অন্য সবাইও জানে। রাশিয়ানরা একথা জানে, কিন্তু তথাপি তারা সর্বাপেক্ষা স্বল্প প্রতিরোধের পথেই পা দেয়; আমরা জানি, ও-পথ বিপজ্জনক, কিন্তু তবু আমরা হামা-গুঁড়ি দিয়ে ও পথেই আরো, আরো এগিয়ে চলি; আর এই চুপি চুপি করুণ ভাবে এগিয়ে চলার নামই হল রাশিয়ার ইতিহাস — অতি আকস্মিকভাবে প্রাণ হীন পদ্ধতিতে সংঘটিত একটি রাষ্ট্রের ইতিহাস। ভারিয়াগ তাতার, বাল্টিক জার্মান এবং ছোটোখাটো কনস্টবলের দ্বারা যে রাষ্ট্রের পত্তন ঘটেছিল সেই রাষ্ট্রের। একথা শুনে অধিকাংশ সাধু নাগরিক বিস্মিত হ'য়ে পড়বেন। তাঁরা আরো শুনে বিস্মিত হবেন যে, এই ভ্রাম্যমানেরা যখন এমন একটি স্থানে এসে পড়ল যা পার হয়ে আর অগ্রসর হবার ঠাঁই রইল না, তখন তারা থেমে গিয়ে শুরু করল বসবাস। এই ছিল আমাদের ভাগ্য— আমাদের অমোঘ দুর্লংঘ্য নিয়তি,—আমরা বনাকীর্ণ এর্জা, চুড, মেরে, ভেস এবং মুরোমার আশেপাশে বরফ আর জলাভূমিতে আমাদের আস্তানা গাড়লাম। তবু এমন সব মানুষের অভ্যুদয় ঘটল, যাঁরা উপলব্ধি করলেন যে আলো পূর্ব থেকে আসবে না, আসবে পশ্চিম থেকে। তারপর আজ তিনি—আমাদের সুপ্রাচীন ইতিহাসের মুকুটমণি, সচেতন ভাবেই হ'ক কিম্বা অচেতন ভাবেই হ'ক, এক বিরাট পর্বতের অন্তরায় রূপে স্থাপন করলেন আপনাকে—আমাদের জাতি এবং ইউরোপের মধ্যবর্তী পথে; আমাদের জাতি এবং সক্রিয় জীবনের পথে—যে সক্রিয় জীবন কঠোর ভাবে দাবী করে মানুষের সম্পূর্ণ মানসিক শক্তিকে। বিজ্ঞানের প্রতি তাঁহার যে মনোভাব,

তা-ও যে স্বজাতীয়, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই ; প্রচীন রাশিয়ার অজ্ঞতা-প্রসূত গ্রাম্য সংশয়বাদ তাঁর মধ্যে মহা সমারোহে প্রতিফলিত হয়েছিল, তা স্পষ্টই বোঝা যায়। তাঁর মধ্যে যা কিছু রয়েছে, তা সর্বভাবে স্বজাতীয়। তাঁর মতবাদ অতীতের প্রতিক্রিয়া, অতীতের উত্তরাধিকার মাত্র ; আর ইতিপূর্বেই তাকে আমরা ঝেড়ে ফেলতে শুরু করেছি।

"বুদ্ধিজীবী, রাষ্ট্র এবং জনসাধারণ" নামে যে পত্রখানি তিনি ১৯০৫ সালে লিখেছিলেন, তা কীরকম অনিষ্টকর ও বিদ্বেষপ্রসূত, তা একবার ভেবে দেখ। আমি তো তোমাকে বলেছিলাম, এই ধরণের কথা দলগত পত্রের মধ্যে শুনতে পাবে। ঐ সময় আমি এই পত্রের একটি জবাব লিখি। জবাবটি তাঁর নিজের কথারই উপর ভিত্তি ক'রে লিখিত হয়। লিখি : রাশিয়ার জন সাধারণের সম্পর্কে বা সপক্ষে কোনো কথা বলবার অধিকার তিনি বহুদিন আগেই হারিয়েছেন। কারণ, আমি স্বচক্ষে দেখেছি, জন সাধারণের কাছ থেকে যদি কেউ তাঁর সংগে অন্তরংগভাবে আলাপ করতে আসে, তার কথা তিনি মন দিয়ে শুনতে বা বুঝতে চান না। চিঠিখানি ছিল তিক্ত। তাই অবশেষে সেখানিকে আমি আর তাঁর কাছে পাঠাই নি।

যাই হ'ক, তাঁর মতবাদকে যথাসম্ভব অধিক অর্থময় ক'রে তুলবার জন্যেই সম্ভবত এবার তিনি তাঁর শেষ আক্রমণ চালাচ্ছেন। ভাসিলি বুস্লাইয়েভের মতো তিনি তাঁর এই আক্রমণগুলিকে ভালোই বাসেন এবং ভালোবাসার একমাত্র কারণ এই যে এতে তিনি তাঁর পবিত্রতাটাকে জোরের সংগে জাহির করতে পারেন এবং তাঁর শিরদেশের চারিদিকে

একটি জ্যোতির্মণ্ডলও উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারে। রাশিয়ার প্রচীন ইতিহাস এবং তাঁর প্রতিভার আত্মপীড়নের ফলে তাঁর মতবাদগুলি ন্যায়সংগত হ'য়ে উঠলেও সেগুলির মধ্যে স্বৈরশাসনের একটা ভাব র'য়ে গিয়েছে। বাঁচবার ইচ্ছাকে দমন ক'রে,—পাপের সংগে প্রেমের অভিনয় ক'রে—যেন এই পবিত্রতা সংগ্রহ করা হয়েছে। বাঁচতে মানুষের গভীর আকাংখা রয়েছে, কিন্তু মানুষকে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে "আমাদের পথিক জীবন অর্থহীন।" কোনো রাশিয়ানকে এ-কথা বোঝানোও অত্যন্ত সহজ। কারণ, সে একটি অলস প্রাণী, সে নিজের নিষ্ক্রিয়তার একটি অজুহাত আবিষ্কার করতেই সর্বাপেক্ষা ভালোবাসে, ব্যস্ত থাকে। তবে, মোটামুটি, কোনো রাশিয়ান যে একজন প্লাতন কারাতাইয়েভ, কিম্বা একজন আকিম, কিম্বা বেজনিখি, কিম্বা নেক্‌লিউভ নয়, তাও অবধারিত। এই মানুষগুলির জন্ম দিয়েছিল ইতিহাস এবং প্রকৃতি, আর তাও ঠিক টলস্টয়ের পরিকল্পনা অনুযায়ী নয়। টলস্টয় তাঁর মতবাদের সমর্থনের জন্যে এই মানুষগুলির উপর রঙ চড়িয়েছেন। কিন্তু এ-ও অস্বীকার করা যায় না যে, রাশিয়া হ'ল মোটামুটি—উপরে টিউলিন এবং নিচে অবলমভ্‌। উপরকার টিউলিনের জন্যে ১৯০৫ খৃস্টাব্দে সন্ধান করো, আর নিচেকার অব্‌লমফের জন্যে লক্ষ্য করো কাউণ্ট এ. এন, টলস্টয়কে, আই বুনিনকে এবং তোমার চারি দিকের সব কিছুকে। জানোয়ার আর জুয়াচোর—তাদের কথা না হয় আমরা ছেড়েই দিলাম, যদিও জানোয়ারটা আমাদের অতি বেশী স্বজাতীয়। আর তাদের সমস্ত নৃশংসতা সত্ত্বেও, অতীব ঘৃণ্য কাপুরুষ এই জানোয়ারগুলো। আর জুয়াচোররা, তারা অবশ্য আন্তর্জাতিক।

লিও নিকোলাইয়েভিচের মধ্যে এমন অনেক কিছু জিনিষ আছে, যা মাঝে মাঝে আমার মধ্যে ঘৃণার অনুরূপ একটি অনুভূতির উদ্রেক করে। এবং এই ঘৃণা একটা গুরুভার পাষাণের মতো আমার সমগ্র সত্তার উপর নেমে আসে। সমস্ত বস্তু অনুপাতের উর্ধ্বে তাঁর অতি পুষ্ট ব্যক্তিত্বটিকে সত্যই একটি দানবীয় দুর্ঘটনা ব'লে মনে হয়—অনেকটা কুৎসিত, অনেকটা বীভৎস। রূপকথার দৈত্যের মতো তাঁর মধ্যে এমন একটা কিছু আছে, যাকে পৃথিবী ধ'রে রাখতে পারে না। সত্যই, তিনি মহান, তিনি বিরাট। আমার গভীর বিশ্বাস তিনি যা কিছু বলেছেন, সে সমস্ত সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে এমন অনেক কিছু বস্তু রয়েছে যার সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নীরব—এবং সম্ভবত চিরদিন নীরবই থাকবেন, কোনদিন কাউকে কিছু বলবেন-ও না। এই "অজ্ঞাত কিছুটি" কেবল মাত্র কখনো কখনো ইংগিতে ইসারায় তাঁর কথোপ-কথনে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি আমাকে এবং এল সুলারঝি-স্কিকে তাঁর যে দু'খানি ডাইরির খাতা পড়তে দিয়েছিলেন, সেগুলির মধ্যেও এর সংকেত পাওয়া যায়। আমার মনে হয়, এ যেন সকল স্বীকারের অস্বীকার, সর্বাপেক্ষা গভীর এবং অনিষ্টকর এক ধ্বংস—অসীম এক, অমোঘ এক নৈরাশ্য। নিঃসংগতার মৃত্তিকা থেকে এর উদ্ভব, এবং এ সম্বন্ধে সম্ভবত তিনি ছাড়া আর কার-ও ভীষণতর কোনো অভিজ্ঞতা-ও নেই। আমার প্রায়ই মনে হ'ত, তিনি এমন একটি মানুষ, যিনি তাঁর অন্তরতম অন্তর থেকে জনসাধারণের প্রতি চিরদিনই উদাসীন। তিনি তাদের কাছ থেকে এতো দূরে, এতো উর্ধ্বে আছেন যে, তারা তাঁর চোখে ক্ষুদ্র পতংগের মতো প্রতীয়মান হয়। তাদের কর্মতৎপরতা তাঁর কাছে হাস্যাস্পদ এবং

অত্যন্ত করুণ লাগে। তাই তিনি তাদের কাছ থেকে সুদূর এক মরুভূমিতে চলে যান এবং সেখানে নির্জনে তাঁর সকল আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়ে, শ্রেষ্ঠতম প্রচেষ্টা দিয়ে নিবিড়ভাবে পরীক্ষা ক'রে দেখেন সৃষ্টির "সারতম বস্তু"—মৃত্যুকে।

তাঁর সমস্ত জীবন ধ'রে তিনি মৃত্যুকে ভয় করেছেন, ঘৃণা করেছেন। সারা জীবন তাঁর আত্মায় একটি আতংকের স্পন্দন তিনি অনুভব করেছেন,—আরসাম্যাক্সের মতো একটি আতংকের—তাঁকে কি অবশ্যই মরতে হবে? সমস্ত বিশ্ব, সমস্ত পৃথিবী তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে; চীন, ভারত, আমেরিকা,—সর্বত্র থেকে প্রাণময় ছন্দময় জীবনের অজস্র তন্তু তাঁর পানে প্রসারিত হ'য়ে আছে; তাঁর আত্মা যে সকলের, সর্বকালের, তাও ঘোষিত হয়েছে। তবে কেন প্রকৃতি তার নিয়মের ব্যতিক্রম করবে না—কেন সে এই একটি মাত্র মানুষকে দৈহিক অমরতা দেবে না—কেন? টলস্টয় যে পরিমাণে যুক্তিবাদী ছিলেন, তাতে কোনো মিরাকল বা দৈব ঘটনায় বিশ্বাস করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু অপরপক্ষে তিনি রূপকথার দৈত্যের মতো ছিলেন দুঃসাহসী, দুঃসন্ধানী অভিযাত্রী। শিক্ষানবীশী কোনো তরুণ সৈন্য যেমন অজ্ঞাত শিবিরজীবনের কথা ভেবে ভয়ে ও নৈরাশ্যে মরিয়া হয়ে ওঠে, অজ্ঞাত পরলোকের কথা ভেবে তিনিও তেমনি দুর্ধর্ষ মরিয়া হয়ে ওঠেন। আমার বেশ মনে আছে, গাসপ্রায় তিনি লিও শেস্টভের লেখা "নীটশে এবং টলস্টয়ের রচনায় শুভ ও অশুভ" পুস্তকখানি পাঠ করেন। আন্তন শেখভ মন্তব্য করেন বইখানি তাঁর ভালো লাগে নি। তখন টলস্টয় বলেন, কিন্তু "আমার তো ভালোই লেগেছে। বইখানা আত্মম্ভরিতার সংগে লেখা হ'লেও কথাগুলি ঠিক এবং

কৌতূহলের-ও উদ্রেক করে। সিনিকরা যখন অকপট হন, তখন আমি তাঁদের খুব পছন্দ করি। এখন সিনিকরা বলছেন, সত্যের প্রয়োজন নেই। সত্যি কথা, সত্যে তাঁদের কী প্রয়োজন বলো? কারণ, সত্য থাক আর না থাক, মরতেই হবে তাঁকে।”

তারপর, তাঁর কথাগুলো কেউ বোঝে নি এই ব্যাপারটি স্পষ্ট লক্ষ্য ক'রে তিনি দ্রুত মৃদু হেসে আরো বললেন:

“কোনো মানুষ যদি চিন্তা করতে শেখে, তবে যায় আসে না যে সে কি চিন্তা করছে। কারণ, সে সর্বদাই চিন্তা করছে তার আপনার মৃত্যুর কথা। সমস্ত দার্শনিকেরাই ঠিক এমনিটি। আর, যদি মৃত্যুই থাকে, তবে পৃথিবীতে কী সনাতন সত্য থাকতে পারে বলো?”

তিনি ব'লে চললেন, সবার জন্যে সত্য হোলো এক: ভগবৎ প্রেম। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি আলাপ করেন অনাসক্তির সংগে, ক্লান্তির সংগে। লাঞ্চ শেষ হবার পর আবার তিনি বইখানাকে তুলে নিলেন এবং যেখানে এই অংশটা আছে: ‘টলস্টয়, ডস্টইয়েভস্কি, নীট্‌শে, এঁরা তাঁদের প্রশ্নের কোনো জবাব না পেলে বেঁচে থাকতে পারতেন না। তাই যে কোনো জবাবই তাঁদের পক্ষে জবাব না পাবার চেয়ে ছিল ভালো,—সেই জায়গাটা লক্ষ্য ক'রে হোহো ক'রে হেসে উঠলেন, বললেন:

“কী দুঃসাহসিক কেশবিন্যাস! তিনি সোজাসুজি বলছেন যে আমি নিজেকে প্রবঞ্চনা ক'রেছি, অর্থাৎ আমি প্রবঞ্চনা করেছি অপর সবাইকে। ব্যাপারটা স্পষ্টত এমনিই দাঁড়ায়।”

“কেশবিন্যাস?” প্রশ্ন করলে সুলার।

“হ্যাঁ,” একটু চিন্তা ক'রে জবাব দিলেন টলস্টয়, “কথাটা হঠাৎ মনে

পড়ে গেলো—তিনি খুব ফ্যাশানের চটপটে। তাছাড়া, আমার মনে পড়ে গেলো, গ্রামে এক চাষা-মামার বিয়েতে মস্কো থেকে এসেছিলেন এক সৌখীন ভদ্র লোক। নিখুঁত তাঁর চালচলন, আদব-কায়দা, নাচেনও সুন্দর। তাই তিনি সবাইকে ঘৃণা করতেন।”

আমার বিশ্বাস, এই আলোচনাটির আমি প্রায় হুবহু পুনরাবৃত্তি করেছি। এটা আমার কাছে অত্যন্ত স্মরণীয় বিষয়। এমন কি, এ ব্যাপারটিকে আমি টুকেও রেখেছিলাম, এরকম অন্য অনেক জিনিষও যা আমার ভালো লাগে আমি টুকে রাখি। স্থলারঝিজ্কি আর আমি, আমরা দুজনেই টলস্টয়ের মুখের বহু কথাই টুকে রেখেছিলাম। কিন্তু স্থলারঝিজ্কি যখন আমার কাছে আরসামাসে আসে, তখন তার সে লেখাগুলি কোথায় হারিয়ে গেছে। হারানোই স্বাভাবিক : কারণ, স্থলার ছিল অসাবধানী। তাছাড়া, যদিও সে টলস্টয়কে কতকটা মেয়েমানুষের মতোই ভালবাসতো, তবু মাঝে মাঝে টলস্টয়ের প্রতি সে ব্যবহার করতো অদ্ভুত ভাবে, যেন সে টলস্টয়ের চেয়ে বড়ো। আমার সেই লেখাগুলো আমিও কোথায় রেখেছি, খুঁজে পাচ্ছি না। রাশিয়ার কেউ নিশ্চয় সেগুলো পেয়ে থাকবে। আমি টলস্টয়কে অত্যন্ত মনোযোগের সংগে লক্ষ্য করতাম, কারণ আমি সন্ধান ক'রে ফিরছিলাম—আজো ফিরছি এবং মৃত্যু পর্যন্ত ফিরবো—এমন একটি মানুষকে, যাঁর মধ্যে রয়েছে সজীব সক্রিয় একটি আদর্শ, একটি বিশ্বাস। আর তাছাড়া, একদিন আণ্টন শেখভ আমাদের সংস্কৃতির দুর্বলতার উল্লেখ ক'রে অনুযোগ ক'রে বলেছিলেন : “গ্যেটের প্রতিটি শব্দ লিপিবদ্ধ হয়ে আছে ; অথচ টলস্টয়ের চিন্তাগুলি হারিয়ে যাচ্ছে হাওয়ায়। এটা হলো আমাদের, রাশিয়ানদের, চরিত্রগত ত্রুটি, যা অসহ। টলস্টয়ের মৃত্যুর পর, দেখো,

দেশের লোকের ঘুম ভাঙবে, তখন তারা টলস্টয়ের স্মৃতি লিখতে সুরু করবে, এবং কেবলই লিখবে মিছে কথা।”

হ্যাঁ, শেস্টভের কথা বলছিলাম। টলস্টয় বললেন, “তিনি বলছেন যে ‘ভয়ংকর প্রেতের পানে তাকানো সম্ভব নয়।’ কিন্তু প্রেত যে ভয়ংকর কিম্বা ভয়ংকর নয়, তা তিনি কেমন ক’রে জানলেন? যদি তিনি প্রেত দেখে থাকতেন, প্রেতকে জানতেন, তবে তিনি এই সব আজেবাজে কথা নিশ্চয় লিখতেন না, করতেন কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ—যা বুদ্ধ ক’রেছিলেন তাঁর সমস্ত জীবন ধ’রে।”

কেউ মন্তব্য করলেন, শেস্টভ একজন ইহুদি।

“খুব সম্ভব না।” সংশয়ের সংগে বললেন লিও নিকোলাইয়েভিচ্।

“না, ইহুদির মতো নন তিনি। ইহুদিরা কখনো ভগবানে অবিশ্বাস করেন না। ভগবানে অবিশ্বাস করেন, এমন একজন ইহুদিরও তুমি নাম করতে পারবে না।........পারবে না।”

মাঝে মাঝে মনে হোতো যেন এই বৃদ্ধ জাদুকর মৃত্যুর সংগে খেলা করছেন, তার সংগে আদর সোহাগের ছল করছেন, চেষ্টা করছেন তাকে কোনো রকমে প্রতারিত করতে। যেন বলছেন “আমি তোমায় ভয় করি না, তোমাকে ভালোবাসি, তোমাকে পেতে চাই।”

এবং সেই সংগে তাঁর ক্ষুদে ধারালো চোখ দুটো মৃত্যুর গভীরে উঁকি দিয়ে যেন জানতে চাচ্ছে: তুমি কেমন? এখান থেকে নিয়ে গিয়ে তুমি আমায় কী দেবে? তুমি কি আমায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস ক’রে দেবে, না, আমার মধ্যেকার কিছু থাকবে বেঁচে?”

“আমি সুখী, আমি ভয়ানক সুখী, আমি অতি বেশী সুখী।” তাঁর এই কথাগুলি মানুষের মনের ওপর একটি অদ্ভুত ছাপ রেখে যায়। তার

পর মুহূর্তেই তিনি বলেন "যন্ত্রণা পেয়ে।" এ-কথাটিও তাঁর মধ্যে অত্যন্ত সত্য। আমি মুহূর্তের জন্যেও সন্দেহ করি না যে তিনি অর্ধ-অসুস্থ একটি মানুষ, অথচ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হ'লে, নির্বাসিত হ'লে, এক কথায় শহীদের কণ্টক-মুকুট পরতে পেলে তিনি বাস্তবিক পক্ষে সুখী হবেন না। সম্ভবত, এই শহীদত্বই কি মৃত্যুকে অনেকাংশে ন্যায়সংগত ক'রে তুলবে না—করবে না তাকে বাইরের প্রথাগত দৃষ্টিভংগীর দিক থেকে আরো সুবোধ্য, সহজগ্রাহ্য ? কিন্তু টলস্টয় কখনো কোনো কালেই সুখী ছিলেন না। কি জ্ঞানের গ্রন্থব্যূহে, "কি অশ্বপৃষ্ঠে", কি "নারীর বাহু বল্লরীতে" কোথাও যে তিনি "পার্থিব স্বর্গের" পরিপূর্ণ আনন্দলাভ করেন নি, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। কারণ তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি এতোই প্রবল ছিল যে, সুখ তাঁর মধ্যে ছিল অসম্ভব। তাছাড়া তিনি জীবন ও মানুষকে জানতেন অত্যন্ত ভালো ক'রে। তাঁরই আরো কয়েকটি কথা হোলো এই ঃ

"খলিফা আবদুর রহমন তাঁর সমস্ত জীবনে মাত্র চোদ্দটি দিন পেয়েছিলেন, যেগুলি ছিল সুখের। কিন্তু আমি নিশ্চিত যে, আমি অতগুলিও পাই নি। আর তার কারণ, আমি আমার নিজের জন্যে কখনো বাঁচি নি—বাঁচতে পারি নি। আমি অপরের জন্যে বেঁচেছি, অপরকে দেখাবার জন্যে।"

টলস্টয়ের ওখান থেকে বিদায় নিয়ে আসার সময় আণ্টন শেখভ আমাকে বলেছিলেন ঃ "আমি বিশ্বাস করি না, উনি কখনো সুখী ছিলেন না।" কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, তিনি সুখী ছিলেন না। তিনি পরকে দেখাবার জন্যে বেঁচেছিলেন, এ কথাটা অবশ্য সত্যি নয়। তবে যে বস্তুতে তাঁর নিজের কোনো প্রয়োজন থাকতো না,

সেই বস্তুকেই তিনি জনসাধারণকে বিলিয়ে দিতেন, যেন তারা সবাই ভিক্ষুক। তাদেরকে বাধ্য করতে তিনি ভালো বাসতেন। তাদের তিনি বাধ্য করতে চাইতেন পড়ার জন্যে, বেড়াবার জন্যে, নিরামিষাশী হবার জন্যে, কৃষকদের ভালোবাসার জন্যে, এবং লিও টলস্টয়ের যুক্তি-ধর্মমূলক চিন্তাগুলির অভ্রান্ততা সম্পর্কে বিশ্বাস করার জন্যে। জনসাধারণকে এমন কিছু দিতে হবে, যাতে তারা হয় খুশী হবে, নয় কৌতুক পাবে। তারপর ঐ নিয়েই তারা হবে বিদায় এবং তাঁকে থাকতে দেবে শান্তিতে, তাঁর সুঅভ্যস্ত যন্ত্রনা-বিলাসে, আবার কখনো বা, "পরমতম" সংক্রান্ত সমস্যার অতল গহ্বরের মুখে এবং আরামপ্রদ একাকিত্বে।

আব্বাকাম এবং সম্ভবত টিখন জাতন্স্কি ছাড়া, আর সমস্ত রুশ ধর্ম-প্রচারকেরাই ছিলেন নির্বিকার নিরাসক্ত মানুষ; কারণ, কোনোপ্রকার সক্রিয় জীবন্ত আদর্শ তাঁদের ছিল না। আমি যখন আমার "দি লোয়ার ডেপ্‌থস"এর লিউকা লিখছিলাম, তখন সেখানে এমনি একটি বৃদ্ধের বর্ণনা করতে চেয়েছিলাম: "সকল প্রকার সমাধান" সম্পর্কেই তাঁর সচেতন কৌতূহল, কিন্তু জনসাধারণ সম্পর্কে নয়; যখন জনসাধারণের সংগে তাঁর সংস্পর্শ অপরিহার্য হয়ে ওঠে, তখন তিনি তাঁদের দেন সান্ত্বনা। এবং এই সান্ত্বনা দেওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য, যাতে তারা তাঁকে একটু শান্তিতে থাকতে দেয়। এই ধরণের মানুষ যাঁরা, তাঁদের সমস্ত দর্শন, সমস্ত প্রচারই হোলো ভিখারীকে দেওয়া মুষ্টিভিক্ষা,—গোপন আচ্ছাদিত বিতৃষ্ণা মাত্র। এবং তাঁদের প্রচারের করুণ নিঃস্ব কথাগুলির মধ্যে কেবলই ধ্বনিত হ'তে থাকে: "ভাগো! ভগবানকে কিম্বা প্রতিবেশীকে ভালোবাসো! কিন্তু ভাগো!

বিধাতাকে অভিশাপ দাও, অপরিচিতকে প্রেম বিলাও! কিন্তু, আমাকে শান্তিতে থাকতে দাও! আমাকে জ্বালিও না! কারণ আমিও মানুষ, আমারও মৃত্যু অনিবার্য।"

দুঃখের বিষয়, এ রকম হয়েছে এবং এ রকম হবেও। অন্য রকম হ'তে পারে নি, হ'তে পারে না। কারণ, মানুষ ক্লান্ত, শ্রান্ত, পংগু, পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। তারা সবাই একাকিত্বের কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ। তাই তাদের সত্তা বিশুষ্ক, মৃত। লিও নিকোইয়েভিচ্ যদি ধর্মতন্ত্রের সংগে সন্ধি ক'রে বসতেন, তাতেও আমি বিন্দুমাত্র বিস্মিত হতাম না। তার মধ্যেও তাঁর নিজস্ব একটা যুক্তি থাকতো। সকল মানুষই তুচ্ছ, নগণ্য, এমন কি আর্চবিশপরা-ও। বাস্তবিক পক্ষে, ঠিকমতো বলতে গেলে, সেটা সন্ধি হোতো না; আর তাঁর পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে ব্যাপারটা যুক্তিযুক্তও হোতো: "আমাকে যারা ঘৃণা করে, আমি তাদের ক্ষমা করি।" এটা একটা খৃস্টান-সুলভ কাজ হোতো এবং এর পেছনে গোপন থাকতো একটি চকিত বিদ্রূপের মৃদু মন্দ হাসি। এবং সেই হাসির অর্থ হোতো এই যে এমনি ভাবেই জ্ঞানী ব্যক্তিরা নির্বোধদের ওপর প্রতিশোধ নিয়ে থাকেন।

আমি যা লিখছি, আমি যা বলতে চেয়েছিলাম তা নয়; আমি যথাযথভাবে তা প্রকাশ করতে পারছি না। আমার আত্মার মধ্যে যেন একটা কুকুর কেবলই কেঁদে ককিয়ে উঠছে, যেন কোনো আসন্ন দুর্ভাগ্যের অশুভ সংকেত আমি শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, খবরের কাগজগুলো এইমাত্র এসে পৌচেছে; ব্যাপারটা স্পষ্ট হ'য়ে গেছে; তোমরা দেশে একটি "রূপকথা বানাতে" চেষ্টা করছ। একটি বার

কেবল ভেবে দ্যাখো তো, ঠিক এই মুহূর্তে দেশের পক্ষে এই ব্যাপারটি কী ভয়াবহ ক্ষতিকরই না হবে! মোহ-মুক্ত মানুষের দল আজ মাথা নত করেছে। অধিকাংশের সত্তা আজ শূন্য, আর দেশের সেরা যাঁরা, তাঁদের আত্মা বেদনায় আজ আর্ত। ক্ষত-বিক্ষত উপবাসক্লিষ্ট তাঁরা। তাই তাঁরা আঁকড়ে ধরতে চান কোনো কল্পিত কাহিনীকে। তাঁরা চান বেদনার উপশম, তাঁরা চান যন্ত্রনার প্রশমন। আজ তাঁরা যা চান, তাই তাঁরা কল্পনায় সৃষ্টি করবেন, যদিও তা তাঁদের কোনো প্রয়োজনেই আসে না। তাঁরা চান কোনো সাধু-সন্তের জীবন। তিনি সাধু, তিনি মহান, কারণ, তিনি মানুষ, বেদনা-মত্ত সুন্দর, অভিরাম একটি মানুষ; সমস্ত মানুষের সেরা মানুষ। আমি বোধ হয় নিজের কথারই বিরুদ্ধতা করছি; যাক, তাতে কিছু আসে যায় না। তিনি সেই মানুষ, যিনি বিধাতার সন্ধান করেছেন, নিজের জন্যে নয়, সমস্ত মানুষের জন্যে। তিনি ভগবানের কাছে দাবী করতে চেয়েছেন মানুষের নিজের কোনো নির্বাচিত এক নির্জন মরুর নিঃসংগ একটি কোণে শান্তিতে বাস করার অধিকার। তিনি খৃস্টের জীবনের লীলাকাহিনীগুলিকে পরিত্যাগ করেছিলেন, আমরা যাতে খৃস্টের জীবনের স্বতঃবিরুদ্ধতাগুলিকে ভুলে যেতে পারি, তাই। তিনি সহজ সংক্ষিপ্ত ক'রে দিয়েছেন খৃস্টের মূর্তিকে, তার কঠিন উদ্ধত অংশগুলিকে ক'রে দিয়েছেন মসৃণ, চিকন, সম্মুখে উপস্থাপিত করেছেন সেই "বিনতি-ভরা যিনি তাঁকে পাঠিয়েছিলেন, তাঁরই ইচ্ছাকে।" টলস্টয় খৃস্টের যে লীলাকাহিনী প্রচার করেছেন, তা জনসাধারণের কাছে অপেক্ষাকৃত সহজে গ্রাহ্য হবে, কারণ সেটাই রুগ্ন জনসাধারণের "ব্যাধির পক্ষে আরামপ্রদ"। জন-সাধারণকে

তাঁর কিছু দেওয়া চাই-ই। কারণ, তারা অনুযোগ করে, আর্ত চীৎকারে পৃথিবী মাথায় করে এবং তাঁর "পরমতমের" নিবিষ্ট চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটায়। কিন্তু "যুদ্ধ ও শান্তি" উপন্যাস বা ঐ ধরণের কিছু ধূসর বিবর্ণ বস্তু রুশ দেশের দুঃখ নৈরাশ্যকে প্রশমিত করতে পারে না। তাঁর "যুদ্ধ ও শান্তি" উপন্যাস সম্পর্কে তিনি নিজে বলেন: "মিছে বিনয় ছেড়ে বলি, ওটা হোলো ইলিয়াডের মতন।" তাঁর "শৈশব" ও "যৌবন" সম্পর্কেও ওই ধরণের একই প্রশংসিত মন্তব্য এম. ওয়াই. ত্চাইকোভ্স্কি তাঁর নিজের মুখ থেকেই শুনেছেন।

নাপ্ল্স্ থেকে সাংবাদিকরা এসে পৌঁচেছেন ; এমন কি একজন তাড়াতাড়ি চ'লে এসেছেন রোম থেকে। টলস্টয়ের "পলায়ন" সম্পর্কে আমার কি মতামত, তাই তাঁরা প্রশ্ন করছেন। "পলায়ন"—পলায়ন কথাটাই তাঁরা ব্যবহার করছেন সবাই। আমি ওঁদের সংগে আলাপ করবো না। তুমি, অবশ্য, বুঝতেই পারছ, আমার আভ্যন্তরিক শান্তি ভয়ানকভাবে ক্ষুব্ধ হয়েছে: টলস্টয়কে আমি সন্ত হিসাবে দেখতে চাই না। আমি চাই এই সর্ব-পাপে-ভরা পৃথিবীর অন্তরের সংগে নিবিড় হ'য়ে পাপীরূপেই তিনি থাকুন, এমন কি থাকুন তিনি আমাদের প্রত্যেকের অন্তরের সংগে নিবিড় হয়ে। পুশ্কিন এবং তিনি—এ দুই-এর চেয়ে কোনো মহত্তর, কোন প্রিয়তর বস্তু আমাদের কাছে নেই।

লিও টলস্টয়ের মৃত্যু হয়েছে।

একটি টেলিগ্রাম এসে পৌঁছলো, অতিসাধারণ কটি কথা—মৃত্যু হ'য়েছে।

কথা ক'টি তীরের মতো গিয়ে পৌঁছলো আমার অন্তরে, আমি রোষে ক্ষোভে যন্ত্রণায় আকুল হ'য়ে কেঁদে উঠলাম। এখন আমি অর্ধ উন্মত্তের মতো কেবলই ভাবছি তাঁর কথা, যেমনটি তাঁকে আমি দেখেছিলাম, যেমনটি জেনেছিলাম—তাঁর সংগে একটিবার কথা বলার অসহ একটি বাসনা আমি দুঃসহ বেদনার মতো কেবলই অনুভব করছি। আমি কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছি,—শবাধারে তিনি শায়িত, ঝর্ণার তলদেশে মসৃণ প্রস্তরের মতো; তাঁর শ্বেত-পক্ক গুম্ফ-শ্মশ্রুর আবরণে নিঃশব্দে গোপন রয়েছে তাঁর উদাস, নিরাসক্ত, রহস্যময় সেই মৃদুমন্দ হাসি। অবশেষে শান্তিভরে নিমীলিত হ'য়েছে তাঁর দু'টি করপল্লব—তাঁর কঠিন কর্মের হ'য়েছে পরিসমাপ্তি।

মনে পড়ে, তাঁর তীক্ষ্ণধার দুটি চক্ষু—সে দু'টি তন্নতন্ন ক'রে দেখতো সব কিছু; আর মনে পড়ে, তাঁর অংগুলির সঞ্চালন; এই অংগুলিগুলি যেন অবিরাম শূন্য থেকে খোদাই ক'রে আনতো তাঁর কথাগুলি, তাঁর রসিকতা, তাঁর প্রিয় চাষাড়ে ভাষা, তাঁর এড়িয়ে-যাওয়া মিষ্টি সুর। আমি কেবলই দেখছি, কী বিশাল জীবনী শক্তি মূর্ত হয়ে উঠেছিল এই মানুষটির মধ্যে, কী অমানুষিক ভাবে বুদ্ধিমান ছিলেন তিনি, আর ছিলেন কী ভয়ংকর।

আমি তাঁকে একবার দেখেছিলাম, যেমনটি সম্ভবত আর কেউ দেখে নি। গ্রাস্‌পায় আমি একবার সমুদ্র তীরে তীরে তাঁর কাছে হেঁটে যাচ্ছিলাম। ইউসুপভদের এস্টেটের ঠিক পিছন দিকে বেলাভূমিতে এদিক ওদিকে ছড়ানো পাথরের উপর দেখলাম, ছোট্টো বেঁকে পড়া তাঁর দেহটি। পরনে ছাই রঙের ভাঁজপড়া মোটা কাপড়ের স্যুট আর মাথায় দুমড়ানো একটা টুপী। দু'টি হাতের ওপর মাথা রেখে ব'সে

আছেন। আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে তাঁর দাড়ীর রূপালি চুলগুলিকে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে হাওয়া ঃ তিনি দূর সমুদ্রের পানে তাকিয়ে ব'সে আছেন। আনুগত্য ভরে তাঁর পায়ের তলায় এসে লুটিয়ে পড়ছে ছোট্টো সবুজাভ ঢেউগুলো, আর তাঁর পাদুটিকে সাদরে সোহাগে জড়িয়ে ধ'রে যেন নিজেদের কতো কথা তারা ব'লে যাচ্ছে ওই বুড়ো যাদুকরটিকে। সেদিন আকাশে ছিল সূর্য আর মেঘের খেলা ; মেঘের ছায়াগুলি লঘুপায়ে এলো গেলো কতোবার পাথরের উপর দিয়ে ; আর সেই সাথে তাঁর দেহ হ'য়ে উঠলো কখনো আলোকিত, কখনো বা অন্ধকার। পাথরগুলো ছিল প্রকাণ্ড, ফাটল ধরা, গায়ে তাদের সামুদ্রিক শ্যাওলার গন্ধ ঃ জোয়ার এসেছিল, তাই। তাঁকে দেখে আমার মনে হোলো, পুরাতন একটি পাথর যেন প্রাণ পেয়েছেন ; যে পাথরের জানা আছে সকল কিছুর আদি, সকল কিছুর অন্ত ; যিনি ভেবে দেখেন কবে কোথায় সমস্ত পাথরের, সমস্ত মাটির, ঘাসের, সমস্ত সাগরের জলের, উপল থেকে সূর্যের, সমস্ত বিশ্বের হবে শেষ। আর এই সমুদ্র, এ তাঁরই আত্মার অংশ, তাঁর চারিদিকের সব কিছু তাঁরই মধ্য থেকে উদ্ভাবিত, উৎসারিত। এই বৃদ্ধ মানুষটির চিন্তামগ্ন স্তব্ধতা দেখে আমি অনুভব করলাম এমন কিছু যা নিয়তির মতো দুর্বার, জাদুর মতো অদ্ভুত ; অনুভব করলাম, এই মানুষটির তল দেশে অন্ধকারের মধ্যে কী যেন কেবলই তলিয়ে যাচ্ছে, তারপর তা প্রসারিত হয়ে রশ্মিবন্যার মতো প্রক্ষিপ্ত হ'চ্ছে পৃথিবীর ঊর্ধ্বে সুনীল শূন্যতায়— মনে হোলো, যেন তিনিই তাঁর সংহত ইচ্ছাশক্তি দিয়ে সমুদ্র তরংগগুলিকে আকর্ষণ করছেন, আপনার কাছ থেকে আবার সেগুলিকে দিচ্ছেন সরিয়ে, দূরে থেকে তিনিই যেন নিয়ন্ত্রণ করছেন মেঘ আর ছায়ার সঞ্চারণ, তিনিই যেন প্রাণ-দান

করছেন পাষাণকে। যেন এক উন্মাদ মুহূর্তে অকস্মাৎ আমি সম্ভব ব'লে অনুভব করলাম, তিনি যেন উঠে দাঁড়াবেন, নিমেষে স্তব্ধ হয়ে কাচের মত কঠিন হয়ে যাবে সমুদ্র, পাথর গুলো উঠবে নড়ে, কলোল্লাসে করবে চীৎকার। তাঁর চারিদিকের সকল কিছুই হয়ে উঠবে প্রাণময়, ভাবময়, তারা সবাই তাদের বিভিন্ন সুরে কথা কইবে, তাঁরই কথা, তাঁর সম্পর্কে কথা, তাঁর প্রতিবাদে কথা। ওই একটি মুহূর্তে আমি কী অনুভব করেছিলাম, তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারিনা; আমার সমগ্র আত্মা ভরে উঠেছিল আনন্দে, আতংকে। তারপর সমস্ত কিছুই যেন মিশে গেলো একটি মাত্র পুলকচঞ্চল চিন্তার মধ্যেঃ "এই মানুষটি যতোদিন পৃথিবীতে থাকবেন ততোদিন আমার পিতামাতার অভাব হবে না, আমি নিরাশ্রয় হবো না। কখনো না, কখনো না।"

তারপর আমি চুপিচুপি আঙুলের ওপর ভর ক'রে সেখান থেকে পালিয়ে গেলাম, পাছে আমার পায়ের চাপে পাথরের শব্দে তাঁর চিন্তা-সমাধি যায় ভেঙে। এখন আমি অনুভব করছি, আমি যেন পিতৃমাতৃহীন একটি শিশু। লিখতে লিখতে কান্নায় আমার বুক ভেঙে আসছে। এর আগে এমন তিক্ত হতাশায়, এমন সান্ত্বনাহীন কান্নায় আমি কোনোদিন কাঁদি নি। জানি না, আমি তাঁকে ভালোবাসতাম কিনা; কিন্তু তাঁর প্রতি ভালোবাসা বা তাঁর প্রতি ঘৃণায় কি আসে যায়? তিনি আমার মধ্যে যে অনুভূতি, যে আন্দোলনের সৃষ্টি করতেন, তা ছিল বিপুল, তা ছিল দুর্বোধ্য, তা ছিল প্রহেলিকাময়। এমন কি তিনি যখন মনের মধ্যে কোনো অপ্রীতিকর বিরুদ্ধ মনোভাব জাগিয়ে তুলতেন, তখনো তা আমার মধ্যে বোঝার মতো ভারী হ'য়ে নেবে আসতো না, দিতো আগুন ধরিয়ে আমার আত্মায়, তাকে ক'রে তুলতো আরো

অনুভূতিশীল, আরো শক্তিমান। যখন তিনি মাটির উপর বুটের খস্‌খস্ শব্দ করতে করতে—যেন মাটির অসাম্যটাকে তিনি শাসন ক'রে মসৃণ ক'রে দিতে চান—কোথাও থেকে এসে অকস্মাৎ আবিভূর্ত হতেন, কোনো দরজার পেছন থেকে বা ঘরের কোনো কোণ থেকে, তারপর পৃথিবী ভ্রমণে সুঅভ্যস্ত কোনো মানুষের মতো দ্রুত, লঘু, ছোটো ছোটো পা ফেলে আসতেন এগিয়ে, সে ছিল দেখবার মতো। তাঁর হাতের বুড়ো আঙুল দু'টোকে বেল্টের মধ্যে ঢুকিয়ে তিনি এক সেকেণ্ডের জন্যে থেমে দাঁড়াতেন, চারিদিকে একবার সর্বগ্রাহী দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে নিতেন চকিতে। সে দৃষ্টির কাছে যা কিছু নতুন তা মুহূর্তেই ধরা পড়ে যেতো, নিমেষেই সব কিছুর যথাযথ অর্থ তিনি হৃদয়ংগম করে নিতেন। প্রশ্ন করতেন, "তুমি কেমন আছো?"

কথাগুলোকে আমি প্রতিবারেই তর্জমা ক'রে নিতুম: "তুমি কেমন আছো? আমি একটি আনন্দ পেয়েছি—সে তুমি ভালো ক'রে বুঝবে না। তবু, তুমি কেমন আছো?"

তিনি যখন বেরিয়ে আসেন, তখন তাঁকে কেমন যেন ছোটো লাগে। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর চারিদিকের সবাই যেন তাঁর পাশে আরো ছোটো হ'য়ে যায়। চাষার মতোন তাঁর দাড়ী। অমসৃণ, তবু অসামান্য দুটি হাত। নিতান্ত সাদাসিদে পোশাক। তাঁর এই বাইরেকার আরামপ্রদ গণতান্ত্রিকতাটা অনেক সময় মানুষকে ঠকাতো। আমি বহু রাশিয়ানকে লক্ষ্য করেছি, যারা মানুষের পোশাক দেখে মানুষকে বিচার করে—অবশ্য এ একটা পুরাতন গোলামী অভ্যাস। তারপর তারা ঢালতে শুরু ক'রে দিতো তাদের জঘন্য অকাপট্যের অনর্গল স্রোত—যাকে যথাযথভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, "অন্তরালের ঘনিষ্ঠতা।"

"ও! কী আনন্দ! আপনিও আমাদেরই একজন! অবশেষে ভগবানের কৃপায়, আমি আমার স্বদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানের মুখোমুখি দাঁড়াবার সুযোগ পেয়েছি। চিরকালের জন্যে আপনি আমাদের কাছে সুস্বাগত। আমি আপনাকে প্রণাম করি।"

এই হোলো মস্কাও রাশিয়ানদের নমুনা। সাদাসিদে ভালো মানুষ। এছাড়া আরেক ধরণেরও আছে, তাদের আবার একটু "স্বাধীন-চিন্তা-চিন্তা-ভাব"।

"লিও নিকোলাইয়েভিচ, যদিও আপনার ধর্ম-দর্শন সংক্রান্ত মতবাদের সংগে আমি একমত নই, তবু আপনার মধ্যে যে মহাশিল্পীর প্রকাশ ঘটেছে, তার কাছে আমি সসম্ভ্রমে মাথা নত করি।"

তারপর অকস্মাৎ টলস্টয়ের চাষাড়ে দাড়ী আর ভাঁজপড়া ঝুলওয়ালা গণতান্ত্রিক ব্লাউসের মধ্যে জেগে উঠতো সেই প্রাচীন রাশিয়ান 'বারিন' *, সমুদ্ধত অভিজাত পুরুষ। তখন তাঁর শিক্ষিত অশিক্ষিত ভালো মানুষ অভ্যাগতদের নাকগুলো মুহূর্তে হয়ে যেত নীল আর অসহ ঠাণ্ডা। সত্যি এই নির্ভেজাল অভিজাত রক্তে গড়া এই মানুষটিকে দেখতে খুব ভালো লাগতো; ভালো লাগতো লক্ষ্য করতে তাঁর অংগ প্রত্যংগের অভিব্যক্তি, তাঁর গর্বিত সংযত ভাষার বিন্যাস। শুনতে ভালো লাগতো তাঁর সু-উচ্চারিত কথাগুলির সুন্দর সূচিমুখিতা। এই গোলামদের জন্যে যতোখানি প্রয়োজন, 'বারিনে'র ততোখানি মাত্রই তিনি দেখাতেন। তারা যখন টলস্টয়ের মধ্যেকার 'বারিন'কে বাইরে আসার জন্যে ডাকতো, তখন 'বারিন' অতি সহজে স্বাভাবিক ভাবেই আসতো

---

* রাশিয়ান শব্দ,—সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, বা বাবু। সম্বোধনেও ব্যবহার হয়।—অনুঃ

বাইরে এবং তাদের এমনভাবে পিষে দিতো যে তারা কুঁকড়ে কেঁউ কেঁউ ক'রে ভয়ে পালাতো।

একদিন আমি এমনি একটি "ভালো মানুষ" রাশিয়ানের সংগে ইয়াসনাইয়া পলিয়ানা থেকে মস্কাও ফিরছিলাম। লোকটির বাড়ী মস্কাও। অনেকক্ষণ ধ'রে লোকটি কথা বলার মতোও যেন দম পেলো না, করুণভাবে খানিকক্ষণ মৃদু হাসলো, তারপর সবিস্ময়ে বললো, "উঃ! এ যেন একেবারে ঠাণ্ডা স্নান করিয়ে দিলেন,...অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠলেন।...উঃ।"

তারপর অকস্মাৎ চীৎকার ক'রে ব'লে উঠলো, যেন অনেকটা মর্মাহত হয়েই: "আমি ভেবেছিলুম, তিনি সত্যিকার এনার্কিস্ট বুঝি। সবাই দিনরাত বলছে 'এনার্কিস্ট, এনার্কিস্ট'। আমিও বিশ্বাস করতাম..."

লোকটি কারখানার একজন ধনী মালিক। বিপুল চেহারা, বিশাল উদর; কাঁচা মাংসের মতো দগ্‌দগে মুখের রং—টলস্টয় এনার্কিস্ট হন, এটাই বা সে চায় কেন? এটি হোলো রুশাত্মার "গভীর রহস্য-গুলির" মধ্যে একটি!

লিও নিকোলাইয়েভিচ যখন কাউকে খুশী করতে চাইতেন, তখন তিনি তা পারতেন অতি সহজেই, কোনো বুদ্ধিমান সুন্দরী মেয়ের চেয়েও সহজে। কল্পনা করো, বিভিন্ন ধরণের একদল মানুষ তাঁর ঘরে ব'সে আছেন। গ্র্যাণ্ড ডিউক নিকোলাইয়েভিচ, মিখাইলোভিচ, প্রাচীর-চিত্রকর ইলাইয়া, ইয়াল্টা থেকে সমাগত একজন স্তোসাল ডেমোক্রাট, স্টাণ্ডিস্ট পাৎজুক, জনৈক সাংগীতিক, জনৈক জার্মান, কাউন্টেস ক্লাইন মাইকেলের জমিদারীর ম্যানেজার, কবি বুল্‌গাকভ,—এবং এঁরা সকলেই তাঁর দিকে প্রীতিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। তিনি তাঁদের সবাইকে লাওৎসের

বাণী ব্যাখ্যা ক'রে শোনাচ্ছেন। মনে হচ্ছে, তিনি যেন একটি মানবিক-ঐক্যতানিক ; ভেরী, মৃদংগ, হারমোনিয়াম, বাঁশী—অনেকগুলি যন্ত্রই একসাথে বাজাবার দক্ষতা তাঁর আছে। অন্য সবার মতো আমিও তাঁর পানে তাকিয়ে থাকতাম। এখন তাঁকে একটি বারের জন্যে দেখতে আমার প্রবল ইচ্ছা করছে—কিন্তু, জানি, আর কোনদিনই তাঁকে আমি দেখতে পাবো না।

সাংবাদিকরা এসেছে। তারা জোরের সংগে বলছে যে "টলস্টয়ের মৃত্যুর জনরব অস্বীকার ক'রে" রোমে একটি টেলিগ্রাম পাওয়া গেছে। তারা ভীড় ক'রে গুঁতোগুঁতি করছে, গল্পগুজব করছে, রাশিয়ার প্রতি তাদের সহানুভূতি পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রকাশ করছে। রাশিয়ান সংবাদ-পত্রগুলো কোনো সংশয়ের অবকাশ রাখে নি।

এমন কি করুণা পরবশ হয়েও তাঁর কাছে মিথ্যা বলা ছিল অসম্ভব। এমন কি যখন তিনি অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন, তখনো তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়া ছিল অসম্ভব। তাঁর মতো মানুষকে সান্ত্বনা দিতে যাওয়া মারাত্মক। তাঁদের যত্ন করতে হবে, লালন করতে হবে, প্রাণহীন, শত-ব্যবহৃত কথার ধূলোর বোঝা দিয়ে তাঁদের ভরিয়ে তুললে চলবে না।

তিনি প্রায়ই জিজ্ঞাসা করতেন, "আমাকে তোমার ভালো লাগে না, না ?" তখন তার জবাব দিতে হোতো, "না, লাগে না।"

"আমায় তুমি ভালোবাসো না ?"

"না, আজ বাসি না।"

তাঁর প্রশ্নগুলি ছিল নির্মম, কিন্তু উত্তরগুলি ছিল জ্ঞানী ব্যক্তির মতোই সংযত।

এমন মনোজ্ঞভাবে তিনি অতীত সম্পর্কে আলাপ করতেন যে বিস্মিত হ'তে হয়, বিশেষ করে টুর্গেনেভ সম্পর্কে। ফেট * সম্পর্কে যখন তিনি কিছু বলতেন, তখন সস্নেহ সহাস্য কৌতুকে তাঁর মুখখানা ভরে যেতো। কিন্তু নেক্রাসভের † সম্বন্ধে তিনি নিরাসক্ত ও সংশয়ী হ'য়ে উঠতেন। কিন্তু, যাই হোক, সকল লেখক সম্বন্ধেই তাঁর ভাবটি এমন ছিল যে, তাঁরা সবাই যেন তাঁদের নিজেদের দোষ-ত্রুটিগুলি জানেন।

তাঁদের গুণগুলি উল্লেখ করার আগে দোষগুলিকে তিনি উল্লেখ ক'রে দেখাতেন, এবং প্রতিবারে, যখনই তিনি কারো নিন্দা করতেন, তখনই মনে হোতো, তিনি যেন তাঁর দরিদ্র শ্রোতাদের মুষ্টি-ভিক্ষা দিচ্ছেন। ঐ সময় তাঁর কথাগুলো মন দিয়ে শুনতে বেয়াড়া লাগতো, তাঁর ধারালো মৃদু হাসির সামনে চোখ দু'টো নত হ'য়ে আসতো—আর সব কিছুই যেন মন থেকে যেতো মুছে।

একবার তিনি ভয়ানকভাবে তর্ক করতে লাগলেন যে, জি, ওয়াই, উস্পেন্স্কি টুলা ভাষায় লিখতেন এবং লেখার ক্ষমতা তাঁর মোটেই ছিল না। কিন্তু পরে আমি তাঁকে আণ্টন পাভ্লোভিচ শেকভকে বলতে শুনি: "তিনি (উস্পেন্স্কি) একজন লেখক বটে! তাঁর

---

* সুপ্রসিদ্ধ রুশ কবি; টলস্টয়ের সংগে তাঁর নিবিড় বন্ধুত্ব ছিল।—অনুঃ।

† রুশ কবি নেক্রাসভ: নেক্রাসভ সম্পাদিত "সমসাময়িক" পত্রিকায় টলস্টয় প্রথম বয়সে লিখতেন। নেক্রাসভের কবিতায় দৈহিক অনুভূতির দিক প্রবল থাকায় তাঁকে কীট্সের সংগে তুলনা করা হয়।—অনুঃ।

আন্তরিকতার শক্তি আমাকে ডস্টইয়েভ্স্কির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কেবল মাত্র পার্থক্য হোলো এই যে, ডস্টইয়েভ্স্কি রাজনীতিতে গিয়ে রাজনীতির সংগে পীরিতের ভাণ করেছিলেন, আর উস্পেনস্কি ছিলেন সহজ এবং সরল। তিনি যদি ভগবানে বিশ্বাস করতেন, তবে হয়ে উঠতেন কোন না কোন সম্প্রদায়ভুক্ত।

"কিন্তু আপনি বলেছিলেন যে তিনি ছিলেন একজন টুলা ভাষার লেখক, এবং তাঁর কোনো শক্তি নেই।"

টলস্টয় তাঁর রোমশ ভ্রূ দুটোকে টেনে চোখের উপর নামিয়ে আনলেন, বললেন, "লেখার কায়দা ছিল খারাপ। ও কী ধরণের ভাষা তিনি ব্যবহার করতেন? লেখার মধ্যে শব্দের চেয়ে দাঁড়ি কমা বেশি। শক্তি হোলো একরকম ভালোবাসা। যে ভালোবাসে, তারই শক্তি আছে। প্রেমিকদের দিকে তাকিয়ে ছাখো, তারা সবাই শক্তিশালী।"

ডস্টইয়েভস্কি সম্পর্কে তিনি আলাপ করতেন অনিচ্ছার সংগে, সংযমের সংগে, যেন কিছু এড়িয়ে গিয়ে, চাপা দিয়েঃ "কনফুসিয়াস এবং বৌদ্ধদের বাণীর সংগে নিজেকে পরিচিত করা উচিত ছিল তাঁর; তা তাঁকে অনেকখানি শান্ত ক'রে দিতো। ওইটি হোলো প্রধান জিনিষ, যা প্রত্যেক মানুষেরই জানা উচিত। তিনি ছিলেন এমন একটি মানুষ, যাঁর রক্তমাংস বিদ্রোহ ক'রে উঠতো। তিনি রাগলেই তাঁর টেকো মাথার ওপর মাংসপিণ্ডগুলো অকস্মাৎ উঠতো মাথা তুলে; কান দুটো কাঁপতো। তাঁর অনুভূতি ছিল প্রচুর; কিন্তু তিনি চিন্তা করেছিলেন অতি সামান্য। ফুরিয়ের-পন্থীদের কাছ থেকে, বা বুটাশেভিচের পাশ থেকে, বা অন্যদের কাছ থেকে তিনি চিন্তা করতে শিখেছিলেন। এবং পরে তাঁর সমস্ত জীবন ধ'রে তাদের তিনি ঘৃণা

করেছেন। ইহুদি-সুলভ একটা বস্তু ছিল তাঁর মধ্যে। বিনা কারণেই তিনি সন্দিগ্ধ হ'য়ে উঠতেন। তিনি ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী, ছিলেন মন্থর, ছিলেন সৌভাগ্যহীন। বড়ো অদ্ভুত লাগে যে তাঁকে মানুষে এতো পড়ে। আমি ঠিক বুঝি না, কেন। তাঁকে পড়া যেমন বেদনাদায়ক, তেমনি অকারণ। কারণ, ওই সব 'ইডিয়ট', ওই সব 'বাড়ন্তবয়সী' ওই সব রাস্‌কল্‌নিকভ, কিম্বা বাকী অন্য সবাই, ওরা বাস্তব নয়। বাস্তব জগতে তারা ওদের চেয়ে অনেক সরল, অনেক সহজবোধ্য। দুঃখের বিষয় লোকে লিয়েসকভের লেখা পড়ে না। তিনি ছিলেন একজন সত্যিকারের লেখক—তাঁর কোনো লেখা তুমি পড়েছ ?"

"পড়েছি। তাঁকে আমার ভারী ভালো লাগে, বিশেষ ক'রে তাঁর ভাষা।"

"ভাষাটাকে তিনি জানতেন আশ্চর্য রকম ভালো ক'রে ; এমন কি মারপ্যাঁচগুলোও। অদ্ভুত যে তাঁকে তোমার ভালো লাগে ; কারণ, যে কোনো কারণেই হোক, তুমি রাশিয়ান নও। তোমার চিন্তাগুলোও ঠিক রাশিয়ান নয়।—তাই না ? আমার কথায় রাগ করলে নাকি ? আমি বুড়ো মানুষ ; সম্ভবত আধুনিক সাহিত্য আমি আর বুঝি না। কিন্তু আমার মনে হয়. ওটা রাশিয়ান নয়। তারা এক অদ্ভুত রকমের কবিতা লিখতে সুরু করেছে। আমি বুঝি না এই কবিতাগুলো কি, আর এদের অর্থই বা কী। কবিতা লেখা শিখতে হ'লে শেখা উচিত পুশ্‌কিন থেকে, তিউচেভ্‌ থেকে, ফেট থেকে। তবে তুমি"—তিনি শেখভের দিকে ফিরে বললেন—"তুমি রাশিয়ান, সত্যিকারের রাশিয়ান।"

তিনি সস্নেহে মৃদু হেসে তাঁর একখানি হাত শেখভের কাঁধের ওপর

রাখলেন; অস্বস্তি বোধ করলেন শেখভ। তিনি তাঁর বাংলো এবং তাতারদের সম্পর্কে অস্ফুট জড়িত গলায় কি যেন বলতে লাগলেন।

টলস্টয় শেখভকে ভালোবাসতেন; তিনি যখন শেখভের পানে তাকাতেন, তখন তাঁর চোখদুটি কোমল হ'য়ে উঠতো, মনে হোতো যেন প্রায় আঘাত করছে, আণ্টন পাভ্লোভিচের মুখে। একবার আণ্টন পাভ্লোভিচ ময়দানে আলেকজান্দ্রা লওভ্নার * সংগে বেড়াচ্ছিলেন; টলস্টয় তখনো অসুস্থ, চত্বরে বসেছিলেন একটা চেয়ারে; মনে হোলো তিনি যেন ওঁদের পানে ঝুঁকে পড়লেন, তারপর চুপি চুপি বললেন: "কী সুন্দর সমুন্নত একটি মানুষ: অথচ বালিকার মতো শান্ত, বিনত! চলার ভংগীটুকুও বালিকার মতো। অপূর্ব! অপূর্ব!"

একদিন সন্ধ্যায়, গোধূলিতে, তিনি তাঁর চোখদুটিকে অর্ধ নিমীলিত ক'রে, ভ্রূ দুটিকে নাড়তে নাড়তে তাঁর রচিত "ফাদার সার্জিয়াস"-এর একটি দৃশ্য প'ড়ে শোনালেন—যেখানে মেয়েরা এক মুনিকে ভোলাতে এসেছে সেইখানটা। শেষ পর্যন্ত সবটুকুই প'ড়ে গেলেন, তারপর মাথা তুলে চোখ মুদে বেশ স্পষ্ট গলাতেই বললেন: "বুড়োটা লিখেছে বেশ, লিখেছে বেশ।"

কথাগুলো এমন সহজে স্ফূর্ত হোলো এবং তাঁর সৌন্দর্য-বোধের আনন্দটা এতোই অকপট ছিল যে, তখন, সেই মুহূর্তে আমি যে কী আনন্দ পেয়েছিলাম তা কখনো ভুলবো না। সে আনন্দ আমি প্রকাশ করতে পারি না। প্রকাশ করতে জানি না। তখন এই আনন্দকে কেবল মাত্র প্রবল চেষ্টা দিয়ে দমন করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

* লিও টলস্টয়ের ছোটো মেয়ে।

মুহূর্তের জন্যে আমার হৃৎস্পন্দন রুদ্ধ হয়ে গেলো, এবং তার পরক্ষণেই আমার চারিদিকের সমস্ত কিছু যেন পুনরায় সঞ্জীবিত হয়ে উঠলো।

তাঁর কথাগুলির মধ্যে কী সে এক অসামান্য অবর্ণনীয় সৌন্দর্য থাকতো, তা হৃদয়ংগম করার জন্যে তাঁর মুখের কথা শোনা প্রয়োজন। এক অর্থে এই ভাষণ রীতিটি ছিল অশুদ্ধ, একই শব্দের প্রচুর পুনরাবৃত্তি, আর তার সবটুকুতে গ্রাম্য সারল্য। কণ্ঠস্বর ও মুখের অভিব্যক্তি দিয়েই কেবল তাঁর শব্দগুলি অর্থপূর্ণ হ'য়ে উঠতো না, তাদের পূর্ণতা দিতো তাঁর চোখের চাপল্য, চোখের জ্যোতি, চোখের প্রগল্ভতা— এমনটি আমি আর কখনো দেখিনি। কিন্তু নিকোলাইয়েভিচের চোখ দুটির মধ্যে নিহিত ছিল হাজারো চোখ।

একবার সুলার, সার্গেই ল্বওভিচ * শেখভ এবং আরেক জন কে, তাঁরা বাগানে ব'সে মেয়েদের সম্পর্কে আলাপ করছিলেন; টলস্টয় অনেকক্ষণ কথাগুলি নীরবে কান পেতে শুনলেন, তারপর অকস্মাৎ বললেন:

"আমি যখন কবরে এক পা দেবো, তখন মেয়েদের সম্পর্কে সত্যটা প্রকাশ করে যাবো—বলবো, আর এক লাফে কফিনে চড়বো, তারপর নিজের ওপর ডালাটা টেনে নিয়ে বলবো: 'এবার তোমাদের যা ইচ্ছে করো'।"

তারপর তিনি আমাদের পানে একবার এমন উদ্‌ভ্রান্ত ভয়ংকর দৃষ্টিতে তাকালেন যে খানিকক্ষণ সবাই নীরব হ'য়ে রইলাম।

---

* লিও টলস্টয়ের বড় ছেলে।—অনুঃ।

আমার মনে হয়, ভাস্কা বুস্‌লাইয়েভের অনুসন্ধিৎসু দুরন্তপনাটা রয়েছে তাঁর মধ্যে, সেই সংগে প্রটোপ্‌ আব্বাকামের অনমনীয় আধ্যাত্মিকতার খানিকটা। আর সর্বোপরি সব কিছুর পাশাপাশি গোপন রয়েছে শাডাইয়েভের মতো একটা সংশয়বাদ। এই আব্বাকামীয় বস্তুটা তাঁর মধ্যেকার শিল্পীকে আপনার প্রচার-দৌরাত্ম্যে দিবারাত্র ব্যস্ত বিব্রত ক'রে তোলে; শেক্‌স্‌পীয়র আর দান্তেকে কবলিত ক'রে ফেলে তাঁর নভগরদের বগ্মতা; তাঁর শাডাইয়েভীয় বস্তুটা নিয়ত ব্যংগ বিদ্রূপ করতে থাকে তাঁর আত্মার সকল আনন্দকে। আর সেই সংগে, সকল আর্ততাকে। তাঁর মধ্যে যে প্রাচীন রাশিয়ান মানুষটা রয়েছে, যে রাশিয়ান মানুষটা মানুষের জীবনকে আরো মানবিক করে গ'ড়ে তোলার সকল প্রচেষ্টায় ব্যর্থ-ব্যাহত হ'য়ে অরাজকবাদের নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে—সে সর্বদাই আঘাত করছে বিজ্ঞান আর রাষ্ট্রকে।

অদ্ভুত! টলস্টয়ের মধ্যেকার এই বুস্‌লাইয়েভী চারিত্রিক দিকটি কোনো রহস্যময় অনুভূতিশক্তির ভিতর দিয়ে ধরা পড়েছিল কার্টুনিস্ট ওলাফ্‌ গুলব্রান্‌স্‌নের কাছে। তাঁর আঁকা ছবির দিকে মনোযোগের সংগে তাকালে দেখা যাবে, কী আশ্চর্য ভাবেই না সত্যিকার টলস্টয়ের মূর্তিটি ধরা পড়েছে তার মধ্যে। ওই গোপন অবগুণ্ঠিত দুটি চোখে, ওই সারা মুখে, কী দুঃসাহসী মনীষাই না উঠেছে ফুটে! এই মনীষার কাছে পুণ্য-পবিত্র ব'লে কিছু নেই। কিছুই এ বিশ্বাস করে না—"না হাঁচি, না স্বপ্ন, না পাখীর ডাক।"

আমার সম্মুখে আমি দেখছি এক বৃদ্ধ জাদুকর, বিদেশী অপরিচিত এক জাদুকর, সর্বময় সত্যের সন্ধানে চিন্তার অসংখ্য মরু প্রান্তর পার

হয়ে এসেছেন এক নিঃসংগ যাত্রী। সে-সত্যের সন্ধান তাঁর মেলে নি। আমি তাঁর পানে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছি। তাঁকে হারিয়ে আজ দুঃখ পেয়েছি সত্য, কিন্তু সেই সংগে অনুভব করছি, তাঁর মধ্যেকার মানুষটিকে দেখার গর্ব। এই গর্ব আমার দুঃখ যন্ত্রণার উপশম করবে।

"টলস্টয়পন্থী"দের মধ্যে লিও নিকোলাইয়েভিচকে দেখতে বড়ো অদ্ভুত লাগতো। তিনি যেন দাঁড়িয়ে থাকতেন একটি গির্জার ঘণ্টাঘর; এই ঘণ্টাঘর থেকে সমগ্র পৃথিবীময় ধ্বনিত হচ্ছে ঘণ্টাধ্বনি। আর তারই চারিদিকে দুর্বল ভয়ার্ত কুকুরের দল সেই ঘণ্টার পানে তাকিয়ে ঘেউ ঘেউ করছে, আর পরস্পরের দিকে অবিশ্বাসে আড় চোখে তাকিয়ে যেন বলছে: "কে সব চেয়ে ভালোরকম ঘেউ ঘেউ করতে পারে? কে?"

আমার কেবলই মনে হয় যে, এই মানুষগুলো ইয়াসনাইয়া পালিয়ানাস্থ বাড়ি এবং কাউণ্টেস পানিনের বাড়ি, এই জায়গা দুটিকে কাপট্য, কাপুরুষতা, পণ্যবৃত্তি, স্বার্থান্ধ ক্ষুদ্রতা এবং উত্তরাধিকার সন্ধানের বিষে সংক্রামিত করে তুলেছিল। সেই সাধুরা, যারা রাশিয়ার অন্ধকার কোণ-গুলিতে ঘুরে বেড়ায়, কুকুরের হাড়কে প্রাচীন ঋষির অস্থি ব'লে চালায়, তাদের সংগেই যেন এই সব "টলস্টয়পন্থী"দের কোথায় একটা সাদৃশ্য আছে। আমার মনে পড়ে, এই প্রচারকদের একজন একবার ইয়াসনাইয়া পলিয়ানাতে পাছে মুরগীর ওপর অবিচার হয়, এই ভয়ে ডিম খেতে অস্বীকার করেছিলেন, কিন্তু তিনি টুলা স্টেশনে এসে গোগ্রাসে মাংস গিলতে লাগলেন, বললেন: "বুড়োর যতো বাড়াবাড়ি।"

লিও নিকোলাইয়েভিচ, অবশ্য, টলস্টয়পন্থীদের স্বরূপ ভালো ক'রেই জানতেন। আর জানতো সুলারঝিজকি। টলস্টয় সুলারঝিজকিকে স্নেহ করতেন; তাঁর সম্বন্ধে কথা বলতেন যৌবনসুলভ উৎসাহের সংগে।

টলস্টয়পন্থীদের মধ্যে একজন একবার ইয়াসনাইয়া পলিয়ানাতে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ব্যাখ্যা ক'রে বললেন যে টলস্টয়ের কাছে দীক্ষা লাভ করার পর থেকে তাঁর জীবন সুখময় এবং আত্মা শান্তিময় হয়ে উঠেছে। লিও নিকোলাইয়েভিচ আমার দিকে ঝুঁকে প'ড়ে আমাকে চাপা গলায় বললেন, "লোকটা পাজী, আগাগোড়া মিছে কথা বলছে। তবে বলছে, আমাকে খুশী করবার জন্যে।·· ····"

অনেকেই তাঁকে খুশী করবার চেষ্টা করতো, কিন্তু তারা যে কোনো প্রকার নৈপুণ্যের সংগে তা করতো, এমনটি কই আমার চোখে পড়ে নি। বিশ্বজনীন তিতিক্ষা, প্রতিবেশীর প্রতি প্রেম, যিশুর জীবন-লীলা, বৌদ্ধধর্ম, তাঁর এই সকল সুঅভ্যস্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে তিনি আমার সংগে কদাচিৎ কখনো আলাপ করতেন। কারণ, তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই বুঝতে পেরেছিলেন, ওই সব বিষয় আমার পক্ষে বড়ো একটা 'কার্যকরী' হবে না। তাঁর এই কাজটির আমি প্রশংসা করি।

তিনি ইচ্ছা করলেই অসাধারণ রকমের অমায়িক, অনুভূতিশীল এবং বিচক্ষণ হ'য়ে উঠতে পারতেন ; তাঁর আলাপ-আলোচনাগুলি এমন সরল এবং সুরুচিসম্পন্ন ছিল যে, মানুষকে তা সহজেই মুগ্ধ করতো। তবে মাঝে মাঝে তাঁর মন্তব্যগুলি পীড়াদায়ক-ও হ'তো। মেয়েদের সম্বন্ধে তাঁর মতামতগুলি আমি আদৌ পছন্দ করতাম না—অকথ্য রকমের গ্রাম্য ছিল সেগুলি। আর তাঁর কথাগুলির মধ্যে এমন একটা জিনিষ থাকতো, যা ছিল কৃত্রিম, কপট, এবং সেই সংগে অত্যন্ত ব্যক্তিগত। মনে হোতো, তিনি যেন কখনো আঘাত পেয়েছিলেন, এবং সেই আঘাতটাকে তিনি কখনো ভুলতে বা ক্ষমা করতে পারেন নি। একদিন সন্ধ্যায়, যেদিন তাঁর সংগে আমার প্রথম পরিচয় হোলো, আমাকে তিনি

তাঁর পড়ার ঘরে নিয়ে গেলেন—সেটা ছিল মস্কাও এ, খামোভনিকিতে—তারপর নিজের সামনে বসিয়ে 'ভারিয়েংকা ওলিয়েসোভা' এবং 'ছাব্বিশ ও এক' সম্বন্ধে আলাপ করতে লাগলেন। আমি তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে বিব্রত বিভ্রান্ত হ'য়ে গেলাম। অত্যন্ত সরল এবং নিষ্ঠুরভাবে তিনি কথাগুলি ব'লে গেলেন। বললেন, "কোনো স্বাস্থ্যবতী মেয়ের পক্ষে কুমারীত্বটা স্বাভাবিক বস্তু নয়। কোনো মেয়ে যখন পনেরো বছরে পা দেয়, এবং সে যদি সুস্থ হয়, তবে সে কামনা করে, কেউ তাকে স্পর্শ করুক, আলিংগন করুক। তখনো তার কাছে যা অজ্ঞাত, যা দুর্বোধ্য, সে-সম্বন্ধে ভীরু থাকে তার মন—আর এই ভীরুতাকে লোক বলে কুমারীত্ব, শুদ্ধি। কিন্তু তার দেহের রক্তমাংস ইতিপূর্বেই সচেতন হ'য়ে ওঠে যে, তার কাছে যা দুর্বোধ্য, তাই হোলো ন্যায়সংগত, নিয়মসংগত, এবং তার মনের বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও সে তীব্রভাবে কামনা করে, এই নিয়মের দাবী পূর্ণ করতে। তুমি ভারিয়েংকা ওলিয়েসোভাকে বর্ণনা করেছ সুস্থ ব'লে। কিন্তু তার মনোভাবটা হোলো রক্তাল্পতা-রোগগ্রস্থ মানুষের মতো—তাই জীবনে সে সত্যি নয়।"

তারপর তিনি 'ছাব্বিশ ও এক' গল্পের মেয়েটি সম্পর্কেও আলাপ করতে লাগলেন। কতকগুলো অশ্লীল কথা তিনি এমন সহজ ও অনর্গল ভাবে ব'লে গেলেন, যেগুলো আমার কাছে 'সিনিক্যাল' ব'লে মনে হোলো, এমন কি আমি ঈষৎ আহতও হলাম। পরবর্তী কালে আমি লক্ষ্য করেছি তিনি এই অকথ্য কথাগুলির ব্যবহার করেন, তার একমাত্র কারণ, সেগুলি তাঁর কাছে যথাযথ অর্থের স্থচনা করে। কিন্তু ঐ সময় কথাগুলি শুনতে আমার ভারি বিশ্রী লেগেছিল। আমি কোনো জবাব দিলাম না। পরক্ষণে অকস্মাৎ তিনি সতর্ক এবং অমায়িক হয়ে উঠলেন,

আমাকে শুধাতে লাগলেন আমার জীবনের ঘটনা, আমি কি পড়েছি, এবং পড়ছি সে সব কথা।

'আমি শুনেছি, তোমার পড়াশুনো খুব বেশি। সত্যি? আচ্ছা, করলেংকো কি গাইয়ে?'

'আমি ঠিক জানি না; তবে আমার বিশ্বাস, না।'

'জানো না? তাঁর গল্পগুলো কি তোমার ভালো লাগে?'

'খুবই ভালো লাগে।'

'এই হোলো তুলনামূলক পার্থক্য। তিনি গীতিপ্রধান, আর গীতি-প্রাধান্য তোমার মধ্যে আদৌ নেই। তুমি ওয়েল্টম্যান পড়েছ?'

'পড়েছি।'

'তিনি ভালো লেখক, তাই না?—বুদ্ধিমান, যথাযথ, বাড়াবাড়িবর্জিত, অনেক ক্ষেত্রে তিনি গগলের চেয়েও ভালো। বালজাকের সাহিত্যের সংগে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। আর গগল, তিনি অনুকরণ করেছিলেন, মার্লিন্স্কিকে।'

আমি যখন বললাম যে গগল সম্ভবত হফম্যান, ষ্টার্ণ এবং হয়তো, ডিকেন্সের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তখন তিনি আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওটা তুমি কোথা-ও পড়েছ. তাই না? কথাটা সত্যি নয়। গগল ডিকেন্সকে কদাচিৎ জানতেন। যাই হোক, স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে তুমি অনেক বেশি পড়েছ: কিন্তু গ্যাখো, বেশি পড়া বিপজ্জনক। কল্‌জভ নিজেকে ধ্বংস করেছিলেন ওই ভাবে।'

তারপর তিনি দরজা পর্যন্ত আমার সংগে এসে আমার সংগে কোলাকোলি ক'রে, আমার চুমু খেয়ে বললেন, "তুমি একজন

সত্যিকারের মুঝিক (চাষা); লেখকদের সংগে বাস করা তোমার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠবে। কিন্তু সেজন্যে ভয় পেয়োনা। যা অনুভব করবে, তাই বলবে, হোক তা কঠোর—আসে যায় না। যাদের বুদ্ধি আছে, তারা বুঝবে।"

এই প্রথম সাক্ষাতে দুটি বিষয় আমার মনে রেখাপাত করেছিল। টলস্টয়কে দেখে আমি গর্ব এবং আনন্দ বোধ করেছিলাম; কিন্তু তাঁর সংগে আলাপটা আমার কতোকটা শওয়াল-জবাবের মতো মনে হয়েছিল এবং, এক অর্থে বলা যেতে পারে, তাঁর মধ্যে আমি 'কশাক', 'খোলস্ত-নিয়ের' এবং 'যুদ্ধ ও শান্তি'র লেখকের সাক্ষাৎ পাই নি। পেয়েছিলাম একজন 'বারিনের' (বাবুর), যিনি আমার প্রতি কৃপাপরবশ হ'য়ে জনসাধারণের ভাষায় কথা বলা প্রয়োজন ব'লে ভেবেছিলেন—জন-সাধারণের ভাষা, অর্থাৎ অলিগলির ও হাট-বাজারের ভাষা। ব্যাপারটা তাঁর সম্পর্কে আমার ধারণাকে সম্পূর্ণ বদলে দিলো—যে ধারণা দীর্ঘকাল ধ'রে আমার গভীরে মূল সঞ্চারিত করেছিল, যে ধারণা আমার কাছে হ'য়ে উঠেছিল একান্ত প্রিয়।

তাঁর সংগে আবার আমার দেখা হয় ইয়াসনাইয়া পলিয়ানাতে। শরতের মেঘাচ্ছন্ন একটি দিন, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। তাঁর গায়ে মোটা একটা ওভারকোট, পায়ে হাঁটুভর চামড়ার জুতো। তিনি আমাকে সংগে নিয়ে জংগলের দিকে বেড়াতে চললেন। নালা-নর্দমাগুলো তিনি ছোটো ছেলের মতো লাফ দিয়ে পার হলেন, গাছের ডাল-পালা নেড়ে ঝরিয়ে দিলেন বৃষ্টির ফোঁটাগুলো। তারপর সেখানে বসে আমাকে প্রাঞ্জল ভাবে ব্যাখ্যা করে জানালেন, ফেট শোফেনহাউয়ের সম্পর্কে কি

ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বার্চগাছের মখমলের মতন ভেজা গুড়িতে তাঁর হাতের সস্নেহ মৃদু আঘাত দিয়ে তিনি বললেন,—"সম্প্রতি আমি একটা কবিতা পড়েছিলাম ঃ

হেথা শ্যাওলার দল আর নাই, তাহাদেরই শূন্য ঠাঁই
ভ'রে তবু শ্যাওলার গন্ধ পাই ; ভারী, ভেজা গন্ধ পাই।...

কথাগুলি খুব সুন্দর, খুব সত্যি।..."

এমন সময় অকস্মাৎ পায়ের তলা থেকে একটা খরগোস বার হ'য়ে এলো। লিও নিকোলাইয়েভিচ উত্তেজিত হ'য়ে উঠলেন, তাঁর মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। তিনি সত্যিকারের বুড়ো শিকারীর মতো শব্দ করতে লাগলেন। পরক্ষণেই তিনি আমার পানে তাকিয়ে দুর্বোধ্য ভাবে নীরবে মৃদু হাসলেন, তারপর ফেটে পড়লেন সহজবোধ্য সস্নেহ সশব্দ হাসিতে। ওই মুহূর্তটিতে তাঁকে আশ্চর্য রকমের সুন্দর লেগেছিল।

আর এক সময়ে তিনি একবার বাগানে একটা বাজপাখীর দিকে তাকিয়েছিলেন। পাখীটা তার পাখা দুটোকে বাতাসে অত্যন্ত লঘুছন্দে দুলিয়ে বৃহৎ চক্রাকারে কেবলই ঘুরে বেড়াচ্ছিল, সে স্থির করতে পারছিল না যে তার আঘাত হানবার মুহূর্তটি ঠিক কখন আসবে। লিও নিকোলাইয়েভিচ হাত দিয়ে চোখ আড়াল ক'রে দাঁড়ালেন, উত্তেজনার সংগে বিড়বিড় ক'রে বললেন: 'পাখীটা আমাদের বাড়ির মুরগীর ছানাগুলোকে খেতে চলেছে। এইযে...আবার এদিকে আসছে...ও, ভয় পয়েছে। সহিসটা ওখানে আছে, তাই না? সহিসটাকে ডাকি।....'

তিনি চেঁচিয়ে সহিসকে ডাকতে লাগলেন। তাঁর ডাকার শব্দে বাজপাখীটা ভয় পেয়ে ওপরের দিকে ঝাপটা দিয়ে এক দোলে উঠে অদৃশ্য

হ'য়ে গেলো। লিও নিকোলাইয়েভিচ স্পষ্টত নিজেকে ভৎর্সনা ক'রে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, বললেন, "আমার চেঁচানোটা উচিত হোলো না। না চেঁচালেও ও মারতো।...."

একবার টিফলিস সম্বন্ধে আলাপ করার সময় আমি তাঁর কাছে ভি. ভি, ফ্লেরোভ্স্কি বের্ভির নাম উল্লেখ করলাম। লিও নিকোলাইয়েভিচ কৌতূহলী হ'য়ে প্রশ্ন করলেন "তুমি তাঁকে চেনো নাকি? বলো তো, তিনি কেমন?"

আমি তাঁকে ফ্লেরভ্স্কির কথা বললাম: দীর্ঘকায়, দীর্ঘশ্মশ্রু ব ক্তি; কৃষদেহ, অতি আয়ত ছুটি চক্ষু। বললাম, কেমন ক'রে তিনি নৌকার লম্বা পালের কাপড়ে ব্লাউজ বানিয়ে পরতেন, আর কোমরবন্ধে লাল মদে সিদ্ধ চাউলের একটা ডিবা বেঁধে, একটা কাপড়ের বিরাট ছাতা নিয়ে আমাকে সংগে ক'রে ট্রান্সককেসাসের পথে-পথে ঘুরে বেড়াতেন; কেমন ক'রে একদিন একটা সংকীর্ণ রাস্তার ওপর আমাদের সংগে একটা মহিষের সাক্ষাৎ ঘটলো এবং আমরা বিচক্ষণের মতো কয়েক পা পিছিয়ে এসে ছাতা খুলে সেই হিংস্র জানোয়ারটাকে ভয় দেখালাম। আর যতোবারই পেছিয়ে এলাম, প্রতিবারেই পাহাড়ের খাড়া গা বেয়ে নিচে গড়িয়ে পড়ার ভয়ংকর সম্ভাবনা দেখা যেতে লাগলো। অকস্মাৎ আমি লক্ষ্য করলাম, টলস্টয়ের চোখে জল দেখা দিয়েছে। আমি বিব্রত বিমূঢ় হ'য়ে থেমে গেলাম।

"ও কিছু না। থেমো না, বলো।" টলস্টয় বললেন, "কোন মহৎ ব্যক্তির প্রসংগ শুনতে আনন্দ লাগে। আমি-ও তাঁকে এমনটিই কল্পনা করেছিলাম। অতুলনীয়। সমস্ত চরমপন্থীদের মধ্যে তিনিই হ'লেন পরিণত এবং বুদ্ধিমান; তাঁর 'বর্ণমালা' গ্রন্থে তিনি নিঃসন্দেহে প্রমাণ ক'রে দিয়ে-

ছেন, আমাদের সমগ্র সভ্যতা হোলো বর্বরতা, সংস্কৃতিটা শান্তিপ্রিয় দুর্বল কোনো জাতির কাজ,—সকল জাতির নয়। টিঁকে থাকার জন্যে সংগ্রাম, এই কথাটি গর্হিতকে ন্যায়সংগত প্রমাণ করার জন্যে একটা মিথ্যা উদ্ভাবন। তুমি নিশ্চয় এ বিষয়ে একমত নও? কিন্তু, তুমি জানো, দদে-ও এ-বিষয়ে একমত ছিলেন—তাঁর 'পল অস্টিরের'-এর কথা তোমার মনে পড়ে?"

"কিন্তু, ধরুন, ইউরোপীয় ইতিহাসে নর্ম্যানরা যে ভূমিকা গ্রহণ করেছে, ফ্লেরভস্কির থিওরির সংগে আপনি তাকে খাপ খাওয়ান কেমন ক'রে?"

"নর্ম্যাণরা? সে কথা আলাদা।"

আমার কেবলই মনে হোতো—এবং সেটা মিথ্যা ব'লেও আমার মনে হয় না—লিও নিকোলাইয়েভিচ সাহিত্য সম্বন্ধে আলাপ করতে খুব ভালো বাসতেন না। কিন্তু সাহিত্যিকদের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল ছিল সজাগ এবং প্রচুর। "তুমি তাঁকে চেনো? তিনি কেমন? তিনি জন্মেছিলেন কোথায়?" এই প্রশ্নগুলি আমি প্রায়ই তাঁর মুখে শুনতাম। আর তাঁর সমস্ত মতামত ওই লোকগুলির ওপর নূতন অদ্ভুত কোনো আলোকক্ষেপ করতোই।

ভি, ভি. সম্পর্কে চিন্তাবিজড়িতভাবে তিনি বলতেন, "তিনি একজন 'মহান রাশিয়ান' নন। আর সেইজন্যেই তিনি আমাদের জীবনকে সুন্দরভাবে এবং সত্যিকারের আলোতে দেখতে পারেন!" আন্টন শেখভকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন। শেখভের সম্পর্কে তিনি বলেন: "ওর ওষুধগুলো ওর পথের অন্তরায় হ'য়ে উঠেছে। ও যদি ডাক্তার না হোতো, তবে আরো বড়ো লেখক হ'তে পারতো।" একজন তরুণতর

লেখক সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন : 'ইনি ইংরেজ হবার ভান করেন। এ ভূমিকায় মস্কাওই কোনো লোকের পক্ষে সফল হবার আশা সবচেয়ে কম।" আমাকে তিনি একবার বলেছিলেন, "তুমি একজন উদ্ভাবক, তোমার ওই কুভালদা-রা সবাই হোলো মন-গড়া।" আমি যখন বললাম, কুভালদা চরিত্র জীবন থেকে চিত্রিত হ'য়েছে, তখন তিনি বললেন : 'বলো, তুমি তাকে কোথায় দেখেছ?"

কুভালদা নামে যে লোকটির আমি বর্ণনা করেছি, তাঁকে আমি প্রথমে দেখি কাজানের এক ম্যাজিস্ট্রেট কনভালভের এজলাসে। ঐ দৃশ্যটির বর্ণনা শুনে তিনি সর্বান্তঃকরণে হোহো ক'রে হেসে উঠলেন। তিনি তাঁর চোখের জল মুছে বললেন, "নীল রক্ত—হ্যাঁ, ঠিক, নীল রক্ত।" কিন্তু কী চমৎকার, কী মজার। তোমার লেখার চেয়ে তোমার বলাটি কিন্তু আরো ভালো হয়েছে। তবে, একথা তোমায় স্বীকার করতেই হবে যে, তুমি একজন উদ্ভাবক, একজন রোমণ্টিক।"

আমি বললাম, "সম্ভবত সব লেখকরাই কিছু পরিমাণে উদ্ভাবক, কারণ, তারা মানুষকে বর্ণনা করে জীবনে তাদের যেমনটি দেখতে চায় তেমনিটি ক'রে। একথাও আমি বললাম, যে-সব সক্রিয় লোক জীবনের অন্যায়কে যে-কোনো উপায়ে, এমন কি হিংসার দ্বারাও প্রতিরোধ করতে চায়, তাদের আমি পছন্দ করি।"

"কিন্তু হিংসাটাই যে সবচেয়ে বড়ো অন্যায়।" তিনি আমার একখানা হাত নিজের হাতে নিয়ে বলে উঠলেন, "তুমি এই স্বত-বিরোধিতার হাত থেকে কেমন ক'রে রক্ষা পাবে, উদ্ভাবক? তোমার 'আমার সহযাত্রী' লেখাটি উদ্ভাবন নয়—এবং উদ্ভাবন নয় ব'লেই ওটি সুন্দর। কিন্তু তুমি

যখন মগজের সাহায্য নাও, তখন তুমি জন্ম দিয়ে বসো নাইটদের—যতো সব আমাডাইস আর সিগ্‌ফ্রিডদের।"

আমি মন্তব্য করলাম, যতোক্ষণ আমরা আমাদের এই মানবরূপী অপরিহার্য "সহযাত্রীদের" সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বাস করবো, ততোক্ষণ আমরা আমাদের প্রাসাদ রচনা করতে থাকবো চোরাবালির ওপর, বিরুদ্ধ উপকরণ দিয়ে।

তিনি মৃদু হেসে তাঁর কনুই দিয়ে আমাকে মৃদু ঠেলা দিয়ে বললেন, "ও থেকে কিন্তু অত্যন্ত,—অত্যন্ত সব বিপজ্জনক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। তুমি যথার্থ সোশ্যালিস্ট নও। তুমি হোলে রোমান্টিসিস্ট, আর রোমান্টিসিস্টরা মনার্কিস্ট না হ'য়ে পারে না—চিরদিন হয়েছে-ও তাই।"

"কিন্তু হিউগো?"

"হিউগো? তাঁর কথা আলাদা। আমি তাঁকে পছন্দ করি না। তিনি বড়ো চেঁচামেচি করেন।"

তিনি আমাকে প্রায়ই প্রশ্ন করতেন, আমি কি পড়ছি। যদি, তাঁর মতে, কোনো খারাপ বই পড়তাম, তবে তিনি সর্বদাই আমাকে তিরস্কার করতেন।

"গীবন কস্টমারোভের চেয়েও খারাপ। লোকের মম্‌সেন পড়া উচিত। মমসেন নীরস, কিন্তু তাঁর মধ্যেকার বস্তু কু জমাট।"

তিনি যখন শুনলেন যে আমি সর্বপ্রথমে যে বইটি পড়ি, সেটি হোলো "সেম্‌গান্নো ভাইয়েরা", তখন তিনি চটে উঠলেন, "ঐ হ্যাখো—অতি বাজে নভেল। ওই বইখানাই তোমায় নষ্ট ক'রে দিয়েছে। ফরাসী ভাষায় মাত্র তিনজন লেখক আছেন, স্তেন্ধাল, বালজাক, ফ্লবের। আর সম্ভবত মোপাশাঁ,—যদি-ও আমাদের শেখভ মোপাশাঁর চেয়ে ভালো। গঁকুর-

ভাইয়েরা, ওঁরা হ'লেন নিছক ভাঁড়, ওঁরা কেবল গাম্ভীর্যের ভাণ করেন। ওঁদের মতোই অন্যান্য উদ্ভাবকদের লেখা বই থেকে ওঁরা জীবনকে দেখেছেন ; আর এই দেখাকে তাঁরা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ব'লে ভাবতেন। কিন্তু কোনো মানুষের আত্মার কাছে এর কোনো দাম নেই।"

তাঁর এই মতামতের সংগে আমার মতদ্বৈধ হোলো। ব্যাপারটা লিও নিকোলাইয়েভিচ্‌কে একটু বিরক্ত ক'রে দিলো। তিনি প্রতিবাদ বড়ো একটা সইতে পারতেন না। আর, মাঝে মাঝে তাঁর মতামতগুলো বড়ো অদ্ভুত ও খামখেয়ালী হ'য়ে উঠতো।

তিনি একবার বললেন : শিল্পে ভাঙন বলে কোনো জিনিষ নেই। ইটালিয়ান লম্‌ব্রসো এই কথাটির উদ্ভাবন করেন। তাঁর পরে ইহুদি নর্দাউ এ কথাটাকে কাকাতুয়ার মত উচ্চ কর্কশ কণ্ঠে আওড়াতে থাকেন। ইতালি হোলো যতো হাতুড়ে আর এ্যাডভেঞ্চারারদের দেশ। ওখানে কেবল আরেন্টিনো, কাসানোভা, কালিওস্ত্রো, এবং ওই ধরণের লোকেরাই জন্মে।"

"আর গ্যারিবল্ডি ?"

"সেটা রাজনীতি, আলাদা জিনিষ।"

রাশিয়ার সওদাগর শ্রেণীর জীবন থেকে সংগৃহীত ধারাবাহিক কতকগুলি তথ্যের জবাবে তিনি বলেন : "ওগুলো অসত্য। ওগুলো কেবল লেখা থাকে ধূর্ত কেতাবে।"

আমি একটি সওদাগর পরিবারের তিন পুরুষের বাস্তবিক ইতিহাস যা জানতাম, তাঁকে বললাম। এই ইতিহাসে ভাঙনের ধারাটি বিশেষ এক নৃশংসতার সংগে কাজ করেছে। কাহিনীটি শুনে তিনি উত্তেজিত হ'য়ে আমার হাতে চাপ দিয়ে এ সম্পর্কে লিখতে আমাকে উৎসাহিত ক'রে

বললেন : "ব্যাপারটা ঠিক। আমিও জানি, এই ধরণের ছুটি পরিবার আছে টুলায়। এ সম্বন্ধে লেখা দরকার। সংক্ষেপে লিখিত একটি দীর্ঘ উপন্যাস, তাই না? তুমি লেখো।" তাঁর চোখ ছ'টি দপ্‌দপ্ করতে লাগলো।

"কিন্তু, লিও নিকোলাইয়েভিচ্, তার মধ্যে তবে নাইট-ও থাকবে?"

"না না, নাইট না। ব্যাপারটা বাস্তবিক গুরুত্বপূর্ণ। একটি মানুষ, সে সমস্ত পরিবারের হ'য়ে উপাসনা করার জন্যে সন্ন্যাসী হ'য়ে যাচ্ছে—অতুলনীয়। এই হোলো সত্য : তুমি পাপ করো, আমি প্রার্থনা ক'রে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো। অপরজন, সেই ক্লান্ত, পরিবারের অর্থগৃধ্নু প্রতিষ্ঠাতা—সে-ও, সে-ও সত্য। সে হোলো মাতাল, ব্যভিচারী, পশু, সে ভালোবাসে সবাইকে, আবার অকস্মাৎ খুন-ও ক'রে বসে—চমৎকার। এ সম্বন্ধে লেখো, লেখা দরকার। না, না, চোর আর ভিখারীদের মধ্যে আর তুমি তোমার গল্পের নায়কদের খুঁজে বেড়িয়ো না।—নায়ক—ওটা-ও একটা মিথ্যে, বানানো কথা। কেবল আছে মানুষ আর মানুষ, আর কিছু না।" *

তিনি প্রায়ই আমার গল্পগুলির মধ্যে আতিশয্যের উল্লেখ করতেন। তবে, তিনি একবার 'ডেড সোল্‌স্' † উপন্যাস সম্বন্ধে আলোচনা প্রসংগে সস্নেহভাবে মৃদু হেসে বলেন :

* এর ফলে ম্যাক্‌সিম গর্কি তাঁর "ভাঙন" উপন্যাসখানি রচনা করেন, যার ইংরেজি নাম—ডেকেডেন্স।—অনুঃ।

† গগলের লেখা উপন্যাস ডেড সোল্‌স্—বা "মরা গোলাম।"—অনুঃ।

"আমরা সবাই হলাম ভয়ংকর এক এক জন উদ্ভাবক। আমি নিজেও যখন লিখি, হঠাৎ মাঝে মাঝে কোনো কোনো চরিত্রের জন্যে ভারী দুঃখ হয়। তখন আমি তাকে মাঝে মাঝে কোনো একটা গুণের অধিকারী ক'রে দিই। কিম্বা কারো কাছ থেকে কোনো গুণ কেড়ে নিই— যার ফলে অন্যের সংগে তুলনায় তাকে ততোটা কালো না লাগে।" তারপর নিষ্করুণ বিচারকের কঠিন কণ্ঠে তিনি আবার বলেন: "সেই জন্যে আমি বলি শিল্প হোলো মিথ্যা, যথেচ্ছ প্রতারণা, জনসাধারণের পক্ষে অনিষ্টকর। সত্যিকারের জীবন কি, মানুষ তা লেখে না। তারা লেখে জীবন সম্বন্ধে তারা কি ভাবে, কেবল তাই। মিনার, কিম্বা সমুদ্র কিম্বা কোনো তাতার আমার চোখে কেমন লাগলো, তা জেনে মানুষের কী লাভ—তাতে মানুষের কি উপকার, কি প্রয়োজন?"

মাঝে মাঝে তাঁর চিন্তা ও অনুভূতিগুলি আমার কাছে খেয়ালবশে স্বেচ্ছাকৃত বিকার ব'লে মনে হোতো। কিন্তু যে-জিনিষটা বিশেষভাবে মানুষকে ঘা দিতো এবং অভিভূত করতো, সেটি ছিল তাঁর চিন্তার নিষ্ঠুর ঋজুতা। হৃদয়হীন বিধাতার নির্ভীক প্রশ্নকর্তা জোবের জেরার মতোই লাগতো সেগুলিকে। তিনি বলেন:

"মে মাসের শেষাশেষি কিয়েভের রাস্তা দিয়ে আমি একদিন হেঁটে যাচ্ছিলাম। পৃথিবীকে স্বর্গ মনে হোলো। সমস্তই আনন্দে আত্মহারা। গাইছে পাখীরা। মৌমাছিরা গুনগুন করছে। আর সূর্যালোক। সব কিছুই যেন খুশীতে বিহ্বল, করুণায় ভরা, অপূর্ব। আমার কান্না পেলো। মনে হোলো, আমি যেন সেই মৌমাছি, সেরা ফুলগুলি যে পেয়েছে। অনুভব

করলাম, ভগবান যেন আমার আত্মার সংগে নিবিড় হ'য়ে উঠেছেন। অকস্মাৎ দেখলাম, পথের পাশে দুটি নরনারী, তীর্থযাত্রী তাঁরা। তাঁরা দু জন পাশাপাশি শুয়ে আছেন, বৃদ্ধ, ধূলিধূসর, মলিন, পক্ককেশ—তাঁরা পোকার মতো কাৎরাচ্ছেন, শব্দ করছেন, অস্ফুট কথা বলছেন। তাঁদের অনাবৃত নীল পা আর লোল কুঞ্চিত দেহের উপর নিষ্করুণভাবে সূর্যালোক ঝ'রে পড়ছে। আমি আমার আত্মায় একটা কঠিন আঘাত পেলাম। ভগবান, তুমি না সৌন্দর্যের স্রষ্টা? তোমার কী লজ্জা নেই? নিজেকে আমার পরম দুর্ভাগা ব'লে মনে হোলো—

"হ্যাঁ, ঘটনাগুলো ছাখো। প্রকৃতি—ভক্তিমানেরা তাকে শয়তানের সৃষ্টি ব'লে মনে করেন—মানুষকে দেয় যন্ত্রণা। নির্মমভাবে, পরিহাসের সংগে। সে মানুষের সাধ্য কেড়ে নেয়, রাখে শুধু তার সাধ। প্রত্যেকটি মানুষ, যাঁরই আত্মা সজীব রয়েছে, তাঁরই এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে। মানুষের রক্তে মাংসে যে যন্ত্রণার বীজ উপ্ত হ'য়েছে, তারই লজ্জা আর ভীষণতাকে অনুভব করার জন্যে সৃষ্টি হয়েছে মানুষের। এই যন্ত্রণাকে আমরা আমাদের মধ্যে নিরন্তর একটি অপরিহার্য শাস্তির মতো বহন ক'রে চলি—শাস্তি, কিন্তু কি পাপের জন্যে?"

এই কথাগুলি বলার সময় তাঁর চোখের দৃষ্টি অদ্ভুতভাবে বদলে গেলো, কখনো হয়ে উঠলো শিশুর মতন অনুযোগী, কখনো বা কঠিন, কর্কশ, কখনো বা উজ্জ্বল। তাঁর ঠোঁট কাঁপতে লাগলো, গোঁফ কাঁটা দিয়ে উঠলো। তিনি কথা শেষ ক'রে তাঁর ব্লাউসের পকেট থেকে একটা রুমাল বার ক'রে শক্ত হাতে ঘষে মুখ মুছলেন, যদি-ও মুখখানা শুকনোই ছিল। তারপর তিনি তাঁর গ্রন্থিবহুল চায়াড়ে দুই হাতের আঙুল-

গুলো দিয়ে দাড়ীটাকে চিকণ করতে করতে মৃদু গলায় ফের বললেন: "কিন্তু, কি পাপের ?"]

ডিয়াল'বভ থেকে ওই-টডর-অন পর্যন্ত যে রাস্তা গেছে, সেই রাস্তায় তাঁর সংগে একবার বেড়াচ্ছিলাম। তিনি যুবকের মতো হাল্কা পা ফেলে হাঁটছিলেন। আমাকে দৃপ্তভাবে বললেন: "দেহটা মানুষের মনের পোষা কুকুর হয়ে থাকবে, তার হুকুমে ছুটবে। কিন্তু আমর—আমরা কি করি ? দেহটা শাসন করে, দৌরাত্ম্য করে, আর মন নিরুপায় অসহায়ের মতো তাকে অনুসরণ করে।"

তিনি হৃৎপিণ্ডের ঠিক উপরে বুকে শক্ত ক'রে কয়েকবার দলা দিলেন। ভ্রূ দুটি উপরের দিকে তুললেন, তারপর কী যেন অকস্মাৎ স্মরণ ক'রে ব'লে চললেন, "মস্কাও শহরে এক শরৎকালে একবার সুখাবিঅভ গেটের কাছাকাছি একটি গলিতে একটি মাতাল মেয়েকে নর্দমায় প'ড়ে থাকতে দেখেছিলাম। একটা বাড়ির উঠান থেকে নোংরা জল এসে গড়িয়ে যাচ্ছিল ঠিক তার ঘাড় আর পিঠের তলা দিয়ে। সে ওই ঠাণ্ডা জলে প'ড়ে কাঁপছিল, কাৎরাচ্ছিল আর অস্ফুট গলায় বিড়বিড় ক'রে কি বকছিল, কিন্তু উঠতে পারছিল ন।"

তিনি শিউরে উঠলেন। চোখ দুটিকে অর্ধনিমীলিত করলেন, তারপর মাথা নেড়ে ধীরকণ্ঠে ব'লে চললেন: "এসো, এখানে বসি।...মাতাল মেয়ের মতো ভয়ংকর এবং জঘন্য জিনিষ আর নেই। আমি তাকে ওঠার জন্যে সাহায্য করতে চাইলাম। কিন্তু সে উঠতে পারলো না। আমার অত্যন্ত বিশ্রী লাগলো। মেয়েটা এমন পিছল আর নোংরা যে আমার মনে হোলো, আমি যদি ওকে ছুঁতাম, তবে সারা একমাস ধরে-ও আমার হাত ধুলে

আমি তা পরিষ্কার করতে পারতাম না। ভয়াবহ। রাস্তার পাশে একটি ছোকরা বসেছিল। ছেলেটি বেশ চটপটে, চোখদুটো কটা। তার দু গাল গড়িয়ে চোখের জল পড়ছিল। সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, আর কেবলই নিরুপায় হ'য়ে বলছে : "মা—মা, ওঠো না, মা....।" মেয়েটি হাত নেড়ে অস্ফুট কণ্ঠে কথা বললো, মাথা তুললো—আবার পরক্ষণেই ছলাৎ ক'রে তার ঘাড়টা নোংরার ভেতরে ডুবে গেলে।"

তিনি নীরব হলেন। তারপর চারিদিকে একবার তাকিয়ে কতকটা ফিসফিস ক'রেই বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভয়ানক। তুমি কি অনেক মাতাল মেয়ে দেখেছ? অনেক—? ও হরি! না, না, এদের সম্বন্ধে তুমি লিখো না, কখনো লিখো না।"

"কেন?"

তিনি আমার চোখের পানে সোজা এক দৃষ্টিতে তাকালেন, মৃদু হেসে আমারই কথার পুনরাবৃত্তি করলেন, 'কেন?" তারপর চিন্তাজড়িত ভাবে ধীরে ধীরে বললেন, "জানি না, কেন। কথাগুলো আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো. কোনো নোংরা জিনিষ সম্পর্কে লেখাটা-ও লজ্জাজনক। কিন্তু না লেখাই বা উচিত কেন? হ্যাঁ, সব কিছু. সব কিছু সম্পর্কেই লেখা দরকার।"

তাঁর চোখে জল এলো। তিনি চোখ মুছে মৃদু হেসে রুমালের দিকে তাকালেন। আবার তাঁর কুঞ্চিত গণ্ড ব'য়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। বললেন, "আমি কাঁদছি। আমি বুড়ো মানুষ। ভয়াবহ কোনো স্মৃতি মনে পড়লেই আমার বুকের ভেতরটা যেন ছিঁড়ে যায়।"

তারপর সস্নেহে আমার কনুই-এ মৃদু স্পর্শ দিয়ে বললেন, "তুমিও—তোমার-ও যদি জীবনের দিনগুলি ফুরিয়ে আসে—আর সব কিছুই রয়ে যায় আগের মতো—তবে তুমি-ও, তুমি-ও কাঁদবে, আমার চেয়েও কাঁদবে। তাই সব কিছুই লেখা দরকার, সব কিছু সম্পর্কে, সব কিছু। নইলে ওই ছোটো ছেলেটা হয়তো ব্যথা পাবে, আমাদের তিরস্কার করবে, বলবে—'না, এ মিথ্যা, এর সবটুকু সত্যি নয়।"

তারপর অকস্মাৎ তিনি নিজেকে ঝেড়ে নিয়ে স্নেহসিক্ত গলায় বললেন : "নাও, এখন তুমি আমায় একটা গল্প বলো। গল্পগুলি চমৎকার বলো তুমি। কোনো ছেলে সম্পর্কে বলো, তোমার নিজের ছেলেবেলা সম্পর্কে। তুমি যে কোনো দিন ছেলে ছিলে, এ কথাটা সহজে ভাবা-ও যায় না। মনে হয়, তুমি একটি অদ্ভুত প্রাণী, যেন পরিণত বয়সেই তুমি জন্মলাভ করেছিলে। তোমার অনেক চিন্তার মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যা শিশুসুলভ, অপরিণত। কিন্তু জীবন সম্বন্ধে তুমি অনেক জানো—যার বেশি মানুষে জানতে চাইতে পারে না। এখন, তুমি আমায় একটা গল্প বলো।" *

একটা পাইন গাছের অনাবৃত শিকড়গুলির উপর তিনি আরাম ক'রে শুয়ে পড়লেন। দেখতে লাগলেন, কর্মচঞ্চল ধাবমান পিপীলিকাদের।

উত্তর অঞ্চল থেকে আসা কোনো মানুষের চোখে লতায়-পাতায় বৃক্ষেগুল্মে সমারোহমান দৃপ্ত দক্ষিণকে অনেকটা বিসদৃশ মনে হয়।

* গর্কি যে কেমন ছেলে ছিলেন, সে সম্পর্কে তিনি তাঁর আত্মজীবনী পর্যায়ে লিখেছেন "আমার ছেলেবেলা" গ্রন্থ। গল্পটি সত্যই বিস্ময়কর, অসাধারণ।—অনুঃ।

এখানে লিও টলস্টয়কে—এমন কি তাঁর নামটাও একটা আধ্যাত্মিক শক্তি প্রকাশ করে—খর্বাকৃতি মনে হোলো। মাটির গভীরে সবল সঞ্চারিত মূলগুলি থেকে বহিরাগত জটায় গ্রন্থিময় কোনো বৃদ্ধ বৃক্ষ যেন তিনি, তাই ক্রিমিয়ার উচ্ছ্বসিত স্পর্ধিত সবুজের মধ্যে তাঁকে একই সময়ে অবান্তর অথচ যথাযথ মনে হোলো। মনে হোলো, তিনি অতি প্রাচীন একটি মানুষ, তাঁর চারিদিকের সমস্ত কিছুর উপর পরিপূর্ণ আধিপত্য তাঁর। তিনি এক মহাস্থপতি, যদিও বহু শতাব্দীর পর স্বরচিত প্রাসাদে ফিরে এসেছেন। এই প্রাসাদে কী আছে, তার অনেক কিছুই আজ তাঁর মনে নেই। অনেক কিছুই তাঁর কাছে নূতন। এখানে যেমনটি ঠিক থাকা দরকার, তেমনিটি-ই আছে, অথচ সম্পূর্ণ-ও যেন তেমনিটি নেই। তাই অবিলম্বে তিনি সন্ধান নিতে চান, কেন তেমনিটি নেই, কোথায় ত্রুটি, কেন ত্রুটি।

পথে ঘাটে তিনি ঘুরে বেড়ান ব্যস্ত দ্রুত পা ফেলে। তিনি যেন কোনো দক্ষ পর্যটক, দেশের সন্ধানে বেরিয়েছেন। তাঁর দুটি তীক্ষ্ণ চক্ষু প্রতিটি জিনিষকে লক্ষ্য করছে, পরিমাপ করছে, পরীক্ষা করছে, তুলনা ক'রে দেখছে। সামান্যতম উপলখণ্ড, সামান্যতম চিন্তা সেই দৃষ্টির কাছে আত্মগোপন ক'রে থাকতে পারতো না। তিনি তাঁর চারিদিকে বিক্ষিপ্ত ক'রে যাচ্ছেন অমর চিন্তার জীবন্ত বীজগুলি। একবার তিনি স্লারকে বলেছিলেন, "লিওভুশ্‌কা, তুমি তোমার আত্মম্ভরিতার ফলে যা ভালো নয়, এমন কিছু পড়ো না। কিন্তু যা ভালো নয়, এমন কিছুও গর্কি পড়েন, কারণ তিনি নিজেকে বিশ্বাস করেন না। যা ভালো নয়, এমন অনেক কিছুই আমি লিখেছি। কারণ, তার পেছনে ছিল একটি বৃদ্ধের

উচ্চাশা, বাসনা যে সবাই তার মতো ভাববে। অবশ্য আমি ভাবি, এটা ভালো, গর্কি ভাবেন ওটা ভালো নয়, আর তুমি কিছুই ভাবো না। তুমি কেবল মিটমিট করে তাকাও, আর লক্ষ্য করো তুমি কোনটা আঁকড়ে ধরবে। একদিন তুমি এমন কিছু আঁকড়ে ধরবে, যা আদৌ তোমার নয়—আর তেমনটি ইতিপূর্বে হয়েছে ও। তুমি সেটার ওপর তোমার থাবা বসিয়ে দেবে, খানিকক্ষণ ধ'রেও রাখবে, তারপর সেটা যখন আলগা হ'য়ে যাবে, তখন তুমি তাকে আগলে রাখার চেষ্টাও করবে না। শেখভের একটি সুন্দর গল্প আছে "পিয়ারী"—তুমি ঠিক সেই মেয়েটির মতো।

"কিসে?" সুলার হো হো ক'রে হেসে প্রশ্ন করলো।

"তুমি ভালোবাসতে পারো খুব—কিন্তু ভালোবাসার পাত্র বেছে নিতে পারো না। তাই নিজেকে অকিঞ্চিতের জন্যে অপব্যয় ক'রে বসো।"

"সব ই কি এমনি?"

"সবাই?" লিও নিকোলাইয়েভিচ্ কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করলেন, "না, সবাই নয়।"

তারপর অকস্মাৎ তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, যেন আমাকে একটা ঘুষি মারছেন, "তুমি ভগবানে বিশ্বাস করো না কেন?"

"আমার বিশ্বাস নেই, লিও নিকোলাইয়েভিচ্।"

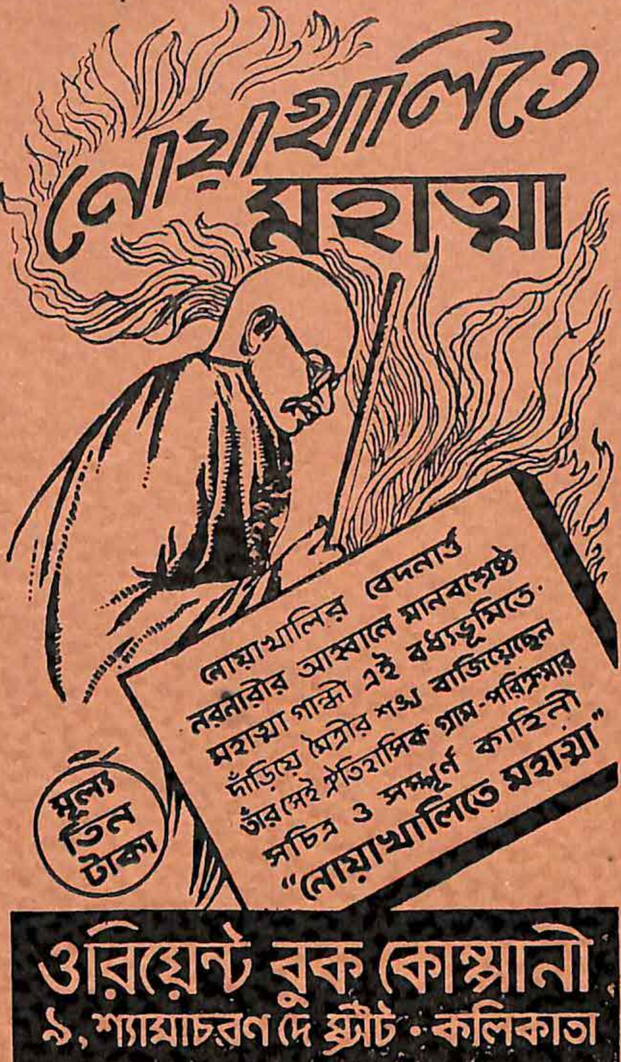
"না, তা সত্যি নয়। তোমার প্রকৃতি অনুসারে তুমি বিশ্বাসী, এবং ভগবানকে বাদ দিয়ে মোটেই অগ্রসর হ'তে পারো না। এক দিন এ কথাটি তুমি উপলব্ধি করবে। তোমার অবিশ্বাস এসেছে একগুঁয়েমি থেকে। কারণ, তুমি আঘাত পেয়েছ: কারণ, জগৎটাকে তুমি যেমন

ক'রে চাও, জগৎটা ঠিক তেমন নয়। এমন অনেক লোকও আছে, তারা লাজুক, তারা বিশ্বাস করতে লজ্জা পায়, এটা ঘটে অল্পবয়সীদের মধ্যে ; তারা মেয়েদের ভালোবাসে, অথচ মেয়ে তাদের পাছে ভুল বোঝে এই ভয়ে এবং সাহসের অভাবে তারা তা প্রকাশ করতে চায় না। ভালোবাসার মতো বিশ্বাসে ও সাহস ও দুঃসাহসের প্রয়োজন হয়। কেবলমাত্র নিজের কাছে বলতে হবে : 'আমি বিশ্বাস করি।' সংগে সংগে সমস্ত কিছুই ঠিক হয়ে যাবে, তুমি যেমনভাবে দেখতে চেয়েছিলে, তেমনিভাবেই চোখের সামনে ধরা দেবে সব কিছু। সব কিছুই নিজেকে তোমার কাছে ব্যাখ্যা করবে, তোমাকে আকর্ষণ করবে। তুমি তো ভালোবাসো প্রচুর পরিমাণে, আর বিশ্বাস হোলো মহত্তর ভালোবাসা। তুমি আরো ভালোবাসো, আরো, তোমার ভালোবাসা বিশ্বাস হ'য়ে উঠবে। কেউ যখন কোনো মেয়েকে ভালোবাসে, তখন সেই মেয়েটি নিঃসন্দেহে হ'য়ে ওঠে পৃথিবীর সেরা মেয়ে। এই হ'লো বিশ্বাস। যে বিশ্বাস করে না, সে ভালোবাসতে পারে না ; আজ সে এক মেয়ের প্রেমে পড়ে, কাল পড়ে আরেক জনের। এই সব মানুষের আত্মা হোলো ভবঘুরে ; বন্ধ্যা, বিফল তাদের জীবন—সেটা ভালো নয়। কিন্তু তুমি হোলে জাত বিশ্বাসী, আর নিজেকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা ক'রে কোনো লাভ নেই। হ্যাঁ, তুমি হয়তো বলবে, সৌন্দর্য ? কিন্তু সৌন্দর্য কি ? পরমতম সৌন্দর্য হ'লেন ভগবান।

এবিষয়ে তিনি আমার কাছে কদাচিৎ আলাপ করেছেন। তাই এই বিষয়টির গুরুত্ব এবং আকস্মিকতা আমাকে একরকম অভিভূত ক'রে ফেললো। আমি স্তব্ধ হ'য়ে রইলাম।

তিনি তাঁর পা দুটিকে কোচের তলায় গুটিয়ে কোচের উপর বসে-ছিলেন, এবার বিজয়ীর মতো মৃদু হেসে আমার পানে তর্জনী হেলন ক'রে বললেন, "না না, চুপ থেকে এ বিষয়ে তুমি রেহাই পাচ্ছ না।"

ভগবানে অবিশ্বাসী আমি কী অজ্ঞাত কারণে ঈষৎ ভীত, সতর্ক হ'য়ে তাঁর পানে তাকিয়ে রইলাম। তাকিয়ে রইলাম, আর ভাবলাম, "ইনিই, ইনিই বুঝি সেই ভগবানের স্বরূপ।"



Cover printed by NEW Gaya Art Press, Calcutta—9.